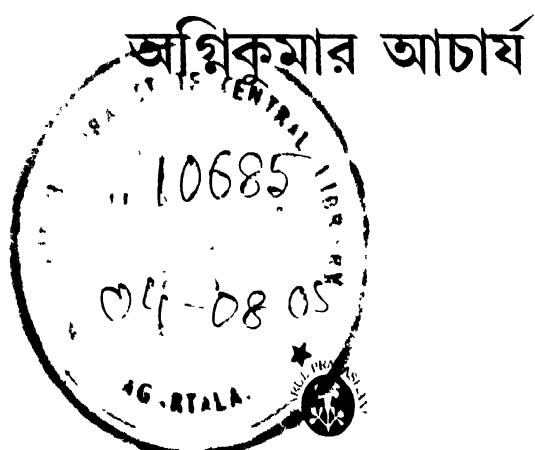


# আমার গানের মালা

(ত্রিপুরার বিশিষ্ট বাংলা ও ককবরক কঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী এবং  
কিছু নির্দিষ্ট নৃত্যশিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্বলিত)



পার্শ্ব প্রকাশনী

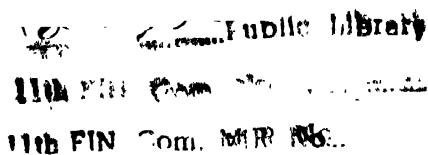
৮/৩ চিনামণি দাম লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোনঃ ২২৪১ ৬৪৭৮

আখড়াউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১, ফোনঃ ২৩৮ ৬৯৪৭

# *Amar Ganer Mala*

**By Agnikumar Acharyee**

• Price Rs. 80.00 only



• প্রকাশিকা :

শ্রীমতী রত্না সাহা  
আখড়ড়া রোড, আগরতলা

• প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০০৫

• প্রচ্ছদ : শিবেন্দু সরকার

• বর্ণসংস্থাপন :

এবিসি কম্পিউটার সেন্টার  
৩২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট  
কলকাতা—৭০০ ০০৯

• মুদ্রণ :

আদ্যাশন্তি প্রিন্টার্স  
কলকাতা—৭০০ ০০৬

## ନିବେଦନ

ত্রিপুরা নিশ্চিতরূপেই শিল্প-সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান। সারা  
রাজ্যে অসংখ্য সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী রয়েছেন। এদের সকলের শিল্পী জীবনের  
সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সুযোগ সময়াভাবে সম্ভব হয়ে  
ওঠেনি। শুধু তাই নয়, যাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে প্রদর্শিত  
করা হয়েছে, তাঁদের সমাক তথ্যসংগ্রহের আক্ষরণে আমি অকপট চিন্তে স্বীকার  
করে নিছি। তাই, গ্রন্থে উল্লিখিত শিল্পীদের কৃতিত্বের পরিচায়ক অনেক তথ্যই  
হয়তো লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এই ত্রুটির জন্য শিল্পীদের কাছে আমি মার্জনা-  
প্রার্থী।

ଶ୍ରୀମାର ଉପଜାତି-ଅନୁପଜାତି ସକଳ ଅଂଶେର କଠିନଶ୍ଵରୀତ ଓ ଯତ୍ନଶ୍ଵରୀତ ଶିଳ୍ପୀଦେର କାହେ ଆମାର ନିବେଦନ—ଶିଳ୍ପୀରା ତାଙ୍କରେ ନିଜ ନିଜ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନପଞ୍ଜୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଠିକାନାଯ ଆମାର କାହେ ପାଠାଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକ୍ରରଣେ ସଂଶୋଧିତ ଓ ବର୍ଧିତ ଆକାରେ ତା ଗ୍ରନ୍ଥବାଦ୍ୟ କରବ ।

আমার রচিত ও পরিবেশিত ন্যূট্যনটিগুলিতে যে-সকল ন্যূট্যশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলের পরিচয় স্মৃতিশক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে এই প্রলেখে সংযোজিত করা সম্ভব হয়নি। যাঁদের নাম প্রস্থবদ্ধ হয়নি তাঁরা পত্রযোগে জীবনপঞ্জীসহ আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা প্রকাশ করব।

ବିନ୍ଦୀତ

অধিকমার আচার্য

পোঃ যোগেন্দ্রনগন, বিদ্যাসাগর বাজার।

## ଆଗରତଳା । ପଶ୍ଚିମ ତ୍ରିପୁରା

দূরভায় · ২৩২৪২১১

৯৪৩৬১২৪৪১৮ (মোবাইল)

## পূর্বভাষ

প্রতিবেশি চিন ভারত আক্রমণ করেছে। ভারতের মানুষ এককাটা হয়ে সোচ্চার হয়েছে, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। দেশপ্রেমের হাজারামজা নদীতে ডেকেছে বান। দেশজুড়ে এক অভূতপূর্ব হৃদয়াবেগে। এই হৃদয়াবেগের দৌলতেই আমার সঙ্গীত রচনার হাতেখড়ি। আগামীদেশকে সমৃচ্ছিত জবাব দিতে হবে। আমার আবেগ গানের কথায় রূপ পেল। লিখে ফেললাম দু'খানি গান—‘এলোরে আহুন, চলৱে নিভীক, চলৱে সৈনিক’ আৱ ‘অভয় শঙ্খ—আজি বাজো’। সে-সময়ের ‘দর্শন’ পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত অশ্বিনী কুমার আচা, দু’সংখ্যায় গান দুটি ছেপেছিলেন। আগরতলার একডাকে চেনা লোক গায়ক অমিয় দাস সুর চড়িয়ে গানটি গাইলেন, বদ্বুর মনে পড়ে—রাজপথে। আমার মনে হলো, গান লেখা ধাতে সইবে।

আমার গান লেখা সথের নয়—প্রয়োজনে। কিছু শ্যামাসঙ্গীত আৱ কিছু ভক্তিগীতি লিখেছিলুম নিজেৰ তাগিদে। বাদ-বাকি গানেৰ সিংহভাগই আকাশবাণী আগরতলার দৌলতে রচিত। ১৯৭৮ থেকে আজ অবি আকাশবাণীৰ বহুমুখী অনুষ্ঠানেৰ জন্ম প্রচুর গান লিখতে হয়েছে। এখনও লিখে চলেছি। গীতিকার হিসেবে আকাশবাণীৰ অনুমোদন লাভেৰ পৰ ভক্তিগীতি, লোকগীতি ইত্যাদিৰ পাশাপাশি আধুনিক গান রচনার জগতে আমার প্ৰবেশ লাভ। আধুনিক গান যা-কিছু লিখেছি তাৱে প্ৰায় সব কটাই আকাশবাণীৰ ফৰমায়েসে।

আকাশবাণীৰ পৱেই নাম কৱতে হয় দূৰদৰ্শনেৰ। সঙ্গীতভিত্তিক অনেকগুলি অনুষ্ঠানেৰ রচনা ও পৱিচালনা কৱেছি। এসব অনুষ্ঠান প্ৰস্তুত কৱতে গিয়ে গান লিখতে হয়েছে। দূৰদৰ্শনে বেশ কিছু গীতভিত্তিক নৃত্যনাট্য সম্প্ৰচাৰিত হয়েছে যেগুলি আমার লেখা। এসুত্রেও জ্ঞা নিয়েছে অনেক গান। আকাশবাণীতেও প্ৰচাৱিত আমার রচিত গীতি-আনন্দেৰ সংখ্যা প্ৰচুৰ। এভাবে আকাশবাণী আৱ দূৰদৰ্শনেৰ দাঙ্কিণ্যে ‘আমাৰ গানেৰ মালা’ বিচিত্ৰ ফুলে সুশোভিত হয়েছে। তবে, কিছু অবদান রয়েছে মঙ্গেৰও। মানে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সঞ্চালকদেৱেৰ কিংবা মঞ্চ-গায়কদেৱে অনুৰোধে কিছু গান লিখতে হয়েছে। বইয়েৰ ‘আনুষ্ঠানিক’ পৰ্বে এগুলি স্থান পেয়েছে।

গান, কথানিৰ্ভৰ নয়-সুৱনিৰ্ভৰ। যথাৰ্থ সুৱেৱ প্ৰয়োগে গানেৰ কথা হৃদয়াবেদা হয়ে ওঠে। এ-বইয়ে সংকলিত প্ৰায় সবগুলি গানেই সুৱেৱ প্ৰয়োগ হয়েছে। আগরতলার যে-সব গায়ক ও সুৱকার এ-সব গানো সুৱ লাগিয়েছেন, এঁদেৱ ঘণ্টে রয়েছেন কলকাতাব কিংবদন্তী গায়ক শ্রাবণ রামকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়, আগরতলার সঙ্গীতগুৰু বিবি নাগ, প্ৰথ্যাত গায়ক ও শিক্ষক বচনকাতাৰ সুকৰ্ণা মঙ্গুষ্ঠা পাল, বৰ্ণিত ঘোষ, মনীগোপাল চৰুবৰ্তী।

ড. মুণাল চক্রবর্তী, শিবপ্রসাদ ধর, অরিন্দম রায় চৌধুরী, গীতশ্রী সাহা, গোপাল চক্রবর্তী, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, সুদীপ্তশেখর মিশ্র, মনোরঞ্জন দেব, নৃপতি ভৌমিক, মীরা বিশ্বাস (ভট্টাচার্য), বাসবী কিলিকদার, ঝুমা চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চন্দ, সুবিতা দাস, প্রয়াত প্রতাস চন্দ সাহা প্রমুখ। তা ছাড়া ; বেশ কিছু গানে আমি নিজেই সুরারোপ করেছি।

সুরারোপের ক্ষেত্রে আমি মুক্তচিত্তার পক্ষপাতী। নির্দিষ্ট সুরের-খড়ির গভীরতে আমার গানগুলিকে হাত-পা বেঁধে আবধু রাখতে চাইনে। আমি মনে করি, গানের সুর মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানামেলে ঘূর্ছ ভাবের আকাশতলে ঘূরে বেড়াক, তবেই গানের মুক্তি। একই গানের কথায় বিভিন্ন রাগের সুবপ্রয়োগ দোষাবহ হতে পারে না, কেবল লক্ষ রাখতে হবে গানের কথার ভাবের সঙ্গে সুরের যেন গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম ঘটে।

এ কারণেই আমি এই প্রশ্নে উল্লিখিত গানগুলির শিরোদেশে রাগ, তাল ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দিয়ে এগুলিকে শেকল পরালুম না। এ প্রসঙ্গে আমি ঘোষণা করছি যে, এই বইয়ে উন্ধৃত যে-কোনো গানে, যে-কোনো সুরকার নিজ নিজ পছন্দ মতো সুর প্রয়োগ করতে পারবেন। কেবল লক্ষ রাখতে হবে সুর যেন গানের ভাবের বিরোধী না হয়।

ডন্কুকবি রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন, ‘ডুব দে রে মন কালী বলে’। গান রচনা করতে গেলেও ডুব দিতে হয়। ভাবের গভীরে। প্রকৃতির গভীরে। গভীরে দৃষ্টি গেলে তখনই সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হয় দেহ-মনে-প্রাণে। তখনই গানগানের কথা রসোভীর্ণ হয়। এ-দিক থেকে সঙ্গীত পরিবেশন শৃঙ্খ সাধনাসাপেক্ষ নয়, সঙ্গীতের কথা রচনাও সাধনানির্ভর। আমার সবগুলো গান সাধনালাখ স্তরে পৌছতে সক্ষম হয়েছে কিনা সে বিচারের ভাব সুরকার, গায়ক ও শ্রোতাদের ওপর দিলুম।

এই ক্ষন্দ্র প্রত্যন্ত রাজ্যের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের ভাঙ্গার মণিগঠে ভরা। রাজন্য- শাসিত ত্রিপুরা বহু ভারতশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত প্রতিভার জন্ম দিয়েছে। এঁদের কথা মুখে মুখে উচ্চারিত হলেও, এঁদের সঙ্গীত সাধনার ধারা আজও গ্রন্থবন্ধ হয়নি। যদি সুযোগ পাই, তাহলে এই সংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ রাজ্যের সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত জীবনের পরিচয় একটি প্রশ্নে লিপিবন্ধ করব।

বর্তমান গ্রন্থে এ-রাজ্যের সম-সাময়িক উপজাতি/অনুপজাতি কঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের অতি সংক্ষিপ্ত সঙ্গীতজীবনের পরিচয় দানের একটি প্রয়াস করেছি। সন্ধানভাবে রাজ্যের সব অঞ্চলের সঙ্গীতশিল্পীদের জীবনতথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে, যাঁরা বাদ গেছেন, তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিছি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাছে সন্নির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি, তাঁরা যদি দয়া করে তাঁদের তথ্যবালি আমার কাছে পাঠান, তাহলে নতুন সংস্করণে তা গ্রন্থবন্ধ করব।

যন্ত্রসঙ্গীত ও কঠসঙ্গীতশিল্পী যাঁদেন সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এ-গ্রন্থ সংযোজিত ন রেছি, যদি এত কোনো তথ্যাবলী এবং থাকে, তবে এর জন্য মার্জন। ভিস্কে করছি।

এই তুটি-বিচুতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলে, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করব।

এ রাজ্যের যে-সকল গায়ক-গায়িকা, সুরকার, যন্ত্রনজীত শিল্পী এবং নৃত্যশিল্পী এ-গ্রন্থে উদ্ধৃত গান ও নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানগুলিকে চিত্তাকর্যক করে তুলেছেন—তাদের সকলের প্রতি এ যুসোগ আমি গবীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পাবুল প্রকাশনা, আগরতলা, এবূপ একখানি গানের বইয়ের প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে যে সাহসিকতার পরিচয় রখেছে, এ-জন্যে কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

বিনীত

বইমেলা—২০০৫

অগ্নিকুমার আচার্য

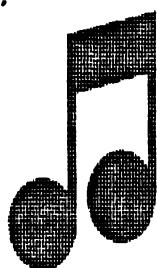
যোগেন্দ্রনগর,

গ্রন্থকার

আগরতলা, ত্রিপুরা।

দূরভাষ — ২৩২৪২১১

৯৮৩৬১২৪৪১৮ (মোবাইল)



## উৎসর্গ

আমার নাতি-নাতনির দল—

যাদের

সবার মধ্যেই দেখেছি

সঙ্গীত-নৃত্য অভিনয় কলার পুষ্পকোরক

ক্রমে ক্রমে বিকশিত হচ্ছে—

—সেই—

বাগেন্তী, পাঞ্জন্য, শিবায়ন, অনিকেত,

বৃত্তি, ধূপদ, মৌস্তিক ও শৈবিকদের

গলায়

‘আমার গানের মালা’ পরিয়ে দিলুম।

—দান্ত

(অগ্নিকুমার আচার্য)



## শ্যামাসঙ্গীত

কালিকারূপিণী মহাশক্তি পরমাজননী মহামায়া ।  
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশকারিণী আদ্যাশক্তি যোগমায়া ॥  
জয়ত্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ।  
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা ধর কায়া ॥  
শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপিণী মাগো তুমি ত্রিগুণধারিণী ।  
অষ্টশক্তি তব প্রকাশ, অষ্টপ্রকৃতি তব ছায়া ।  
তুমি অনন্ত তুমি মা অন্ত তুমি আদি তুমি অনাগতা ।  
তব মহারূপ হেরিয়া পুলকে প্রণমি তোমায় হরজায়া ।

কে বলে মা দিগ্বিসনা ।  
দশদিকে যার অযুত বসন, সে কি কঙ্কা বিবসনা ॥  
(মায়ের) অঙ্গবর্ণ কৃষ্ণ নয় রে শুধুই দৃষ্টিভ্রম ।  
অন্তরে হের জননীর রূপ অসীম অনুপম :  
সকল বর্ণ লুপ্ত ও রূপে, তাই মা আধাৱবৰ্ণা ॥  
এলোকেশী নয় জননী (ওয়ে) মায়াৱ আবৱণ  
জগৎজীবন রহস্যময়, ওই কৃত্তল কাৱণ,  
মৃত্যুরূপা তাই মা আমাৱ শব শিবাসনা ॥  
লোলজিহা নয়াৱে মায়ের (ওয়ে) রজেবই প্রকাশ  
শুভদশমে সন্ধুগুণেৱ হতেছে বিকাশ  
রজ ত্যজি সাধক আজি কৱ সন্দেৱ সাধনা ॥

সৃষ্টি যখন তমসাৰূত তুমি ছিলে মা নিত্যকালী ।  
আদ্যাশক্তি লীলাবিলাসিনী অৱুপ ধৰার রূপ দিলি ॥  
অতীত অনাগত, কাল অনন্ত, তব দেহ মাৰে আছে বিধৃত ।  
মহাকাল-শক্তি কৱিয়া ধাৱণ হলে তুমি মা মহাকালী ॥  
মহাপ্রকৃতি তুমি মা কালিকা, বিশ্বপ্রকৃতিৱ ভাবধারিকা,  
সৃজন পালন বিনাশ সাধন কৱ তুমি দিয়ে কৱতালি ।  
এ মহাত্ম, ধানেৱ সতা যোগী ঝৰিজনে আছে পরিজ্ঞাত  
খুলে দে নয়ান, কৱি গো দৰ্শন, তব মহারূপ মুণ্ডমালী ॥

শ্যামা আমার বিশ্বময়ী ।  
 সর্বভূতে সর্বজীবে আছেন মাতা ব্ৰহ্মময়ী ॥  
 বিশ্বপ্রসবিনী মাতা, বিশ্বমানব আমার ভাতা ।  
 ভায়ে ভায়ে বিভেদ হলে মা হইবেন দুঃখময়ী ॥  
 দেখ মাকে সর্বভূতে প্ৰেমের উদয় হবে চিতে ।  
 প্ৰেমে বাঁধ সর্বজীবে মা যে মোদের প্ৰেমময়ী ॥  
 হিংসাদেৱ ভেদাবলী যুক্তাটে দে রে বলি ।  
 পাবে চৱণ পৱন ধন, মা যে মোদের স্নেহময়ী ॥

## শ্যামাসঙ্গীত

(“নীলাময়ী মা মহাকালী” দূরদৰ্শনের অনুষ্ঠানে সম্প্ৰচাৰিত)

(১)

সৃষ্টি যখন তমসা মগন ওমা রাত্ৰিৰূপিণী ।  
 আঁধারের বৃকে আলোৰ কমল ফোটালে নিদ্রারূপিণী ॥  
 জগদীশ্বৰী রাত্ৰিজননী, তুমি কালী কপালিনী,  
 কালো রূপে আলো ভূবন ওমা আঁধার বিনাশিনী ॥  
 মৰণৱহিতা রাত্ৰিদেবতা রূপ ধৰেছ মহাকালী  
 জ্যোতিময়ী রূপেৰ আভায, চন্দ্ৰসূৰ্য দিলে জালি ।  
 অসুৱ নাশিতে অসি মুণ্ডৰো, সন্তান তৰে বৰাভয় কৰা  
 প্ৰসীদ জননী, দেবী ত্ৰিনয়নী, কালভয় নিবাৰণী ॥

(২)

নমো নমো নমো আদ্যাশক্তি সৃষ্টিস্থিতিকাৱিণী  
 মহানিদ্রা মোহনিদ্রা যোগনিদ্রারূপিণী ॥  
 যোগ নিদ্রায় বিষ্ণুশায়িত, পৱন পুৱনে কৰ জাগৱিত  
 মধু কৈটভে কৰ মা মোহিত, নাশ গো অসুৱে জননী ॥  
 দশাননা তুমি দশচৱণা, বিশালাক্ষী ত্ৰিংশনয়না,  
 প্ৰলয় নাচনে নাচ মা রঙে, ওমা রণৱাঙ্গিণী ।  
 অমৱ পালিনী অসুৱে নাশিনী তৰো মা সংকট তাৱিণী  
 বধিতে অসুৱে জাগাও বিষ্ণুৱে, বিষ্ণুশক্তিদায়িনী ॥

(৩)

দেবী চামুণ্ডা ভয়ংকরা উধর্বকেশা কৃশোদরী।  
 কঙ্কালসার মাংসহীনা, অস্থিমালাধারী ॥  
 কোটরাক্ষী শশানবাসিনী, বুদ্ধরূপা নৃত্যশ্ররী,  
 ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, ভীষণ শস্ত্রধারী ॥  
 দক্ষিণভুজে কর্তরিকা, বামভুজে নরকপাল  
 বহুভৃত সমন্বিতা পদতলে লুটে মহাকাল ।  
 চণ্ডমুণ্ডে বধিয়া মাগো চামুণ্ডা নাম ধরি,  
 অট্টহাস্যে ত্রিলোক কাঁপালে, প্রণমি ভয়ংকরী ॥

(৪)

লীলাময়ী মায়ের লীলা বুঝিতে নারি,  
 কভু নটবর বেশ, কভু রণরঙ্গিণী ;  
 কভু বংশীধারী মা, কভু অসিধারী ॥  
 মা আমার বিষ্ণুমায়া কৃষ্ণলীলা সঙ্গিনী ।  
 মহাকালীর শক্তি নিয়ে লীলাময় বনমালী ॥  
 ত্রীরাধার মান রাখিতে কৃষ্ণ হলেন কালী ।  
 কভু বাস বৃন্দাবনে কভু শশানচারী ॥  
 অঘবক কেশী দানব, কৃষ্ণরূপে করলে নিধন ।  
 অসুরের মুণ্ডকাটি মা হলেন মুণ্ডমালী ॥

## শ্যামাসঙ্গীত

কোন সাধনায়, কি আরাধনায়, মিলে শ্যামা তোর রাঙ্গাচরণ,  
 শতউপচার, আচারবিচার ; জেনেছি এবার অকারণ ॥

জ্বলে দুঃখানল	করবো হোমানল
অশ্রুধারা ঘৃতে	মাখি বিল্বদল
জয় কালী জয়	কালী মন্ত্র বলি
আহুতি দির গো সব বাসন ॥	
চিতার আগুনে সাধ যদি তোর	
চিৎ আগুন মা জালিয়ে দিই	

শবরূপী শিব পদতলে নিয়ে  
 নাচ উলজিণনী তাঁথে থৈ।  
 তব নৃত্যছন্দে মম ব্রহ্মরঞ্জে  
 সহস্রার ধারা                              বহুক নিত্যানন্দে  
 ষট্পদ্ম দল                                      ফুটক সুগন্ধে  
 আনন্দে সাগরে হই মগন ॥

## দশমহাবিদ্যাগীতি

(দুরদর্শন ও আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত)

### মহাকালী

জলদবর্ণা শব শিবাসনা মহাবিদ্যা মহাকালী।  
 চতুর্ভূজা ত্রিনয়না দিগন্ধরা মুণ্ডমালী ॥  
 দনুজ দলনে অসিমুণ্ডধরা, শরণাগতে বরাভয় করা  
 বুদ্র মধুর লীলাময়ী কালী পদে দিব জবা অঙ্গলি ॥

### তারা

মহাবিদ্যা ওমা তারা ওমা ভবতারিণী।  
 নীলবর্ণা একজটা ওমা ত্রিনয়নী ॥  
 উপ্রতারা তুমি মাগো বিপদ উদ্ধারিণী,  
 নীল সরস্তী তুমি বাক্ প্রদায়নী ॥  
 ভয়ংকরা তুমি মাগো বরাভয় দায়নী।  
 রক্ষ তুমি শরণে মা সুখমোক্ষদায়নী ॥

### ঘোড়শ্বী

মহাবিদ্যা ঘোড়শ্বী মা শ্রীবিদ্যা মহেশ্বরী।  
 রক্তবর্ণা ত্রিনয়না চতুর্ভূজা বরনারী ॥  
 রাজরাজেশ্বরী তুমি মা ঘোড়শ্বী  
 বালারূপ রূপে উজল দশদিশি  
 বদন কমলে সুমধুর হাসি  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু লুটে পদতলে পড়ি ॥

### ভুবনেশ্বরী

ভুবনেশ্বরী মহাবিদ্যা তুমি ভুবনপালিনী।  
 রক্তপদ্ম পদতলে হেরি সিংহুর রক্তবরণী ॥  
 একভুজে শোভে পান-আধার,  
 দ্বিতীয়ে শোভে কোকনদ  
 দ্বিতৃজা জননী দেবী ত্রিনয়নী  
 পাশাঞ্জুশ ধারিণী ॥

## ভৈরবী

মহাবিদ্যা ভৈরবী তুমি কালভৈরব ভাসিনী।  
শোণিতবর্ণ চতুর্ভুজা কাল দুঃখনাশিনী ॥  
বরাভয়দান দুকরে মাগো, জপমালা পুঁথি দুকরে  
অর্ধচন্দ্র ললাটে বিরাজে প্রভাত সূর্য বরণী ॥

## ছিমস্তা

ছিমস্তা মহাবিদ্যা দিগন্ধরী ভয়ংকরা।  
আপন মুণ্ড আপনি কাটি পান কর মা বুধিরধারা ॥  
ঘির্ভুজা তুমি মা মুণ্ডবিহীনা, কামদেবোপরি তুমি দস্তমালা  
খর্পর করে ঝলকিছে অসি আর হাতে নিজ মুণ্ড ধরা  
কঞ্চ হতে তব ছুটে রক্ষাধার ত্রিধারা করিছে বিরাম নাহি তার  
ডাকিনী বগিণী সখী সহ রঙে রক্ষপানে রত রক্ষাধরা।  
মহানাগ শোভে উপবীতবূপে অস্থিমালা দোলে পীনোমত বৃকে  
মহাভয়ংকর বৃপ্ত হেরি তোর, আসে বুঝি শিব প্রাণহারা ॥

## ধূমাবতী

মহাবিদ্যা' ধূমাবতী ধূমবরণা।  
বৃদ্ধাবিধবা স্কৃৎকাতরা মলিনবসনা ॥  
এলোকেশী বৃক্ষাবুষ্ঠা কাকধর্জ রথাসনা।  
ধূমা সুরে করিলে নিধন ভয়প্রদা কৃটিলাননা ॥  
কুলা হেরি তব এক হস্তে, অপর হস্ত কম্পমানা,  
কলহ প্রিয়া ভয়ংকরা কৃটভঙ্গী কৃটনয়না ॥

## বগলামুঢ়ী

বগলামুঢ়ী মহাবিদ্যা পীতবর্ণা পীতাম্বরা।  
বারুণীদেবী সর্বংসহা সিদ্ধিদায়িনী মহেশ্বরা ॥  
এক হাতে মাগো ধরিয়া মুদগর, অসুর জিহ্ন টান নিরস্তুর,  
কন্ক মালিকা গলে সুশোভিতা, রঞ্জমণ্ডিত আসন্নোপরা ॥  
অসম্ভবে কর গো সম্ভব বিঘ্নবিপদ কর পরাভব  
সংকট তারিণী বগলা জননী প্রণমি মাগো বসুন্ধরা ॥

## মাতঙ্গী

মহাবিদ্যা মাতঙ্গী মা শ্যামবর্ণ ত্রিলোচনা।  
 ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিত সদা হাস্যময়ী বরাননা ॥  
 চতুর্ভুজা কল্যাণদায়িনী পাশাঙ্কুশ অসি খেটকধারিণী  
 মতঙ্গাসুরে বধিলে মাতঙ্গী মাগি তব পদ রজকণা ॥

## কমলাত্মিকা

শুভ্রর্ণা স্বর্ণকাণ্ডি মহাবিদ্যা কমলা।  
 জ্যোতিময়ী রূপের আভায় করেছ ধরণী উজ্জ্বলা ॥  
 চারি শুণ্ডে ধরি চারি সুধা কুম্ভে  
 অভিষেক করে চারি গজে রঞ্জে  
 কমল আসনা কমলাত্মিকা অধরে হাসি মঙ্গুলা ॥  
 কখনও দ্বিভুজা, কভু চতুর্ভুজা  
 কভু যড়ভুজা, কভু অষ্টভুজা  
 বৈকুঞ্ছে কমলা, পাতালে লক্ষ্মী  
 তুমি নারায়ণী অমলা ॥

— সমাপ্তি —

## শ্যামাসঙ্গীত

(আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত গীতি আলেখঃ “পদে দিব জবা অঞ্জলি”)

(১)

মাগো, প্রকৃতি পরমা।

পুরুষ প্রকৃতি, ব্রহ্ম-ব্রহ্ময়ী, নিগুণা তুমি শ্যামা ॥  
 তুমি মা অন্ত, তুমি অনন্ত, তুমি মা অতীত অনাগতা,  
 ভীষণ-মধুর তোমার মূরতি, রস্তরঞ্জিত শ্যামলিমা ॥  
 মহাকালজয়ী মহাকালী তুমি শিবে শক্তি সঞ্চার,  
 সৃষ্টিলীলায় মাত মা রঞ্জে বৃদ্ধরূপে সংহার।  
 তুমি মা পূর্ণ মহাপ্রকৃতি, বিশ্বভূবন তোমাতে স্থিতি।  
 ভাবশক্তিরূপা জগত জননী তুমি ভূমি তুমি ভূমা ॥

(২)

তোমার বুপের অযুত মহিমা করিবে কেবা বর্ণনা।  
 সৃষ্টির আদি তুমি মহাকালী, তাই তো আঁধার বরণা ॥  
 অনন্তরূপণী নিরাকারা তুমি কে করিবে তোমা আবরণ।  
 নিখিল বিশ্ব তোমার বসন, তাই তুমি মা দিগ্বসনা ॥  
 নিতাশুল্প মুস্ত তুমি, তাই তো মুস্তকেশী  
 মুণ্ডমালী নহ তুমি কালী, জ্ঞানময়ী বরাননা।  
 নৃ-কর মেখলা কটি দেশে দোলে, জীবকর্মফল নিত্য তাহে ফলে,  
 দংশি বসনা, শিখালে তুমি মা, করিতে সম্ভ সাধনা ॥  
 দুষ্ট দমনে অসিমুণ্ড ধরা, শিষ্ট পালনে বরাভয় করা  
 কলন করিয়া মহাকাল শিবে, হইলে মা শবাসনা ॥

(৩)

শ্যামা লীলা বিলাসিনী।

অযুতবুপে লীলা কর রঞ্জে, কন্যা জায়া জননী ॥  
 কভু উমা তুমি কভু পার্বতী, কভু দক্ষসূতা সৌমত্ত্বী সতী,  
 (আবার) অসিমুণ্ড করে হলে মহাকালী, সৃজন নাশনকারিণী ॥  
 দুগ্ধতি নাশিনী তুমি মা দুর্গে, চামুণ্ডারূপে সংহার খঢ়ে,  
 (আবার) সর্বরঞ্জলা চঙ্গীরূপে, তুমি কল্যাণদায়িনী ॥

দশবূপে তুমি দশমহাবিদ্যা কালী তারা আদি দশ সিদ্ধবিদ্যা  
বৈকৃষ্ণে কমলা পাতালে লক্ষ্মী, বিচ্ছিন্ন ধারণী ॥  
বেদে তুমি ব্রহ্ম তন্ত্রে তুমি কালী নটবর বেশে বাজাও মুরলী  
তুমি গো অভেদ, তুমি গো প্রভেদ, অনন্ত নীলাবৃপ্তিণী ॥

(8)

কে বলে তুই ভয়ংকরী, তুই স্নেহময়ী জননী।  
জানি নে তত্ত্ব, পরম অর্থ; জানি তুই দীন তারিণী ॥  
ভব যন্ত্রণায় জলি অবিরত, দুঃখ দৈন্যে সদা নিপীড়িত  
মোছাও অশু, ঘোচাও বেদনা, ওমা করুণাবৃপ্তিণী ॥  
এসো দয়াময়ী, শ্যামা মনোময়ী, কোলে নাও সূতে ওমা স্নেহময়ী  
অভয় চরণ, করেছি শরণ, ওমা সন্তাপহারিণী ॥

কালকা বৃপ্তিণী মহাশক্তি পরমাজননী মহামায়া ।  
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশবৃপ্তিণী, আদ্যাশক্তি যোগমায়া ॥  
জয়ত্তী মঙ্গলী কালী, উদ্রকালী কপালিনী ।  
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধ্ত্রী, স্বাহা স্বধা ধর কায়া ॥  
শব্দ-ব্রহ্ম-স্বরূপিণী মাগো, তুমি ত্রিগুণ ধারণী,  
অষ্টশক্তি তোমারই প্রকাশ, অষ্ট প্রকৃতি তব ছায়া  
তুমি অনন্ত তুমি মা অন্ত, তুমি আদি তুমি অনাগত,  
তব মহাবূপ হেরিয়া পুলকে, প্রণমি মাগো হরজায়া ॥

কে বলে মা দিগ্বসনা ।

দশদিকে যার অযুত বসন, সে কি কভু বিবসনা ॥  
(মায়ের) অঙ্গবর্ণ কৃষ্ণ নয় রে, শুধুই দৃষ্টিভ্রম,  
অন্তরে হের জননীর বৃপ অসীম অনুপম ;  
সকল বর্ণ লোপ এই বৃপে, তাই মা আঁধারবর্ণা ॥  
এলোকেশ্বী নয় জননী (ওয়ে) মায়ার আবরণ,  
জগৎজীবন রহস্যময়, (ওই) কুস্তল কারণ ;  
মৃত্যুবৃপা তাই মা আমার শব শিবাসনা ॥  
লোলজিহ্বা নয়রে মায়ের, (ওয়ে) রজেরই প্রকাশ,  
শুভদর্শনে সন্তুষ্গুণের হতেছে বিকাশ ;  
রজ তাজি সাধক আজি, কর সন্দের সাধনা ॥

জাগো—

জাগো দনুজদলনী পাপ সংহারিণী ন্যূণমালিনী জাগো।  
 মৃত্যুশিয়রে আর্তমানব কৃদন শোনো মাগো ॥  
 পুরাণে শুনেছি অসুর নিধনে জেগেছিলে তুমি ওমা বরাননে,  
 অসুরে দানবে পিশাচে আবার ধরণী ভরেছে মাগো ॥  
 শত শত তব অসহায় ছেলে, লাক্ষ্মি আজি দানব কবলে,  
 করুণারূপিণী রক্ষাকারিণী ঘুমস্ত থেকো নাগো ।  
 এসো এসো আজ ভীমা ভয়ংকরী, অটহাস্যে প্রহরণ ধরি  
 প্রলয় ন্যত্যে ডমরু বাজায়ে অশুভ নাশনে জাগো ॥

(১৯৭২ এর ভয়ংকর খরা উপলক্ষে রচিত)

সম্মৰ তব বুদ্ধতেজ ত্রাসে কম্পিত বিশ্বপ্রাণ ।  
 নেত্রে কোটি সূর্য জ্বলিছে, নাহি বুঝি আজি পরিত্রাণ ॥  
 শুষ্ক আজিকে শ্যামল ধরণী, তব বুদ্ধতেজে ওমা ত্রিনয়নী,  
 পত্রপুষ্প নীরস অধরে হের গো আজি পরিস্নান ॥  
 শস্যত্বণে অগ্নিধারা, সত্ত্বন তব ক্ষৃৎ-কাতরা  
 অন্নদা তুমি অন্নপূর্ণা রক্ষ গো মা ধরার প্রাণ ।  
 দহি দহি জ্বলিছে পৃথী, আর্তশ্বাসে ধুঁকিছে মৃত্তি,  
 ত্রিলোকপালিনী তুমি গো জননী, কর গো অমৃত বারি দান ॥

ওমা, মোরা মরি ত্রাসে লাজে তোরে হেরে ।  
 মুণ্ডমালা গলে পরেছিস, তবু হাসি তোর কেন অধরে ॥  
 সঙ্গে নাচিছে ডাকিনী যোগিনী, নারী হয়ে তুই হলি উলঙ্গিনী,  
 শিবের ঘরণী হয়ে গো মা তুই, এলি কেন এই কাল সমরে ॥  
 তাই বুঝি তোরে বুধিবারে, বুক পেতেছেন মহেশ্বরে,  
 পেলি এবার চরমশিক্ষা, যা ফিরে তুই হরের ঘরে ॥  
 সতী যদি ওগো পতির বুকে, চরণ ধরেন মা হাসিমুখে,  
 ছেলে তখন মা চরম লজ্জায়, মুখ দেখায় গো কেমন করে ॥

আমার কালী নামে উঠল জেগে চন্দ্র সূর্য তারা ।

ঐ নামেতে নয়ন মেলে, গোলাপ জবা আত্মহারা ॥

সাগরে তরঙ্গ ছুটে মায়ের পায়ে পড়ছে লুটে,  
 তচিনী গায় কলতানে, মায়ের নামের ধারা ॥  
 বন-বনানীর মর্ম র গান, সে তো আমার মায়েরই দান,  
 ঝর্ণাধারা মায়ের নামে, ভাঙছে পাষাণ কারা ॥  
 মায়ের অঁচল বুকে ধরে, অস্বরে নীল হাসি ঝরে।  
 দখিনবায় মায়ের নামে, ছুটছে পাগলপারা ॥  
 মহাবিশ্বের রংগলীলা সে তো আমার মায়ের খেলা।  
 এ মহাচরণ বুকে ধরে হয় যেন মোর জীবন সারা ॥

আমার মনপাষাণতো গলে না মা  
 তোর নামে যদি পাষাণ গলে।  
 (ওমা) নীরস নীরস্ত্ব আমি  
 নাম সুধারস নাহি মিলে ॥

কেউ বলে তুই গলাস পাষাণ  
 কেউ বলে তুই নিজেই পাষাণ  
 তাই তো আমার হৃদয় পাষাণ  
 আমি পাষাণী মার পাষাণ ছেলে ॥

আমার পাষাণ পরাণ গলবে কবে  
 বল দেখি পাষাণী  
 আমার জীবন রবি অস্তমিত  
 আধাৰে ছায় মোৰ অবনী।

আমার আশা তরী ডৃবাস নে মা  
 কাঞ্চারী তুই আমার শ্যামা  
 আমার জীবন অন্তে এই কামনা  
 . রসে ভৱ মোৰ হৃদয় স্থলে ॥

শ্যামানামের বর্ম পরি নামবো এবার মহারণে।  
 কিসের শঙ্কা, বাজাৰ উঙ্কা, জয়তারা বলি সঘনে ॥

আসুক বৈরী যত লোভ মোহকাম, অটল থাকিব ভূধর সমান,  
পাইবে যত অশির সতত, কালীনামের বর্ম দর্শনে ॥  
দারা সৃত বৈরী ফেলে মায়াজাল, বাঁধিয়া মোরে করিতে নাকাল,  
(ও যে) যে সে বর্ম নয়, কালীনামের বর্ম, কে বাঁধিতে পারে ॥  
শতবার রণে হয়ে পরাজিত, কারাগার জ্বালা সয়েছি গো কত,  
এবার দে মা জয়টীকা ভালে, মিশে যাই রাঙা চরণে ॥

আমার কি হবে জবাফুলে ।  
আমি ফুলটি হয়ে রবো গো মা তোমার চরণতলে ॥  
যাগযজ্ঞ সাধন ভজন  
করেছি মা করি যতন  
(তবু) পেলাম মা তোর চরণরতন  
তাই যেতে চাই জবার দলে ॥  
মানব জনম নিয়ে গো মা  
দুঃখের আমার নাইকো সীমা  
ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে পুড়ে  
মরছি গো মা পলে পলে ।  
তাই তো জবার ভাগ্য হেরি  
আমি নিয়া দুঃখে মরি  
(এবার) বল দেখি মা, জবার জন্ম  
লভিব কোন্ পুণ্যফলে ॥

মৃগয়ী শ্যামা চিন্ময়ী হয়ে বিরাজ হৃদি আসনে ।  
অঁধার চিন্ত আলোকিত হোক, তব চরণ স্পর্শনে ॥  
কবে হবে হৃদি প্রসাদী ফুল  
দেহখানি হবে বিল্বতরু মূল  
দিব অঙ্গলি চরণে রাতুল  
চিন্তপুষ্প চয়নে ॥

জ্বান খড়গ নাই, কাটি মোহ ডোর  
তোমার কৃপাণে কাটি মোহ মোর

বিষয় ভুলিয়া হইগো বিভোর  
 নাম সুধা সুরা পানে।  
 রক্ত যদি চাস দিব রক্তধার  
 হৃদয় বৃধিরে সাজাই উপচার  
 তবে তো আসিবে শ্যামা মা আমার  
 অসীম কৃপা বর্ণণে ॥

মহাকালী কপালিনী মৃত্যুরূপা ভয়ৎকরা।  
 সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী মহামায়া দিগন্বরা ॥  
 নয়নে ছলিছে সূর্যতারা, দানবদলনী পাগল পাবা,  
 প্রকম্পিত ত্রিভূবন চন্দ্ৰ সূর্য হয় যে হারা ॥  
 ভয়াল দশনে চকিত দামিনী রক্তত্বায় নাচিছে রঞ্জিণী,  
 মুণ্ড ছেদিয়া অট্টহাস্যে, গিলিছে রক্ষধারা।  
 তোর ওই রূপে করিনে শঙ্কা, বাজাবো মা তোর রণেতে ডঙ্কা  
 মৃত্যু খেলায় অসি হবো আমি, তোর আহানে ওমা তারা ॥

কোন্ সাধনায় কি আরাধনায়, মিলে শ্যামা তোর রাঙ্গাচরণ।  
 শত উপচার, আচারবিচার, ভেবেছি এবার অকারণ ॥  
 জ্বলে দুঃখানল,                   করব হোমানল  
 অশুধারা ঘৃতে                   মাখি বিল্বদল  
 জয় কালী জয়                   কালী মন্ত্রবলি  
 অঙ্গুতি দিল গো সব বাসন ॥  
 চিতার আগনে সাধ যদি তোর  
 চিৎ-আগন মা জ্বালিয়ে দিই  
 শবরূপী শিব পদতলে নিয়ে  
 নাচ উলংঘনী তাঁথে হৈ।  
 তব নৃত্যছন্দে                   মম ব্রহ্মরঞ্জে  
 সহস্রার ধারা                   বহুক নিত্যানন্দে  
 ষট্পদ্ম দল ফুটক সুগন্ধে  
 আনন্দ সাগরে হই মগন ॥

ଓମା ମହାମାୟା ଲୀଲାମର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ୟାମା  
 ମହାଲୀଲା ତୋର ବୋଖା ଭାର ।  
 ସୃଜିଯା ସଂସାର ବଲିଲେ ଅସାର  
 କରିଲେ ସର୍ବସୁଖ ସାର ॥  
 ଦିଯାଛ ଏହି କାଯା ମିଶାଇଯା ମାୟା  
 ଭାଲୋବାସିଯାଛି ସୁତାସୁତ ଜାୟା  
 ତବେ କେନ ଶୁଣି ଏ-ସଂସାର ଛାୟା  
 ମିଛେ ଆଲୋ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲେଯାର ॥  
 ଦିଯାଛ ଅନ୍ତରେ କାମନା ବାସନା  
 ଯଡ଼ିରିପୁଦଲେର ଯତେକ ତାଡ଼ନା  
 ଜ୍ଞାନୀଜନେ ବଲେ ତ୍ୟଜିତେ ବାସନା  
 କରିତେ ରିପୁ ଛାରଖାର ।  
 କେ କରିବେ ତବ ଏ ଲୀଲା ବର୍ଣନ  
 ତୁମି ଯେ ଘଟନ ତୁମି ଅଘଟନ  
 ତାଇ ସବ ତ୍ୟଜି ମାଗି ଶ୍ରୀଚରଣ  
 ହଇତେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାର ॥

ସୃଷ୍ଟି ସଖନ ତମସାବୃତ ତୁମି ଛିଲେ ମା ନିତ୍ୟକାଳୀ ।  
 ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଲୀଲାବିଲାସିନୀ, ଅରୂପ ଧରାର ବୂପ ଦିଲି ॥  
 ଅତୀତ ଅନାଗତ, କାଳ ଅନ୍ତ, ତବ ଦେହ ମାଝେ ଆଛେ ବିଧିତ,  
 ମହାକାଳ-ଶକ୍ତି କରିଯା ଧାରଣ, ସାଜିଲେ ତୁମି ମା ମହାକାଳୀ ॥  
 ମହାପ୍ରକୃତି ତୁମି ମା କାଳିକା, ବିଶ୍ଵପ୍ରକୃତିର ଭାବଧାରିକା,  
 ସ୍ରଜନ ପାଲନ ବିନାଶ ସାଧନ, କର ତୁମି ଦିଯେ କରତାଲି ।  
 ଏ ମହାତ୍ମ୍ବ ଧ୍ୟାନେର ସତ୍ୟ, ଯୋଗୀଋୟ ଜନେ ଆଛେ ପରିଞ୍ଜାତ,  
 ଖୁଲେ ଦେ ନୟନ, କରି ଗୋ ଦର୍ଶନ, ତବ ମହାରୂପ ମୁଣ୍ଡମାଳୀ ॥

ପାଗଲ ଯଦି କରଲି ଶ୍ୟାମା, ତୋର ନାମେର ପାଗଲ କର ମା ତୁଇ ।  
 ଧନେର ପାଗଲ, ମାନେର ପାଗଲ, କାମେର ପାଗଲ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ହେ ॥  
 ଘୂରଛି ଚକ୍ରକାରେ, ବର୍ତ୍ତୁଳ ଆକାରେ, ତୃପ୍ତ କରିବାରେ ଯତାଇ କାମନାବେ ।  
 ଜ୍ଞାନମୂଳେ ବସି, କେ ବୌଧିଛେ କସି, କାମତଣ୍ଡ ରଶି ଦିଯେ ମା ଓହି ॥  
 ଚୈତନ୍ୟରପିଣୀ, ତୁଇ ମା ଜନନୀ, ତବୁ ଉତ୍ସାଦିନୀ, କେନ କପାଳିନୀ ।  
 ଏ କୋନ୍ ଚେତନା, ଓ ଦିଗବସନା, ଏ କୋନ ଛଲନା, ବଲ ମା ତୁଇ ॥

চাইনে বিদ্যাজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, নিত্য গঙ্গাস্নান, তীর্থে পুণ্যদান।  
তব নামামৃত, পানে অবিরত, উন্মাদ সতত, যেন মা হই ॥

ও মন পথিক, তোরে ধিক্ ধিক্  
মিছে ভৱ কেন অকারণ।  
ভুলিযাছ তুমি আপন আলয়  
যেথা শ্যামা মার শ্রীচরণ ॥

কে তোরে পথিক করিল সৃজন,  
কাহার অমজনে, এ দেহ লালন,  
দৃঢ়ট সংকট কে করে মোচন  
জান না রে মন দশানন ॥

সংসার রঞ্জারগো মোহ ব্র্যাত্তের বাস,  
গ্রাসিতে বিচরে তোরই চারিপাশ  
তারা-তীর তারে করহ বিনাশ  
করিতে নির্ভয় বিচরণ ॥  
চল গৃহপথে, শ্যামানামের রথে,  
মা নামের কড়ি সম্বল করি সাথে  
শ্যামা নামাবলী বাঁধি লও মাথে  
পারে শ্যামাময় নিকেতন ॥

---

## বাউল (তত্ত্ব বিষয়ক)

পঞ্চম তত্ত্বের পরম সত্য বুঝলি রে মন।

(এ) তত্ত্ব নয়রে ভোগমত্ত, ইন্দ্রিয়ের আরাধন ॥

ওয়ে নয়রে সুরা বোতল ভরা [ও ভোলা মন, মনরে আমার]

ওয়ে বহুরন্ধের সোমধারা

পান কর সেই সুধাধারা

তবেই মদ্য হয় সাধন ॥

যদি করবি মাংসেরই সাধন,

রসনারে নিত্যরে মন করবে ভক্ষণ।

ইড়া পিঙ্গল নদীর জলে [ও ভোলা মন.....]

দুইটি মৎস সদাই চলে

প্রাণায়ামের জালে ফেলে

মৎস্যস্থয়ে কর বন্ধন ॥

মুদ্রাসাধন নয়রে অর্থধন,

সহস্রারে মহাপঞ্চে আজ্ঞার দর্শন।

সহস্রারে শিব সঙ্গে [ও ভোলা মন.....]

কৃষ্ণলিনী নাচাও রঞ্জে

মিলন হেরি অঙ্গে অঙ্গে

মৈথুন রসে হও মগন ॥

## বাউল (মাতৃ বিষয়ক)

যুক্তি যদি চাস ওরে মন

মায়ের চরণ কর সার।

অহৈতুকী ভক্তি বিনা [ও ভোলা মন, মন রে আমার]

ওই চরণ যুগল পাওয়া ভার ॥

দৈতাদৈত বেদবেদান্ত

আগম নিগম মন্ত্রতত্ত্ব

যুক্তিতর্কের নাই যে অন্ত

(মায়ের) চরণ বিনা সব অসার ॥

যদি পান করিবি স্বচ্ছশুভ্রজল  
উপর বারি পান করে নে  
ঘাটাস নে রে তল।

যতই করিবি ঘাঁটাঘাঁটি  
জল হবে রে কাদামাটি  
পাবি না জল স্বচ্ছ খাঁটি

(তোর) বিফল গমন সিঞ্চুপার ॥  
ঠাকুর রামকৃষ্ণের বৃপথানি দেখ  
ঁতার আস্থাভোলা মাতৃপৃজার  
ভাবখানি শেখ।  
দিয়ে জবা মায়ের চরণ (ও ভোলা মন .....)  
পাপপুণ্য কর অর্পণ  
ঝুঁটে মাকে কর দর্শন  
(নিত্য) চরণে দাও অশ্রুধার ॥

মাগো, করিস নে আর ভুল।  
খেলা শেষে, ক্লাস্ত আমি, দে মা এবার কোল ॥  
সারা দিবস খেলার ছলে  
রাখলি মোরে দূরে ফেলে  
কামের ধূলো গায়ে মাখা, ঝেড়ে ঘরে তোল্ ॥  
খেলতে গিয়ে ক্ষুঁৎপিপাসায়  
কেঁদেছি মা ত্রিতাপ জালায়  
এবার স্তন্যধারা দে মা মুখে (আমি) ক্ষুধায় আকুল।

তন্দ্রা নামিছে দু'চোখ ভরে  
নয়ন মুদিব তোমায় স্বারে  
শ্রশানবাসিনী শয়ন আসনে, দে মা অঙ্গে দোল ॥

মৃময়ী শ্যামা চিন্ময়ী হয়ে বিরাজ হৃদি আসনে।  
আধার-চিন্ত আলোকিত হোক, তব চরণ স্পর্শনে ॥  
হৃৎকাননে ঝুঁটক জবা দল  
দেহতরু মাঝে বিল্বপত্র দল  
পত্রপুষ্প জবা দিব পদতল  
অঙ্গলি তব চরণে ॥

ছয় অরি হেরি ভয়াল ভীষণ  
 কাম রঞ্জি দিয়ে কারিছে বন্ধন  
 মায়া মোহজাল কর মা খণ্ডন,  
 মুক্ত কর মা বাঁধনে ॥  
 চিংকুণ্ডে হোমের আগুন জ্বালি  
 আহুতি দিব 'জয় কালী' বলি  
 দেবাদ্যৈ পশু দিয়ে মাগো বলি  
 শরণ মাগিব চরণে ॥

দুঃখ হরণ করিসনে মা, দুঃখহরা হলি বা তুই।  
 সুখের কোলে থাকি ভুলে, দুঃখ পেলে নামটি লই ॥  
 অনিত্য সুখের করিয়া সাধন, বিষয়রসপানে হই নিমগন,  
 মোহ কারাগারে করি নিক্ষেপণ, আনন্দময়ী গেলে গো কই ॥  
 দুঃখহরা নাম ধরেছিস দিতে ফাঁকি সন্তানেরে  
 সুখ-সাময়ে ভাসিয়ে দিয়ে যাস্ গো চলে দূরাত্মে।  
 (এবার) সুখহরা নামটি ধরে, দুঃখ দে মা বারে বারে,  
 (তখন) দুঃখী ছেলের চোখ মোছাতে, না এসে তুই পারবি কৈ ॥

শ্যামা আমার বিশ্বময়ী।  
 সর্বভূতে সর্বজীবে আছেন মাতা ব্রহ্মময়ী ॥  
 বিশ্বপ্রসবিনী মাতা                    বিশ্বমানব আমার ভাতা  
 ভায়ে ভায়ে বিভেদ হলে মা হইবেন দুঃখময়ী ॥  
 দেখ মাকে সর্বভূতে                    প্রেমের উদয় হবে চিতে,  
 প্রেমে বাঁধ সর্বজীবে, মা যে মোদের প্রেমময়ী ॥  
 হিংসা দ্রেষ ভেদাবলী                    যুপকাটে দাওরে বলি,  
 পাবে চরণ পরম ধন, নেবেন কোলে স্নেহময়ী।

---

## দীপাবলী উৎসবে আকাশবাণীতে প্রচারিত

(১)

পুজুর মাগো মহাকালী  
 লক্ষ্মীগের প্রদীপ জ্বালি ।  
 আলোকনয়ী শ্যামা আমার, আলোকপদ্ম দিব অঙ্গলি ॥  
 তুমি মাগো ভুবন আলো  
 কে বলে মা তোমায় কালো  
 আলোর বানে ভাসাও ধরা  
 নিত্য দীপ্তি দীপাবলী ॥  
 মনের তমসা নাশো ওমা, নাশো গো অসিতে  
 আলোর পথে নিয়ে চল, দীপালিকা জ্বলুক চিতে ।  
 আমার নেভা দীপমালা  
 তোমার ছোয়ায় হোক গো আলা  
 জ্বালবো হৃদয় পঞ্চশিখা  
 করবো আরতি ওমা কালী ॥

(২)

আলোয় আলোয় ভুবন ভরেছে তমসা জলাঙ্গলি ।  
 আরতি করি দ্যুলোকবাসী লক্ষ্ম প্রাণের প্রদীপ জ্বালি ॥  
 (আজ) তৃপ্তি করিতে বিদেহী জনে  
 আকাশ প্রদীপ জ্বালি গগনে  
 বিদায় জানাবো আলোক-প্রদানে  
 আশিস দিও গো ঢালি ॥  
 আশিব-অশুভ সব হোক দূর  
 শুভালোকে গৃহ হোক ভরপুর  
 ভুবনে বাজুক মঙ্গল সুর  
 কালী বলে দেব করতালি ॥

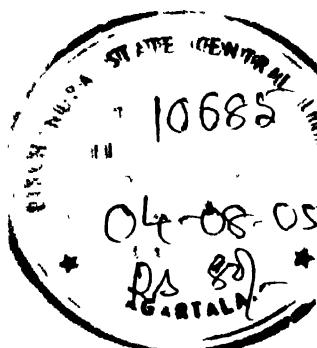
(৩)

স্থিতি যখন আঁধার মগন  
 আলোর রেখা উঠল ঝুঁটি

কালোর বুকে আলোর নাচন  
 সেই তো শ্যামা মনমোহিনী ॥  
 আলোয় ভুবন ভরিল কে  
 সে যে আমার শ্যামবরণী  
 কালো অঙ্গের আলো নিয়ে  
 নিত্য উজল এই ধরণী ॥  
 সূর্য চন্দ্ৰ পেল আলো  
 গহ তারা সৌদামিনী  
 নিত্য হেরি দীপালিকা  
 মূলে আমার কালো বরণী ॥

(8)

জ্বালাও, জ্বালাও জ্বালাও আলো ।  
 ঘৃচাও, ঘৃচাও, ঘৃচাও আজি তমসার যত কালো ॥  
 এসো এসো সবে লয়ে দীপশিখা,  
 যেখানে যে আছো বধূও বালিকা  
 দীপমালা সাথে, আজি সন্ধ্যাতে, হৃদয় প্রদীপ জ্বালো ॥  
 হিমেল সাঁবের ঐ আবরণ দূর করো, দূর করো  
 আলোয় আলোয় ঘৰখানি আজ ভরো, আজ ভরো ।  
 তিমির নাশিতে সাজাও দীপাহিতা  
 আলো উৎসবে ধৰা শুচিস্থিতা  
 গগনের তারা ধৰায় নেমেছে  
 বিদায় তুমি কালো ॥



শ্রী শ্রী দুর্গা সঙ্গীত  
 (আকাশ বাণীতে প্রচারিত)

মনো নমো মহাদেবী নিত্য মঙ্গলদায়িনী ।  
 অন্তিমুপা ভদ্রলুপিণী সৃজনপালনকারিণী ॥  
 বৃন্দাবনপিণী ত্রিকালব্যাপিনী সংহার শক্তিধারিণী,  
 দ্রুকিরণ বৃপিণী দেবী চির আনন্দদায়িনী ॥

দুর্গরূপিণী মহেশ্বরী পরিত্রাণকারিণী ।  
ধৃষ্টকৃষ্ণর্ণী জননী নমি গো সর্বজননী ॥

## (আকাশবাণীতে গীত)

সর্বভূতে বিরাজিতা দেবী জগজ্জননী নমো নমঃ ।  
গৌরীদেহ সমৃদ্ধতা কৌষিকী দেবী নমো নমঃ ॥  
চেতনারূপা বৃণ্দিস্বরূপা শক্তি-শাস্তিদায়িনী ।  
নিদ্রা-শ্রদ্ধা-কান্তি-লক্ষ্মী, দয়া তুষ্টি প্রদায়িনী ॥  
কৃধা-লজ্জা-ত্যা-স্মৃতি ভাস্তিবৃত্তি স্বরূপিণী ।  
চেতনারূপিণী অমরপালিনী নমস্তসৈ নমো নমঃ ॥

## (আকাশবাণীতে গীত)

তৃমিই এক, অদ্বিতীয়া, তৃমি সর্বমূলাধার ।  
সুষ্ঠিস্থিতিবিলয়কারিণী তৃমি মা সর্বগুণাধার ॥  
তৃমি কৌষিকী তৃমি চামুঙ্গা রক্তবীজমর্দিনী ।  
তৃমি চক্রিকে দুর্গা অশ্বিকে তৃমি মা কাত্যায়নী ॥  
মহিষাসুরে করিলে নিধন, শুভনিশুভঘাতিনী ।  
অশুভ-অসুরে করিলে সংহার, দেব সংকটহারিণী ॥  
সিংহবাহিনী দেবী ত্রিনয়নী দশ প্রহরণ ধারিণী ।  
বরাভয় দান, শরণ লইনু, ওমা শুভদায়িনী ॥

## (আকাশবাণীতে গীত)

মহাদেবী মহাতেজা জ্যোতির্ময়ী জননী ।  
বদনে শশ্ভু, বাহুতে বিষ্ণু চরণে ব্ৰহ্মা শোভিনী ॥  
ত্রিনয়নে ঝলে বহিশিখা, বক্ষে চন্দ্ৰ সুশীতল,  
অঙ্গে দীপ্তি কোটি সূর্য, ক্রোড়ে শোভিত ধৰণী ॥  
অট্টাহাসো কম্পিত ধৰা, অসুর নিধনে হুদিনী ।  
অমরবৃন্দ, মহাআনন্দ, কোটি কঢ়ে জয়ধৰনি ॥

## (আকাশবাণীতে গীত)

জয় রণরঙ্গিণী, সিংহবাহিনী ত্রিদেবজননী সুরবন্দিনী ।  
ত্রিলোক কম্পিত, গগন মন্দিত, দশদিক মুখরিত গর্জিনী ॥

মহিয় দানবে বধ মা আহবে, নাশ গো অশিবে ভীম ভীম রবে,  
সুর মুনিগণে, প্রগত চরণে, মাগিছে শরণ জননী ॥

## (আকাশবাণীতে গীত)

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।  
প্রসৱ হও দেবী মহিষমর্দিনী ॥  
পূর্ণচন্দ্রসম তব মুখ কাস্তি, বিমলহাসে বারে প্রশাস্তি  
বালাবুণ সম রক্তপ্রভ তনু পরমদীপ্তিশালিনী ॥  
দুর্গতিনাশিনী ভয়বারিণী বুদ্ধি-চৈতন্যাদায়িনী,  
সর্বমঙ্গলা শুভঙ্করী বরদাদেবী বরাননী ॥

## (দূরদর্শনে ‘দনুজ দলনী দুর্গা’ ফিল্মে সম্প্রচারিত)

নমো নমো নমো আদ্যাশক্তি সৃষ্টি স্থিতিকারিণী ।  
মহানিদ্রা মোহনিদ্রা যোগনিদ্রাবূপিণী ॥  
তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি যজ্ঞবূপিণী,  
তুমি বিদ্যা, তুমি অবিদ্যা তুমি ব্রহ্ম সনাতনী ॥  
যোগ নিদ্রায় বিষ্ণু গায়ত পরমপুরুষে কর জাগাদিত,  
মধু কৈটকে কর মা মোহিত-শরণ লইনু তারিণী ॥

## (দূরদর্শনে ‘দনুজ দলনী দুর্গা’ ফিল্মে সম্প্রচারিত)

নমো মহামায়া পরমেশ্বরী ত্রিগুণধারিণী নমো নমো ।  
নমো বিষ্ণু, পরমেশ্বর নমো মধুসূদন নমো নমো ॥  
পুষ্টিতৃষ্ণি শাস্তি ক্ষাস্তি পরমাশক্তি নমো নমো ;  
শঙ্গ চক্র গদা পদ্মধারী নমো বিষ্ণু নমো নমো ।  
মোহিত করিলে মধুকৈটকে মহাদেবী মহাসুরী ;  
বধিলে দানবে পদ্মপলাশ লোচন ত্রীহার ।  
করি জয়ধ্বনি অনরপালিনী নিদ্রাবূপিণী নমো নমো,  
জয় জয় জয় জনার্দন, গোলকপতি নমো নমো .

## (দূরদর্শনে ‘দনুজ দলনী দুর্গা’ ফিল্মে সম্প্রচারিত)

দেবতেজ সমুদ্রতা প্রণামি অসুর দলনী ।  
মহিযাসুরে কর মা নিধন জনপ্রহরণধারিণী ॥

আকাশ বাতাস কর কম্পিত চতুর্দশভূবন,  
জয় জয় দেবী সুরেশ্বরী, ওমা রণরঙিণী ॥  
সংহার মা সংহার, অশুভ শক্তি সংহার  
প্রগমি দেবী অপরাজিতা, শিবশক্তি বৃদ্ধাণী ॥

(আকাশ বাণীতে ‘বিজয়া দশমীর গান’ প্রচারিত)

নীলোৎপল বরণা দেবী অপরাজিতা শ্যামাঙ্গিনী।  
স্বর্ণালঙ্কারে শোভিতা জননী রত্ন-উজ্জ্বল বরণী ॥  
চন্দ্রকলা শিরে শোভিত, ত্রিনয়নে শোভা ঘরে অবিরত,  
শঙ্খ চক্রধারী দেবী বরদাভয় নাশিনী ॥  
বৈয়াবী-শক্তি বিষ্ণুমায়া শক্তিরূপিণী শিবজায়া,  
তৎহি দুর্গা অপরাজিতা, মন্ত্র তব মিলনী ॥

## শ্রী শ্রী দুর্গা সঙ্গীত

সর্বমঙ্গল মঙ্গলা মা দুর্গে দুগতিনাশিনী।  
শরণ মাগি শিবাণী গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে ॥  
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকারিণী, সর্বরূপা সনাতনী।  
ত্রিগুণধারিণী গুণময়ী মা, নারায়ণী নমোহস্তুতে ॥  
শরণাগত দীনার্থজনে পরিত্রাণকারিণী।  
সর্ব অশুভ হরণকারিণী নারায়ণী নমোহস্তুতে।  
জয় নারায়ণী, জগৎজননী জগদম্বা নমোহস্তুতে।  
জয়স্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী নমোহস্তুতে ॥

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

জাগো—  
জাগো সিংহবাহিনী, দেবী দশভূজে,  
ত্রিলোক পালিনী জাগো।  
নাশো অনীকিনী, অমরপালিনী,  
অসুর নিধনে জাগো ॥  
গোলক আজিকে দানব কবলে  
দেবগণে হের ভাসে অশুজলে,  
রুদ্ররূপিণী দুগতিনাশিনী,  
শরণ মাগি মাগো ॥

আমার গানের মালা  
(আকাশ বাণীতে প্রচারিত)

নমো নমো নমো সিংহবাহিনী  
নমো মহাদেবী অস্বিকে ।  
চিঞ্চুর চামুর বিনাশিনী মাগো  
পরমেশ্বরী চণ্ডিকে ॥  
নাশিলে বাঙ্কল বিড়ালাসুর  
উদগ্রতাস্ত অস্বিকে,  
চঙ্গমুণ্ডে রক্তবীজে  
নাশিলে দেবী চামুণ্ডে ।  
শুম্ভনিশুম্ভ মহিযাসুরে  
বধিলে সুর পালিকে,  
দানব শূন্য কর ধরণী  
বধিয়া অসুরে আজিকে ॥

(আকাশ বাণীতে প্রচারিত)

হৃৎকমলে বিরাজ মা জগদ্ধাত্রী দশভুজে  
ত্রিনয়নে হেরি কোটি সূর্য, কোটি চন্দ্ৰ মুখে রাজে ॥  
দক্ষিণে লক্ষ্মী ধনদায়নী, বামে বাণী বীণাপাণি,  
পদতলে হেরি মহিযাসুর লুটায় আজিকে প্রাণত্যাজে ॥  
প্রসন্ন হও মাগো তুমি মহেশ্বরী, বৰাভয় কর দান  
বুক্ষ সন্তানে করুণারূপিণী, সববিপদ মাখে ।

আগমনী সঙ্গীত

তুরা কবি উমা	আয় মনোরমা
হৃদয়ে ধৈরয় মানে না,	
মায়ের পরাণ করে আনচান	
উমা বিহনে যাতনা ॥	
হৃদয়-গগনে	ইন্দু-অপ্রকাশ
মেঘাবৃত হয়ে আছে বর্ণ মাস,	
ষষ্ঠীর বোধন	কোথা উমাধন
অমানিশা দুর কর না ॥	

হরের ঘারে                      পাঠায়ে উমারে  
 দিবানিশি শুধু অশুবারে  
 মা ডাক শুনে                      বইবে পরাণে  
 আনন্দধারা ঝর্ণা ॥  
 এবার বাছারে                      স্মেহ-কারাগারে  
 বন্দী করে রাখব চিরতরে  
 এলো পশুপতি                      দেব না গো সতী  
 যায় যদি ফিরে যাক না ॥

তুমি গিরিবাজ কুলিন কঠোর,  
 পাযাণে গড়া কি তব হৃদয়,  
 রাজনন্দিনী, আজি ভিখারিণী  
 ডননী হৃদয়ে কেননে সয় ॥  
 শ্যামে মশানে ফেরে ভূতনাথ  
 ভূতপ্রেত সহ রঙে  
 ফুল্ল-লতিকা গিরি কর্ণিকা  
 পাগলা গারদে কেমনে রয় ॥  
 শিরে ধরে আছে সপত্নী গঙ্গা  
 জামাতা গঙ্গাধর,  
 উমা সতী নারী সতীনেরে হেরি  
 কাঁপিছে বিছেদ ভয়।  
 অন্ন নাহি জুটে মোর অন্নপূর্ণা  
 নিত্য করে উপবাস,  
 যাও গিরিবাজ, আনো হে উমারে  
 পড়শী জনে মন্দ কয় ॥

এলো রে শরৎ, হেরো আলো রথ, শারদজননী আসে।  
 জোড় কঠিতে ঢাক বাজিছে, শাঁখ বাজে, ধরা হাসে ॥  
 সোনার রবি পূজার ছবি, সোনার তুলিতে আঁকে,  
 আলতো বাতাস, হলো যে উদাস, শিউলির সুবাসে ॥  
 কাশের গুচ্ছ, শুভ্রপুচ্ছ, চামর ঢোলায় মাকে  
 চন্দতারকা জ্বেলে দীপ শিখা, আরতি করিছে মাকে।  
 রক্তকমল মেলে শতদল দিতে অঙ্গলি পদে :  
 আলো বলমল শিশিরের দল, মানিক জ্বলিছে ঘাসে ॥

## আগমনী সঙ্গীত (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

শারদপ্রাতে কনকরথে এসো মা শারদজননী।  
করি আবাহন অকাল বোধন শারদ নিভানন্দী ॥  
তব করুণায় কাশবন আর মেষ পেল শুভ্রতা,  
হৃদয়ে ফোটাও, শ্বেত শেফালিকা, মোছাও মলিনতা ;  
নির্মল কর, উজ্জল কর, শারদ উষারূপিণী ॥  
অস্ত্র কর ধৌত মুস্ত, শরৎনীল গগন,  
শরত প্রভাতে শ্রিষ্ঠবিকরণে কল্যাণী বিনাশন ।  
দক্ষিণে লক্ষ্মী কল্যাণরূপিণী, বামে বিদ্যাদায়িনী  
সর্বসিদ্ধি গণপতি লয়ে, এসো গো স্কন্দজননী ;  
এক হয়ে মোরা একতারাতে গাইব আগমনী ॥

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

শরতে এসো গো শরত-ইন্দু  
এসো মা রাজনন্দিনী,  
কৈলাস শিখরে হরের ঘরে  
সেজেছে নাকি ভিখারিনী ॥  
শশান্বাসী মৃত্যুঙ্গয়, উমার জীবন দুখময়,  
অন্নপূর্ণা অন্নহীনা, সইতে পারে কোন্ জননী ॥  
চম্পকবর্ণা, মোর অপর্ণা, স্বর্ণকাণ্ডি লাবণি,  
হরে নিল হরি, বুপের মাধুরী, অঙ্গকৃষ্ণ বরণী ।  
জননীর প্রাণ, সদা শ্রিয়মাণ  
দুহিতা পরবাসিনী,  
হৃদয়শূন্য কর মা পূর্ণ  
ওগো গিরিনন্দিনী ॥

(দূরদর্শনে 'দনুজদলনী দুর্গা' ফিল্মে সম্প্রচারিত)

ওগো গিরিরাণী, আসে উমাধনি  
বরণ কর গো উমারে ।  
শরৎ-আকাশে উমা পূর্ণশশী  
সোনার প্রতিমা, আহা রে !

হৃৎ-সরোবৰে উমা শতদল

উমা যে মোদেৱ চোখেৱ কাজল

পৱাণ পুত্তলি কোলে লও তুলি

শূন্য বুক মাখাৰে ॥

আঁধাৰ হলো দূৰ আজি গিৰিপুৰ

কোটি ইন্দু শোভেৱে,

নয়নেৱ মণি তব উমাধনি

হৃদয়ে রাখ আদৱে ॥

## আগমনী সঙ্গীত

বাজাও, বাজাও, শঙ্গ মঙ্গল আগত শারদজননী ।

আকাশ বাতাস শিউলি-সুবাস গাইছে যে আগমনী ॥

শুভসুন্দৰ হলো যে ধৰণী, আনন্দধাৰা প্ৰবাহিনী,

অৰ্য্য সাজায়, দিতে রাঙা পায় পুলক উচ্ছল ধৰণী ॥

শৱৎ-বাউল, হলো যে আকুল, মাঠে মাঠে বাজে একতাৱা,

বাতাসেৱ গায়ে, পাল-তোলা নায়ে সে গান কৱে ঘৱছাড়া ।

কমল-কলি শতদল মেলি ভৰম সাথে কানাকানি ।

রচে আলপনা, একতান মনা, গেয়ে মায়েৱ আবাহনী ॥

এসো মা, এসো মা শৱৎ-প্ৰতিমা,

ত্ৰুণ অৱুণ রাগে ।

সোনাৰ তুলিতে রাঙাতে তোমায়,

সোনাৰ অৱুণ জাগে ॥

নীল নভোতলে, ষষ্ঠে মেঘদলে

সাজায় পৃষ্ঠপতৰী,

অপৱাজিতা, শিউলি অতসী

অৰ্য্য সাজায় অনুৱাগে ॥

কাশেৱ গুচ্ছ, শুভ পুচ্ছ চামৱ ঢোলাবে ভালে

ঘাসেৱ শিশিৱ মুকুতাব মালা পৱাবে তোমাৰ গলে ।

ৱক্ষুকমল আলতা পৱাবে

তোমাৰ রাঙা পায়ে,

চন্দ্ৰতাৱকা সাজায় আৱতি

তব কৱণা মাগে ॥

## (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

আনন্দময়ীর আবাহনে নদিত ত্রিভুবন।  
 প্রভাতসূর্য সোনার আখরে পাঠায় নিমফ্রণ ॥  
 বাটল বাতাসে, ভেসে ভেসে আসে আগমনীর সুর,  
 শারদ শিশির চরণ ধোয়াতে নিশ্চিভর জাগরণ ॥  
 ঘিলের জলে শাপলা শালুক সাজায় বরণ ডালা,  
 চরণ কমলে রস্তকমল আলতা-রঙে ঢালা।  
 শঙ্গে শঙ্গে মঙ্গল গীতি শিউলি-ঝরা প্রাতে,  
 চন্দ্ৰ-তারকা আৱতিৰ শিখা, কৱিছে প্ৰজ্ঞলন ॥

বিজয়ার গান  
(লোকগীতি)

মেনকা রানী গো—  
 বিদায় না দিও উমায় বিজয়ার প্রাতে,  
 (আমরা) গিরিপুরের নারী যত কাঁদবো সবে বেদনাতে ॥  
 উমা কেবল নয়গো রানী, তোমার তনয়া,  
 প্ৰেমের ডোৱে রাখছি মোৰা উমারে বাঁধিয়া,  
 ওই বাঁধন ছিড়তে গেলে, লাগবে বাথা প্রাণেতে ॥  
 যা-কিছু চায় শিব জামতা ধনৱত্তমান  
 ভাঙ ধৃতুৱা সিদ্ধি যা চায় কৱবো সবই দান,  
 শিব-পদে লুটাই মোৰা, উমাধনে রাখিতে ॥

তোৱা বারণ কৱ যাইয়া,  
 তাঁৰে বারণ কৱ যাইয়া  
 ভস্ম-মাখা জামাই কেন দুয়াৰে দাঢ়াইয়া ॥  
 লজ্জা নাই, নিলজ্জ জামাই, সহে না তাৰ তৰ  
 তিনটি দিবস পাৰ না হৈতে, আইল শশুৰ ঘৰ,  
 বাঢ়া আমার মুখ লুকাইছে, উঠিছে কান্দিয়া ॥  
 ভূতনাথে আইছে কেন উস্বৰূ বাজাইয়া,  
 নন্দীভূজী সঙ্গে নাচে তাঁথেয়া তাঁথেয়া ;  
 বিদায় দেগো দিগন্ধৰে যাউক সে ফিরিয়া ॥

কালো মেঘে ছাইল আকাশ, চাদ ডুবিল মেঘেতে,  
গিরিপুর আধাৰ তৈল, নবমীৰ নিশ্চীথে ॥  
উমা আমার পূর্ণশী ডুবিবে সজ্জৱে,  
রাহুপী শিব জাগাতা প্রাসিবে কি তারে ;  
উমা-পাখি রাখব পুরি হৃদয় খাচাতে ॥  
প্রাণ কান্দে গো, মন কান্দে গো, কান্দে সৰ্ব অঙ্গ  
উমাধনে বিদায় দিয়ে, থাকবো কাহার সঙ্গ  
উমা যদি নেয় গো বিদায় প্রাণ ত্যজিব শোকেতে ॥

### গীতিআলেখ্য আকাশবাণীতে প্রচারিত (যেয়ো না নবমী নিশি)

যাও গিরিরাজ বল দিগন্ধবে  
দিব না যাইতে প্রাণের উমারে  
রাজার কুমারী ভিখারির ঘরে  
কড় কি গো শোভা পায় ।  
ভোলা দিগন্ধৰ বড়ই পাযাণ  
বাস করে শিব শাশান মশান  
জানে না ও সে মায়ের পরাণ  
মবুতে কি তরু মুঙ্গরায় ॥  
পরাণ পুতুলি বর্যকাল পরে  
শুন্য হৃদয় দিল পূর্ণ করে  
তিন দিন পরে বিসর্জিব নীরে  
দুঃখে পরাণ কাঁদে হায় ॥

নবমী নিশি গো পোহাইও না আৱ ।  
আমার নয়নমণি উমাধনি, ভেঙ্গো নাকো নিদ্রা তার ॥  
প্ৰভাতেৰ দিনমণি সবে আলোক দিবে জানি  
(শুধু) আমার জগৎ রইবে অন্ধকার ॥  
প্ৰভাতে বিহঙ্গ যত আনন্দ কূজনে রত  
(আমাৰ) মনপাখিৰ অশু হবে সার ॥

## আমার গানের মালা

মুস্তা ঝরা শিশিরবিন্দু আমার চক্ষে বইবে সিঞ্চু

শোকের অনল জলের অনিবার ॥

প্রসূনতরু উষাকালে ফোটায় কুসুম দলে দলে

(আমার) উমা-প্রসূন ফুটবে না যে আর ॥

ঘন ডস্তুর শুনি যেন ঐ এল কি নিঠুর দিগন্ধর।

দুরু দুরু হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া, ডমুর বাজাতে বারণ কর ॥

করে নাই কেহ শিবে আমন্ত্রণ,

বিনা নিমন্ত্রণে আসে কি কারণ

নিলাজ জামাতার মন উচ্চটন

উঘারে সঁপিলাম, কেমন বৱ ॥

সুখ ঘুমে ছিল মোর উমাশশী

চমকি জাগিয়া উঠিল যে বসি,

গ্রাসিল কি রাতু ইন্দুগৃহে পশি

আসে কাঁপে উমা থর থর ॥

(‘যেয়ো না নবমী নিশি’ আকাশবাণীতে  
অনুষ্ঠিত গীতি আলেখ্যের গান)

গিরিপুর বাসি এসো ত্বরা করি

ভূতনাথে সবে ফিরাও গো ।

হৰে হেরি গৌরী মার বক্ষ জুড়ি,

কান্দে ‘মা মা’ বলে শোন গো ॥

শিব যাহা চায় সব আনি দাও

উমা বিনে যাহা চায় সব আনি দাও

উমা বিনে যাহা চায় গো,

শুনেছি ভোলায় ভাঙ্গিন্দি খায়,

ঝুলি ভরি সিন্ধি দাও গো ॥

যদি শূলপাণি, মাগে রত্নমণি

ঝুলিভরি তারে দাও গো,

সব রত্ন যাক উমা রত্ন থাক

উমা মোর জীবন ভূষণ গো ॥

ওগো গিরিবাণী, আসে শুল্পাণি  
 দিও না গো যেতে উমারে,  
 (মোদের) হৃদ্দ আকাশে উমাপূর্ণশশী,  
 ডুবিব কি মোরা আঁধারে ॥  
 (মোদের) হৃদ্দ সরোবরে উমা শতদল  
 উমার বিহনে ঝরিবে কমল,  
 উমা না হেরিলে হইয়ে পাগল  
 ভাসিব নয়ন নীরে ॥  
 গিরিবাসী মোরা যত কুলনারী  
 ঘিরিব উমারে, কে নিবে গো কাঢ়ি,  
 মিনতি করিব শিবপদে ধরি  
 দাও হে ভিক্ষা উমারে ॥

নিঠুর নবমী, এসেছ কি তুমি  
 কেড়ে নিতে উমাধনি,  
 হৈমবতী সাথে দিব তব হাতে  
 মায়ের পরাগ খানি ॥  
 নবমী তুমি কি বন্ধ্যা জননী  
 বক্ষ তোমার মরু,  
 শিশুসুশীতল পীযুষ ধারায়  
 ফুটেনি ম্লেহের তরু ;  
 উমার মৃদু হাসি, আধো আধো ভায  
 হেরো গো নবমী পাষাণী ॥  
 জঠরে ধরিয়া উমারে আমার  
 কত যে সয়েছি ক্লেশ  
 ফুলকুসুম ফোটায়ে মায়ের  
 ব্যথার হয় না শেখ,  
 শেফালিকা-সম ঝরায়ো না ঘৰ  
 হৃদয় কুসুম খানি ॥

## (আকাশবাণীতে প্রচারিত বিজয়া দশমীর গান)

আনন্দময়ী দেবী, কর আনন্দ দান।  
 মিলনের বাঁশী বাজে, গায় সবে মিলনের গান ॥  
 বিজয়া দশমী তিথি আজ শুধু প্রেমপ্রীতি  
 জালাই শুভদীপশিখা, জ্বলবে অনিবাগ ॥  
 হিংসাপথ দেব বলি ফুটবে চিতে প্রেমের কলি,  
 বিজয়ার শুভালোকে করবো পুণ্যাম্বান ।  
 শ্রীদুর্গা জননী, ওমা বরদায়নী,  
 শাস্তি আশিস মাগি, মাগো, কর বরদান ॥

## (বিজয়া দশমীর গান) (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

পুনরাগমনায় চ, বিশ্঵ার্তিহারিণী  
 সত্তানদলে মিলেছি সকলে, তব মন্দিরে ভবানী ॥  
 মঙ্গল মন্ত্রে জাগাও সত্তান (মা)  
 অমঙ্গল যত কর অবসান  
 জাতিধর্ম বর্ণ অভিমান,  
 যাক্ যাক্ মুছে যত হ্লানি ॥  
 দাও আজি দাও মিলন-শিক্ষা,  
 প্রেমের মন্ত্রে দাও গো দীক্ষা,  
 বিজয়ার প্রাতে, চাই মা ভিক্ষা  
 মানুষ কর গো জননী ॥

## (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

## সর্বমঙ্গলা—

দেবী সর্বমঙ্গলা—  
 মঙ্গল কর, মঙ্গল করে নারায়ণী অমলা ॥  
 হিংসা অনল, জ্বলে অবিরল  
 মানব-মননে উঠে হলাহল  
 অমৃত সিঞ্চন করো ধরাতল,  
 ধরণী করো গো উজ্জ্বলা ॥

বিজয়ার দিনে বিদায়ের ক্ষণে  
 ধন্য কর মা শুভ বরদানে  
 তোমার আশিস ঝরুক ভুবনে  
 প্রণমি সর্বমঙ্গলা ॥

### গঙ্গাবন্দনা

ওগো গঙ্গা মা—  
 জাহৰী গঙ্গা তুমি সুরের দৈশ্বরী।  
 কল্য নাশন কর, পতিত উত্থারি ॥  
 ভাঙাগড়ার খেলা তুমি খেলছ আপন মনে,  
 শস্যামল করছ ধৰা, ভরছ ধনে জনে  
 (আবার) উষ্ণাল তরঙ্গে তোমার বৃদ্ধৰূপ হোরি ॥  
 ত্রিতাপ জালা জুড়াও মাগো, সুশীতল পরশ  
 শিবশিরে গঙ্গাধারা তোমার হরয  
 জীবন অন্তে স্থান দিও মা, এই মিনতি করি ॥

### সরস্বতী বন্দনা

নমি দেবী ভারতী বীণাপাণি  
 নমো নমো সরস্বতী বাক্বাদিনী ॥  
 জ্ঞান দেহ মা জ্ঞানদায়িনী  
 মোহ নাশ মা তিমির নাশিনী  
 অন্ধজনে তুমি দাও মা আলো  
 বিমুক্ত বিদ্যা প্রদায়িনী ॥

কুসংস্কারে কর দূর  
 মুক্ত প্রাণে দাও নব সুর।  
 শুভ হৃদয় দাও জননী  
 দূর কর কালিমা সুহাসিনী  
 ছন্দ সুযমা দানো বিশ্বভুবনে  
 সুর-সঙ্গীত-লয় দায়িনী ॥

## সরস্বতী বন্দনা-গীতি (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

জয় জয় বাণী বীণাপাণি ।  
 শ্রেষ্ঠতদল পদতলে শোভে শ্রেতমরাল বাহিনী ॥  
 শুভ্রকাস্তি জননী ভারতী, অমল ধ্বল বিমল মুরতি,  
 বিদ্যা বিজ্ঞানদায়িনী জননী বীণা পুস্তকধারিণী ॥  
 কমললোচনে পীযুষধারা সারদা বরদা আদি অক্ষরা,  
 বিশ্঵রূপিণী, বিশালাক্ষ্মী প্রণমি ব্ৰহ্মবাদিনী ॥

---

মহা সরস্বতী তৃষ্ণি মা জননী, তৃষ্ণি অজ্ঞাননাশিনী  
 অসুর-অজ্ঞান নিধনকারিণী, তৃষ্ণি ব্ৰহ্ম সনাতনী ॥  
 ত্রিগত মাতা আধাৱভূতা, গৌর দেহ সমৃদ্ধুতা  
 অমৰ পৃজিতা বেদমাতা, চণ্ডিকা জ্ঞানরূপিণী ॥  
 পঞ্চাশ বর্ণে শোভিতা জননী, বিশুওজায়া দেবী কমলিনী  
 শুম্ভ-নিশ্ম্ভ নিধনকারিণী দেবী সৌভাগ্যদায়িনী ॥

লীলাময়ী মা সরস্বতী ।  
 ভূলোকে ইলা, ধৰ্গে ভারতী, অশুরীক্ষে তৃষ্ণি সরস্বতী ॥  
 পুণ্যসলিলা নদী সরস্বতী, অগ্নি-ইন্দ্ৰ-সূর্য জ্যোতি  
 সর্বসঙ্গীত নদী জননী, তব তরে শুনি সামগীতি ॥  
 জ্যোতি স্বৰূপা জ্ঞানরূপা, কভু দেবী, কভু নদীরূপা,  
 কভু ব্ৰহ্মার মানন কল্পা, কভু হেরি ব্ৰহ্মা তব পতি ।  
 বাক্য-বুদ্ধি-বিদ্যাদায়িনী কভু শাপগ্রস্তা তৃষ্ণি তটিনী  
 জ্ঞান মেধা রূপা জ্যোতির্ময়ী, উৎস আৰ্যসংস্কৃতি ॥

---

(দুরদর্শনে ‘বিদ্যাং দেহি’ নৃত্যনাট্যে গীত)

নমি বাণী, নমি বীণাপাণি ।  
 নমি কমলবাসিনী ॥  
 ছন্দে ছন্দে বীণার মন্ত্রে  
 নব লয় আনো ধরাতে  
 তমসা কালিমা দূর কর দূর  
 বাণী বিদ্যাদায়নী ॥  
 দৃঢ়লোকবাসিনী মরাল বাহিনী  
 এসো মা ধরায় নামিয়া  
 জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো গো জননী  
 দেবী বিজ্ঞানদায়নী ॥  
 নব বসন্তে পিক ধরে তাম  
 গুঞ্জে যত অলিকুল  
 কাননে কাননে বরণ ডালা  
 বরণিতে সিতবরণী ।  
 কমল আসনা কমলভূষণা  
 অমল কমল হাসিনী  
 অঙ্গলি লহ হৃদয়পুষ্প  
 নারায়ণী বাগবাদিনী ॥

## শিব-সঙ্গীত

হে শিবশম্ভু!—  
 হে শঙ্কর—  
 হে আশুতোষ পিনাকধারী ;  
 জাগো জাগো তুমি চিরসুন্দর  
 অশিবনাশনকারী ॥  
 পঞ্চবদন কৃষ্ণিবসন  
 ধ্যানস্তিমিত ত্রিলোচন  
 অর্ধচন্দ্র ললাটে শোভন  
 শুশানমশানচারী ॥

জাগো মহাদেব ত্রিপূরারি,  
জাগো মন চিতে মানস বিহারী  
জাগো সুন্দর ; ভোলা মহেশ্বর  
প্রণমি দেব দুঃখ হারী ॥

(দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত) নৃত্যনাট্য কুমারসম্ভব। পার্বতীর গান।

সুন্দর মহাযোগী রজত কান্তি শঙ্কর।  
অঙ্গলি লহ হৃদয় পৃষ্ঠ মহাদেব গঙ্গাধর ॥  
হৃদয়ে আমার তোমার মূরতি  
নয়ন মুদিলে হেরি দিবারাতি  
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি মোর প্রাণ  
দেবাদিদেব মহেশ্বর ॥  
অতি স্যতনে বরমালা রাচি  
অশ্রুমুক্তা ফুলে  
পরাব গলে ফুলমালা দলে  
. লুটাব চরণ তলে ।  
মেলো আঁখি ওগো ধ্যানের দেবতা  
. হেরো তব বরনারী  
অঙ্গলি দিনু এ বরতুনু  
তব পদতলে যোগেশ্বর ॥

(দূরদর্শনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত। নৃত্যনাট্য কুমারসম্ভব)

জাগে বুদ্ধ শম্ভু মহাকাল।  
ত্রিয়নে জ্বলে বহিশিখা, গলে দোলে হাড়মাল ॥  
চন্দ্রতারকা লুকায় ভয়ে, অংশুমালী অঙ্গাচলে  
ঢলিছে বিশ্বপদভরে, নাচে মহাকাল দিয়ে করতাল ॥  
বিয়াণ গর্জে মহাপ্রলয়, সৃষ্টি স্থিতি হবে বৃষি লয়,  
সপ্তসাগর তরঙ্গামর উড়িছে বাতাসে জটাজাল ।  
সম্বর রোয় সম্বর ভূতনাথ দিগম্বর  
প্রণগি দেব বিশ্বেশ্বর, প্রসন্ন হও মহাকাল ॥

(আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত)  
(শিব-বিষ্ণুও বন্দনা)

(জয়) শিব শম্ভু মহেশ্বর দেব ত্রিপুরাই।  
জয় বিষ্ণও শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ॥  
ইন্দ্র আদি দেবগণ, সহিছে কত লাঙ্গল,  
অসুর দলিত দেবগণ, রক্ষ হর-হরি ॥  
মহাঅসুর মহিষাসুর স্বর্গ করিয়া অধিকার,  
মহাউল্লাসে অট্টহাসে স্বর্গ করিছে ছারখার।  
বুদ্ধতেজে জাগো ভৈরব, শমন দমন হে মাধব,  
শরণ লইনু হে শিব-বিষ্ণুও, নাশ হে অমরাই ॥

**শিব-সঙ্গীত**  
(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

ওহে পাগলা ভোলা তুমি জাগো হে আজি।  
ভোলা জাগো হে আজি (ত) ॥  
জাগো তুমি নাচ তুমি বাজাও হে ডৰ্বু  
শিরে শোভে কালফণী গঙ্গা গৱাজি ॥  
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে নাচ, বামেতে শিবানী  
ববম ববম্ রবে গণ্ড উঠুক আজি বাজি ॥  
পূজুব তোমায় ফুলে ফলে বিল্বপত্র দলে,  
থাক ভোলা মহেশ্বর হৃদয়ে বিরাজি ॥

জয় জয় জয় শম্ভু শঙ্কর  
জয় ত্রিলোচন মহেশ্বর।  
জয় মহাযোগী, পঞ্চবদন  
জয় মহাকাল গঙ্গাধর ॥  
বিশ্ব আদি বিশ্ববীজ  
নিখিল জন ভয় হর।  
বিশ্বেশ্বর ডমরুধর  
প্রগমি দেব শুভেক্ষর ॥

প্রলয় নাচনে নাচে মহাকাল ।  
 পদভরে ধরা করে টলমল, ফুঁসিছে শিরে জটাজাল ॥

গগনে গরজে শত কম্বু  
 তাঙ্গব নাচে শিবশম্বু  
 গর্জে উঠিছে সপ্ত অম্বু  
 বম্ বব বাজে গাল ॥

গলে ফুঁসিছে কাল ভুজঙ্গ  
 শিরে গঙ্গা মহাতরঙ্গ  
 প্রকম্পিত বুদ্র অঙ্গ  
 সৃষ্টিস্থিতি টাল মাটাল ॥

## হরি সঙ্গীত

তুমি যদি ওগো পতিতের ঠাকুর, আমি কেন তবে করুণা ছাড়া ।  
 শত জনমের অপরাধী বলে দূরে ঠেলো না গো ভৃত্যাহরা ॥  
 কাটাতে যাই যবে সংসার বন্ধন, কামিনী কাঙ্গল দেখায় প্রলোভন  
 রণে ভঙ্গ দিই, হয়ে পরাজিত, ভাঙিতে পারি না মোহ-কারা ॥  
 সাজায়েছ হরি পথিকের সাজে, পথ যে দেখি না আঁধারের মাঝে,  
 বিপথে বেঘোরে প্রাণ কেন যায়, তুমি যদি গো আলোক ধারা ।  
 তব নামে হোক মম চিন্ত রতি, হৃদে যেন হেরি যুগল মুরতি,  
 প্রেমানন্দে করি নিত্য আরতি, হরি হরি বলে চেতন হারা ॥

## কীর্তন

একবার দাঢ়াও আসি ত্রিভঙ্গ শ্যাম হৃদয় আসনে ।  
 তোমার ভুবন মোহন মনোহরণ, বৃপ দেখে যাই নয়নে ॥  
 তুমি গোলকবিহারী, ভক্ত হৃদয়হারী,  
 ভক্তসঙ্গে তুমি কাদ ওহে শ্রীহরি ;  
 আমি দিবানিশি কেঁদে বেড়াই, না পাই চরণ রতনে ॥  
 আমি দীনহীন কাঙ্গল, নাই ভক্তিরজ্ঞাল  
 কি ধন দিয়ে পাব তোমায় ব্রজের রাখাল  
 তোমায় কৃপাসিন্ধু নামের কবচ পরেছি তাই যতনে ॥

তুমি আনন্দেরই সার, নিখিল রসেরই আধার  
 কবে পাবো কৃপাসুধা, আনন্দ অপার  
 আমি রসসাগরে মরব ডুবে ভাসব না আর জীবনে ॥

কাঙালের বেশে কাঙালের ঠাকুর  
 গেলে গো মোরে ছলিয়া ।  
 ধূলি ধূমারিত তনুখানি তব  
 চাহি নি গো কভু ফিরিয়া ॥  
 দীনহীন বেশে হাত পেতে এসে  
 ভিক্ষে মাগিলে ভগবান ।  
 ফিরায়ে তোমারে, মাঠে মন্দিরে  
 মরেছি তোমায় ঝুঁজিয়া ॥  
 ৩. শত্রু ধ্যান নিত্য গঙ্গা স্নান  
 শাস্ত্র গ্রন্থপাঠ তীর্থে পুণ্যদান  
 প্রতিমা গড়িয়া করেছি সন্ধান  
 আড়ালে উঠেছ হাসিয়া ।  
 মহাধুমধামে পূজেছি তোমারে  
 অষ্টপ্রহর উৎসবে  
 অন্ধনয়নে পাই নি দেখিতে  
 ধূলিতে রয়েছ পডিয়া ॥

(‘লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ’ টেলিফিল্মের গান)  
 (কীর্তনের সুর)

চুপি চুপি কানু আসে, ননীমাথন খাবার আনে, সরনবনী শিকেয় ঝুলিছে ;  
 দেখিয়া ননীর ভাঙ, করে কানাই মহাকাঙ  
 ডাক দিয়ে আনে সখা সবে ।  
 একের কাঁধে একে চড়ে  
 নাগাল পেল ননী সরে  
 খায় ননী সব সখা মিলে ।  
 ননী খায় ননীচোর,  
 শেয়ে পড়ল ধরা অসংগুর ॥

বাঁধিব বাঁধিব,  
ননী চোরায় আজি আমি বাঁধিব বাঁধিব,  
কোমরেতে দড়ি দিয়ে বাঁধিব বাঁধিব  
দড়ি লয়ে মা যশোদা করিতে বন্ধন,  
দড়ি কেবল ছেটো হয় একী অঘটন ॥  
পারলে না, পারলে না,  
মাগো তুমি বাঁধতে আমায়  
পারলে না পারলে না।  
ব্যর্থ তুমি মা জননী, তুমি হলে ক্লান্ত  
এবার আমি দিলেম ধরা, বাঁধ আমি শান্ত ;  
মেহের বাঁধনে গোপাল প্রাণধনে  
বাঁধেন কয়ে মা যশোদা  
ভঙ্গের আঁচলে ভস্তি অশুজলে  
ভগবান পড়েন বাঁধা ॥

## (লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' টেলিফিল্মের গান) কালীয় দমন

নাচত নন্দদূলাল ।  
ন্যত্যের তালে বিশ্বভুবন দোলে  
কালীয় দমনে নাচে ব্রজগোপাল ॥  
কালীয়ের বিষে যমুনাতে মিশে, বিষে নীল যমুনার বারি ।  
দুক্ষতি নাশনে শিত নারায়ণে  
প্রলয় নাচনে নাচে যেন মহাকাল ॥  
শতফণা মেলে যমুনার জলে, কালীয় ক্রোধে হল লাল,  
কালীয়ের শিরে, চরণে আঘাত করে  
প্রাণবায় যায় কালী হলো নাকাল ;  
জীবন ভিক্ষা কর প্রত্ব রক্ষা, কালীয় লুটায় রাঙা পায়  
কৃষ্ণের আদেশে, কালীধায় সাগরে  
নির্বিষ হল পুনঃ যমুনার জল ॥

(ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ' ଟେଲିଫିଲ୍ମେ ସମ୍ପ୍ରଚାରିତ)

(‘ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ’ ଟେଲିଫିଲ୍ମେର ଗାନ)

ନନ୍ଦଭେବ ଆନନ୍ଦମଗନ ନୃତ୍ୟଗାତ ମୁଖରିତ ।  
 ଯାଗ୍ୟାଞ୍ଜ ବୈଦମତ୍ର ଦାନବର୍ମ ଅବିରତ ॥  
 ଗୋକୁଳଗହ୍, ଗୋଚାରଣ ସ୍ଥଳ ଆନନ୍ଦଘନ ସ୍ପନ୍ଦିତ  
 ପତ୍ରପୁଷ୍ପ ରମ୍ୟତୋରଣ ଆଲିମ୍ପନ ଶୋଭିତ ॥  
 ପଦ୍ମ ସୁନ୍ଦର ଗୋପ ଅଙ୍ଗନା ବସନ ଭୃଷଣ ସଜ୍ଜିତ,  
 ରକ୍ତ ଅଧରେ ତାମ୍ବୁଳ ରେଖା ଆଁଥି କଜଳ ରଙ୍ଗିତ ।  
 ଗୋକୁଳବାସୀ ଉଜଳ ହାସି ନନ୍ଦାଲୟ ମନ୍ତ୍ରିତ  
 ଜନ୍ମ-ଉଂସବ ଶଞ୍ଜନାଦିତ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ସ୍ଵାଗତ ॥

(‘ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ’ ଟେଲିଫିଲ୍ମେର ଗାନ)  
(ବାଲ ଗୋପାଲେର ଗାନ)

ଦେ ମା ଆମା ସାଜିଯେ ଦେ ଗୋ  
ମଧ୍ୟ ସନେ ଗୋଚାରଣେ ଯାଇ ।  
ଏ ଦେଖୋ ମା ଶ୍ରୀଦାମ ସୁଦାମ  
ଡାକିଛେ ଯେ ଆଯ ରେ ଆଯ ॥

গলে দে মা বনমালা, ম্যুরপুছ দে মা শিরে  
 নূপুর দে মা পায়,  
 ঝুঁঝুণু ঝুঁঝুণু বাজবে নূপুর শুনবে তায় ॥  
 মোহন বাঁশী দে মা হাতে, বাজাই বাঁশী মনের সাধে,  
 কদমডালে বসিয়া বাজাই,  
 তোমার কানাই বাজায় বাঁশী ঘরে বসে শুনবে তাই ।  
 ক্ষীরের নাড়ু সর নবনী, কোচর ভরে দে মা আনি  
 গোঠে নিয়ে যাই,  
 ক্ষুধা পেলে, সখা মিলে খেয়ে মাগো প্রাণ জুড়াই ॥

### (‘লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ’ টেলিফিল্মে সম্প্রচারিত)

নাচে কৃষ্ণ নাচে শ্রীমতী, বাজে মিলন বাঁশরি ।  
 বাজিছে মুরলী, ঝুঁঝুণু নূপুর বিবশ শ্রীরাধা শ্রীহরি ॥  
 দখিন সমীরণ উতরোল  
 নীল যমুনা তুলে কলরোল,  
 প্রেমঘন কৃষ্ণ হল বিভোল ;  
 বাহুর বাঁধনে বাঁধে সহচরী ॥  
 যুগল হৃদয় নাচে পুলকে  
 নয়নে নয়ন টানে পলকে  
 ক্ষণে ক্ষণে ওঠে দোহে চমকি  
 জ্যোৎস্না-পুলকিত শবরী ।  
 বনের মরমে জাগে ছন্দ  
 সুরভিত কুসুম গন্ধ  
 অলিকুল মধুপানে অন্ধ  
 যুগল মিলন হের নরনারী ॥

### (‘লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ’ টেলিফিল্মে সম্প্রচারিত)

জাগো জিয়ু, মহাবিয়ু রিপুসুন নারায়ণ ।  
 নিখিল জন, দৃঃখ দহন, শোন নিপীড়িত ক্রন্দন ॥  
 অসুর শাসন, বর্মদলন, পীড়ন সাধুসজ্জন,  
 পাপ পঞ্জক, ধরণী অঙ্গক, নিত্যপূর্ণ নিমগন ॥

বসুন্ধৰা, অশুধৰা নিত্য লাঞ্ছা ত্ৰাহি ত্ৰাহি জগজন।  
 শাসন শোষণ নিতা লাঞ্ছা ত্ৰাহি ত্ৰাহি জগজন।  
 কৰ পৱিত্ৰাণ সাধুজন প্ৰাণ দুঃক্ষতি জন বিনাশন,  
 নাশ অধৰ্ম, দানব কৰ্ম, কৰ ধৰ্ম সংস্থাপন ॥

## (‘লীলা পুরুযোত্তম শ্ৰীকৃষ্ণ’ টেলিফিল্মে সম্প্ৰচাৰিত)

বাজাও বাজাও শঙ্খ মঙ্গল আবিৰ্ভূত ভগবান।  
 স্বৰ্গ কৱিছে পুষ্প বৃষ্টি মৰ্তলোকে জয়গান ॥  
 পৱন সুন্দৰ হল ধৰণী, আনন্দধৰা প্ৰবাহিনী,  
 সৰ্বসুলক্ষণ নক্ষত্ৰ রোহিণী, গগনে গগনে প্ৰকাশমান ॥  
 সিদ্ধযোগী সুৱনৱগণে কৱিছে তাঁহারি জয়গান  
 ‘শ্ৰাদ্ধণ কৱেন অঞ্চল জ্বালন, আবাৰ যজ্ঞেৰ অনুষ্ঠান।  
 মধুৱ গন্ধ বহুত পৰন সৱিসিজ আজি পূৰ্ণশোভন,  
 অসুৱ দলনে এল নারায়ণ, ধৰণী কৱিবে মৃক্ষিঙ্গান ॥

জয় মধুসূদন জয় নারায়ণ জয় সুদৰ্শনধাৰী।  
 জয় জনৰ্দন সৰ্বশক্তিমান জয় অসুৱদৰ্পহাৰী ॥  
 জয় দুর্জন নাশন, কংস বিনাশন, জয় ষড়ক্ষেৰ্যধাৰী।  
 নন্দনন্দন ভবত্তয় খণ্ডন জয় জয় কৃষ্ণমুৱাৰী ॥  
 জয় দীনবন্ধু, কৰুণা সিদ্ধু, জয় জয় গোলকবিহাৰী।  
 নমো নমো নমো, পুৱুযোত্তম শৱণ মাণি শ্ৰীহাৰি ॥

(টেলিফিল্ম ‘পুৱুযোত্তম শ্ৰীকৃষ্ণ’-এ সম্প্ৰচাৰিত)  
 কীৰ্তনেৰ সুৱ

শ্যাম সবুজ গোচাৱণে  
 বাল গোপাল সখা সনে  
 কুৰীড়া রঞ্জে উঠিল মাতিয়া :  
 হাসি খুশি নাচে গায  
 নৃপুৱ বাজে রাঙা পায়  
 মোহন বাঁশী বাজায় কানাইয়া ॥

ধৰলী শ্যামলী সেজে  
 খেলা করে রঙগরসে  
 সখা মাঝে নাচিছে গোপাল,  
 কেউ বাজায় শিঙ্গা বেণু  
 কান পেতে শুনে ধেনু  
 নাচে সবে দিয়ে করতাল ॥  
 তারা আনন্দে নাচে গো  
 সব সখা মিলে তারা আনন্দে নাচে গো  
 গোষ্ঠের রাখাল ব্রজের গোপাল  
 আনন্দে নাচে গো ॥

(‘শতবর্ষে জগন্নাথমন্দির’-তথ্য চিত্রে গীত)

কৃষ্ণ আমার নয়নতারা, কৃষ্ণ মোর জীবন।  
 কৃষ্ণ নামের নামাবলী আমার অঙ্গভূযণ ॥  
 শয়নে স্বপনে চিন্তা মননে জপি যে কৃষ্ণনাম,  
 মোহন বাঁশীর সুর যে বাজে হৃদে অবিরাম ॥  
 কৃষ্ণ দেহ, কৃষ্ণ আঞ্চা কৃষ্ণ প্রাণধন  
 কৃষ্ণপদে শরণাগতি জীবন সমর্পণ,  
 কৃষ্ণ কালো কৃষ্ণ আলো কৃষ্ণময় ভূবন,  
 কৃষ্ণ শ্রেয়, কৃষ্ণ প্রেয় কৃষ্ণ বৃন্দাবন ॥

---

## ‘দেহতত্ত্বে গীতা’

(দ্রুদর্শনে সম্প্রচারিত)

### (ধৃতরাষ্ট্রের গান)

আমি অন্ধ, আমি অন্ধ অন্তরে বাহিরে।  
 স্নেহে অন্ধ, মোহে অন্ধ, রয়েছি তিমিরে ॥  
 চোখে অন্ধ, লোভে অন্ধ, অন্ধ কামনাতে।  
 হিংসা দ্বেষে অন্ধ হয়ে মাতি সর্বনাশেতে ॥  
 বিয়-বিষে অন্ধ হয়ে পাপ পঞ্জে ডুবি যে রে,  
 দারা পুত্রের মায়ায় অন্ধ আমি বন্ধ ঘরেতে ॥

### (অর্জুনের গান)

আমি অর্জুন, আমি জীবাঞ্চা, আমি চেতন, আমি অচেতন।  
 কভু মোহে বন্ধ হয়ে নিজধর্ম করি লজ্জন ॥  
 শুভাশুভ আমি বুঝিতে নাই,  
 মম চিন্ত নিত্যবিকারী  
 জয় পরাজয়, লাভালাভ বুঝিতে নাই সর্বক্ষণ ॥  
 কভু গান্ধীবে মারি টংকার  
 রণউচ্চাদে ছাড়ি হুংকার  
 কভু যেন ক্লীব, খসে গান্ধীব, বীরত্বে দিই বিসর্জন ॥  
 কভু চিন্ত মোর বঙ্গসম,  
 কভু দুর্বল চিন্তম  
 কিবা ধর্ম কিবা অধর্ম ধন্দ না হয় নিরসন ॥

### (ভীষ্মের গান)

মানব মনের দ্বন্দ্ব স্বরূপ ভীষ্ম আমার নাম।  
 অন্তরে চির আশ্চি দহন, জ্বলে মোর অবিরাম ॥  
 অন্যায় অধর্ম পাপ কর্ম, বিধেছে আমার জ্ঞানের মর্ম,  
 সহিতে পারি না তবু যে সয়েছি পুরেছে পাপীর মনস্কাম ॥  
 বধু দ্রৌপদীর বন্ধুহরণ, নীরবে করেছি অশুমোচন,

ধিক্, ধিক্ দোরে, শত ধিক্ মোরে, পাপ কাজে করি সমর্থন।  
 ধর্মপক্ষ করিয়া বর্জন, অধর্মপক্ষে অস্ত্রধারণ,  
 তাই তো চিত্তে নিতা দহন, মোর কি হবে পরিণাম ॥

### (কৌরবের গান)

আমি কৌরব, আমি কলরব  
 আমি কোলাহল, আমি হলাহল।  
 অশুভ অমঙ্গল হিংসা অবিরল  
 ছড়াই বিশ্বভূবন ;  
 সংসারে-সমাজ নিত্য এনে দেই  
 রাশি রাশি ক্রন্দন।  
 আঘ স্বার্থ তরে দম্ভ দর্প ভরে  
 ধর্মের টৃষ্ণ টিপে ধরি  
 অশুভ আনিতে, শুভ সংহারিতে  
 সিংহনাদে করি গর্জন ॥  
 অসহায় জনে নিপীড়ন  
 অবলা নারীরে করি ধর্ষণ  
 পরধন হরণ সাধুজন পীড়ন  
 ঐ শোন আর্তের ক্রন্দন ॥

### “দেহতন্ত্রে গীতা”

(দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

### (পাঞ্চবের গান)

আমি পাঞ্চব, আমি ধৈরয, আমি সত্তা সনাতন।  
 আমি শান্তি, আমি ক্ষান্তি, ধর্ম আমার জীবন ধন ॥  
 প্রেম-গ্রীতি আমার ধর্ম, সত্যপথে সৎকর্ম,  
 পরেছি দেহে ন্যায়ের ধর্ম, ত্যাগ তিতিক্ষা প্রতিপালন ॥  
 সহি যে কত লাক্ষ্মা আমি, কত অত্যাচার,  
 হিংসা বিভেদ তবু না করি গো, ক্ষমি যে বারংবার।  
 পাপের করিতে বিনাশ সাধন, ধর্মক্ষেত্রে করি মোরা রণ,  
 শান্তি মৈত্রী করিতে স্থাপন, জীবন মোরা করি যে পণ ॥

## (শ্রীকৃষ্ণের গান)

চিত্ত লোকে কুরুক্ষেত্র, চলছে নিত্য মহারণ।  
 যুদ্ধ নয়কো কাম শান্তি, শান্তি তরে কর সাধন ॥  
 ধর্মাধর্ম পরিত্যজি, নিত্য মোরে কর স্মরণ  
 কুরুক্ষেত্রে শান্তি বারি আমি করি প্রক্ষেপণ ॥  
 আয়রে তাপিত তৃষিত মানব, বিষয় লুধ মন্ত জন,  
 সর্বধর্ম পরিত্যজি, আমাতে সবে নে রে শরণ ॥

মানব দেহে খুঁজে পাবি মন  
 গীতামৃত ধন,  
 সিদ্ধযোগী পায় যে নিত্য  
 শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ॥  
 ভূমি থেকে আকাশ মার্গে  
 আছে সাতটি স্তর  
 একেক স্তর পার হয়ে মন  
 যাও রে মূল ঘর,  
 দেহের মধ্যে সাতটি চক্রে  
 প্রাণের অবস্থান ॥  
 মূলাধারে আছে রে মন  
 স্তর যে ভূলোক  
 স্বাধিষ্ঠান চক্রস্তরে  
 আছে ভুবলোক  
 স্বর্গলোকে পৌঁছবে যদি  
 মণিপুর গমন ॥  
 অনাহুত চক্র স্তরে  
 আছে মোহলোক  
 বিশুদ্ধাক্ষ্য চক্রস্তরে  
 আছে জনলোক  
 আজ্ঞাচক্রে তপলোকে  
 পৌঁছে যাবি মন ॥

সপ্তম স্তরে সহস্রারে  
 আছে সত্য লোক  
 সে স্তরেতে মিলবে রে মন  
 কৃষ্ণপ্রাণ্তি সুখ  
 শেষে ঋগ্বেদজ্ঞ দিয়ে  
 প্রাণের উৎকর্মণ ॥

(হোলির গান — দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)  
 [ দ্বৈতকষ্টে ]

সখীদের গান : আজি খেলব হোলি শ্যাম সঙ্গে ।  
 আবির কুম্কুম দেব ও কৃষ্ণ অঙ্গে ॥  
 রাধাকে বসায়ে বামে ফুলের দোলায়  
 দোলাব সখী সবে দখিন হাওয়ায়  
 অগুরু চন্দন ভরি পিচকারি মারিব  
 রাধা শ্যামে কত রঙে, রঙে ॥  
 কৃষ্ণের গান : (টপ্পার সুরে) আর মেরো না, মেরো না  
 মেরো না, মেরো না পিচকারি,  
 পীতবসন রাঙা হলো  
 রঙের ভার আর সইতে নারি ॥

সখীদের গান : (টপ্পা) বধু হে, আজ মানব না কোন বাধা ।  
 একা তোমায় পেয়েছি শ্যাম,  
 পলাইয়ে যাবে কোথা ॥  
 এসো ওহে শ্যামনাগর, করবো রঙে জরোজর ।  
 খেলব হোলি হৃদয় খুলি, বামে লও হে শ্রীরাধা ॥

(হোলির গান। দ্বৈতকষ্টে। দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)  
 নারী ॥ অভিসারে প্রকৃতি বাসন্তিকা  
 নবযৌবনে কাঁপে বনবীথিকা ।  
 এসো তৃণি প্রাণপ্রিয় বসন্ত  
 রঙে রঙে রাঙাৰ হৃদয় প্রাণ্ত  
 তব দ্বারে এসেছি হে অভিসারিকা ॥

পুরুষ ॥ আহা মরি ! বরাননে বাসন্তিকা,  
 দশদিশি উজলিলে বৃপমণিকা ।  
 সাজাব তোমায় ফুলভূষণে  
 পলাশের আলতা চরণে  
 কঢ়ে পরাব আজি মাধবীর মালা  
 কবরীতে অশোকের লাগবে দোলা  
 এসো এসো প্রিয় সখী অভিসারিকা ॥  
 নারী ॥ বরমালা আজি গাঁথিয়া এনেছি চিকন কিশলয়ে  
 মাধবী লতায় বেঁধে নেব আজি হৃদয় সাথে হৃদয় ॥  
 (দ্বিতীকঢ়ে) আবিরে রাঙাব আজি তনু মন  
 হোলি উৎসবে হব গো মগন ॥

## (হোলির গান)

আবিরে-আবিরে শ্যাম রাঙায়ো না আর  
 রাঙায়ো না আর শ্যাম ॥  
 মনের আবির লুকিয়ে রেখে, বসন রাঙাও এ কোন্ সুখে  
 মিনতি শ্যাম খোল রঙের হৃদয় দুয়ার ॥  
 তোমার রঙে রাঙা হয়ে, খেলব হোলি রঙ মিশায়ে  
 আমার রঙের বর্ণধারা ছুটে শতধার  
 শ্যাম রাঙাতে তোমায় ॥

## (হোলি-ঠাঁচর উৎসবের গান)

(আকশশবাণীতে প্রচারিত)

(লোকগীতির সুর)

আগুন জলে জলে গো, ফাগের আগুন  
 উঠল আজি জলে ।  
 বনে আগুন, মনে আগুন, আসে যে দুরন্ত ফাগুন  
 দোলের দোলা লাগল জলে স্থলে ॥  
 হোলিকা দহনের তরে, আগুন জলে কুঁড়ে ঘরে  
 বহুসবে মেতেছে সকলে ।

গীতবাদ্য অনুক্ষণ, নাচে নরনারীগণ  
হোলির গানে মন্ত্র দলে দলে ॥  
পত্রপুষ্প ফুলপান, অগ্নিদেবে করে দান,  
মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে বলে,  
শস্যশ্যামল হবে ধরা বসন্তে হয় মনোহরা  
ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ফসল ফলে ॥

### (হোলির গান)

ও সখি, বসন্তের মানা কইরো  
আর যেন সে আসে না,  
প্রাণস্থা বিনে আমার প্রাণে ধৈর্য্য মানে না ॥  
এলো রে সুখের বসন্ত, প্রাণ যে আমার হয় না শান্ত  
না আসিলে রাধাকান্ত, দেহেতে প্রাণ থাকে না ॥  
যৌবন বুঝি ব্যর্থ হয়, রক্তের নাগর কোথায় রয়  
তুফের আগুন জলছে চিতে, এ আগুন তো নিভে না ।  
ফুলে ফুলে ভ্রমর ঘুরে (আমার) প্রাণ ভোমরা কেঁদে মরে,  
পরাগবন্ধু রইল কোথায়, সখি খুঁজে দেখ না ॥

### (হোলি-মিলনের উৎসব)

খেলব হোলি, পরাগ খুলি রঙে আবিরে ।  
দেহ-মনে রঙে রাঙা করবো আজি সবারে ॥  
ফাগের রঙে রাঙা হল সাগর হিমাচল,  
রঙের ঢেউয়ের মদির মাতন, লাগল বুকের তল,  
ধর্মভাষ্য এক হল সব রঙ-রসের জোয়ারে ॥  
কে কোন্ জাতি না চেনা যায়, রঙে লালে লাল  
কালো ধলো এক যে হলো, ছিন্ন ভেদের জাল ;  
হোলির খেলা মিলন মেলা জাতিধর্ম ভুলি রে ॥  
ভারত জুড়ে একই সুরে গায় ফাগুয়ার গান  
একই রসে সবাই ভাসে প্রাণে প্রাণে টান  
আবির কৃষ্ণকুম দিয়ে প্রীতি ডোরে বাঁধিরে ॥

## হোলিৰ গান

(লীলা পুৱুমোত্তম শ্রীকৃষ্ণ টেলিফিল্মে সম্প্রসাৱিত)

বসন্তে খেলে হোলি গোপবালা ।  
 রঙে রসে আবেশে হল উতলা ॥  
 আবিৰ কুঞ্জকুমে অগুৰু চন্দনে  
 রঙে রঙে রাঙা কৰে শ্যামে  
 পিচকাৰি মাৰে সবে রসে আকুলা ॥  
 চাৰদিকে গোপীগণ, মধ্যে রাধা নারায়ণ  
 দেহ মনে এক হইল গোপী নন্দলালা ॥

(আকাশবাণীতে প্ৰচাৱিত হোলিৰ গান)

রঙেৰ দোলা, রসেৰ দোলা  
 দোলেৰ দোলায় নাচে প্ৰাণ ।  
 ভূমিৰ ভূমৰী দুয়ে কৰছে দেখ ঘন্ষণান ॥  
 গন্ধৰাজেৰ বুকে লুটায় সন্ধ্যামালতী  
 পাতার বুকে বায়ুৰ দোলা, কত যে পিৱিতি  
 ঘৰ ছাড়া যে কৰে কোকিল সৰ্বনাশা তাৱই গান ।  
 যৌবন লুকায়ে ছিল আজি মেলে চোখ  
 প্ৰেম রসে হাবড়ুৰ লাজে রাঙা মুখ  
 মনেৰ কোণে রস্তকমল, পাপড়িতে যৌবনেৰ বান ॥  
 রসেৰ নাগৰ যত, রসিকা নাগৱী  
 বিশ্মারিল আজি সবে কেবা নৱ কে নারী  
 আকুল হিয়া ব্যাকুল হৈল, হিয়ায় হিয়ায় প্ৰেমেৰ টান ॥

(হোলিৰ গান —আকাশবাণীতে প্ৰচাৱিত)  
 (কীৰ্তনেৰ সুৱ)

দুলিছে রাধা মাধব সঙ্গী  
 দোলায় সখীৱা প্ৰাণেৰ রঞ্জনী  
 আবিৰ কুঞ্জকুম ছিটায় অঙ্গে  
 চৌদিকে সখী ধৈৱিয়া ॥

অগুরু চন্দনে ভবি পিচকারি  
শ্যাম অঙ্গে সবে দিতেছে মারি  
পীতবসন রাঙা হল ভারি  
সখীরা খুশি হেরিয়া ॥

রঙে রাঙা তনু শ্যামল কিশোর  
রাগে অনুরাগে হৈল দোঁহে বিভোর  
বাজিছে বৎশী অতি সুমধুর  
ময়ূর নাচিছে দুলিয়া ।

ব্রজাঞ্জনা যত, মদন পরাহত  
পড়িছে শ্যামঅঙ্গে ঢলিয়া  
ফাগুয়ার বর্ণে রঙে, মাখামাখি অঙ্গে অঙ্গে  
রাধা কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ॥

## (রাসলীলার গান)

মোহন বাঁশী বাজে কুঙ্গবনে ।  
শিরে শিথি পাখা, কর্ণে কর্ণিকা, প্রেমসুধা ঝারে পদ্মলোচনে ॥  
বাঁশীর মধুর তানে, যমুনা যায় উজানে  
পত্রপুষ্প আন্দোলিত আনন্দগানে ॥  
দিব্যবৎশী ধনি শুনি নাচে হরিণ হরিণী,  
ময়ূর ময়ূরী নাচে বাঁশীর তানে ।  
যত গোপ অঙ্গনা হল সবে আনমনা  
ছুটে চলে নিধুবনে কান্ত মিলনে ॥

[ সুরঃ দরবারি কানাড়া, ত্রিতাল। (রাসলীলার গান) ]  
আজি শ্যাম বিহনে রাধা কাঁদে বেদনায় ।  
কোথা তুমি গোপীনাথ লুকালে কোথায় ॥  
বল ওগো তরুলতা কৃম কোথায়,  
মালতী বকুল যুঘী, শুধাই তোমায় ;  
কদম্ব তুলসী বন করে রাধা অঘেষণ ;  
আঁঊজিলে যমুনা ভাসায় ॥

কৃষ্ণসঙ্গ সুখআশে হয়ে উন্মাদিনী  
 কৃষ্ণলীলা করে সবে যতেক গোপিনী ।  
 কেহ সাজে নন্দ নন্দন কেহ বলরাম  
 মুরলী বাজায় কেহ ত্রিভঙ্গ শ্যাম ;  
 কেহ যায় গোচারণ, কালীয় দমন  
 কৃষ্ণ প্রেমে ঝানছারা হায় ॥

### (রাসলীলার গান)

ব্রজগোপী নাচে রঙ্গে, রাস মঞ্চে নাচে কৃষ্ণ সঙ্গে ।  
 নূপুর নিকৃণ, উজ্জ্বল ভূষণ, সঙ্গীত রচে সুন্দর  
 নীলকান্ত মণি নন্দসূত গণি  
 উজলিছে গোপীমাঝে বর্ণভঙ্গে ॥  
 আপনারে ভগবান করিয়া বিস্তার  
 প্রতি গোপবালা সাথে করেন বিহার ।  
 কবরীর ফুল ঝারে, কেশপাশ লুটে পড়ে  
 অবশ হইল তনুমন  
 চকোর-চকোরীসম, কৃষ্ণগোপীজন  
 প্রেমসুধা করে পান নৃত্যতরঙ্গে ॥

### (বিষ্ণু বন্দনা)

গোলকপতি মহাবিষ্ণু কনক কিরীটধারী ।  
 গবুড়বাহন তুমি নারায়ণ সৃজন পালনকারী ।  
 কমলাপতি, অগতির গতি, ভক্তহৃদয়হারী  
 জয় জয় শ্রীমধুসূদন নিবেদি অশুবারি ॥

### (শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত)

#### (গোঠের গান)

নাচত নন্দ দুলাল ।  
 নাচত সখা সনে, যাবে সবে গোচারণে ;  
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে নাচে গোঠের রাখাল ॥

বুগুবুগু বুগুবুগু      নৃপুর বাজত  
 বাজে মৃদঙ্গ করতাল  
 মোহন বাঁশীর সুরে মেতে ওঠে ননীচোরে  
 ঠমকি ঠমকি নাচে বাল গোপাল ॥

### (হোলি উৎসবের গান)

ও ফুলের দোলায়  
 রাধা দোলে শ্যাম সঙ্গে মধুবনে ॥  
 অঙ্গে অঙ্গে এক হৈল, নয়নে নয়ন মিললো,  
 শ্যামনাগরের কতই রঙ্গ, মধুর রসের ভিয়েনে ॥  
 চৌদিকেতে সখীগণে, আবির কুঙ্কুম চন্দনে,  
 ছিটায় রাধা শ্যাম অঙ্গে হরফিত মনে ॥  
 গোপী সনে পিচকারি, মারেন শ্যামের অঙ্গভরি  
 বসন ভূষণ রাঙা হৈল, কে রাধাশ্যাম চিনিবে ॥  
 রাধার কোলে রাধারমণ, প্রেমরসে হয় মগন  
 হের মধুর যুগল মিলন, এক হয়েছে দু'জনে ॥

### ত্রীচৈতন্য-সঙ্গীত

(আকাশবাণীতে হোলি অনুষ্ঠানে প্রচারিত)

আজি কি আনন্দ হৈল নদীয়াপুরে।  
 পূর্ণচন্দ্রের উদয় হৈল শচীমাতার ঘরে ॥  
 ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী,  
 আবির্ভূত গৌরচন্দ্র রাধা ঝাগের তরে ॥  
 সোনার অঙ্গে কৌপিন পরা, প্রেমে গৌরা মাতোয়ারা  
 চক্ষে বহে অশুধারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরে ॥  
 যে-জন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, তাকে গৌরা বুকে তুলে  
 প্রেমের বানে ভাসায় জগত জাতিধর্ম ভুলে।  
 রাধার ভাবটি করে চুরি, ভাবে বিভোর গৌরহরি  
 যে জন করে কৃষ্ণ নাম তারই পায়ে ধরে ॥

## (কীর্তনের সুর ॥ দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

আঁজি নদীয়া নগরে শচীমাতার ঘরে, বাজে মৃদঙ্গ শঙ্খ,  
ফাল্গুন পূর্ণিমা, পূর্ণ চন্দ্রিমা উদিত শচীর অংক ॥

তোরা দেখে যা, দেখে যা

নদীয়া নাগরী তোরা দেখে যা, দেখে যা

লাখো চাঁদের উদয় তোরা দেখে যা দেখে যা ॥

কমিতকাঙ্ক্ষন নবনীত তনু সুরভিত গৌরঅঙ্গ

মদন মোহন নবরূপ ধারণ করিতে লীলারঙ্গ

প্রেমভক্তি শিখাইতে

গৌর এলেন নদীয়াতে

লীলারস আস্থাদিতে

প্রেমরস বিলাইতে ॥

বহিরঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ সুন্দর গণি ।

রাধাভাব দ্যুতি আহা কি মুরতি বৃপের সাগরে মণি ।

শ্রীগৌর আমার বৃপের খনি

ভাবসাগরে রাধারাণি

রাধাকৃষ্ণ একই দেহে জানি ॥

রাধার প্রেমের মহিমা কীরূপ

আপন প্রেমের জানিতে স্বরূপ,

প্রেম আস্থাদনে রাধার কত সুখ,

জানিতে বাসনা হলো ॥

এ তিন তত্ত্ব জানার তরে

শচীগর্ভ সাগরে

উদয় হলেন নদীয়া বিহারী,

হরি হরি হরি বল, ভাব বৃন্দাবনে চল—

ভবার্ণবে শ্রীগৌর কাঞ্জারী ॥

## ଆଇଚେତନ୍ୟ ସଂଗୀତ

(‘শতবর্ষে জগন্নাথ মন্দির’ ফিল্মে গীত)

## (‘শতবর্ষে জগন্নাথ মন্দির’ ফিল্মে গীত)

ভাবে বিভোর গৌর চন্দ্ৰ

খনে খনে মূচ্ছা যায় ।

স্বৰ্ণ কল্প তরু গৌরা, প্ৰেমে পূৰ্ণ প্ৰাণ,  
না চাহিতে বাস্তি ফল কৱেন প্ৰদান,  
ভব সিঞ্চু পার কৱিতে  
ডাকেন সবে — আয় রে আয় ॥

## ‘ত্ৰিপুৱাসুন্দৱী’ গীতি (আকাশবাণীতে প্ৰচাৰিত)

নমি নমি দেবী ত্ৰিপুৱা সুন্দৱী

সৰ্বমঙ্গলকাৱিণী ।

সৰ্বভৌষ ফলপ্ৰদ ত্ৰিপুৱেশৱী জননী ॥

জয় তৈৱেব ত্ৰিপুৱেশ জয় পিনাকপাণি,

জয় পীঠদেবী ত্ৰিপুৱা সুন্দৱী

সৰ্ব সম্পদদায়িনী ॥

### (পাঁচালী ঢং-এ)

ধন্য কৱলে পুণ্য কৱলে ত্ৰিপুৱার ভূমি ।

জগন্মাতা সতী দেবী তোমায় প্ৰণমি ॥

ত্ৰিপুৱার সৌভাগ্য না যায় বৰ্ণন ।

পড়ল হেথা সতীমায়েৰ দক্ষিণ চৱণ ॥

মায়েৰ অঙ্গ পড়ল যেথা, হৈল পীঠস্থান ।

মহাতীৰ্থ সিঞ্চপীঠ শাস্ত্ৰেৰ বিধান ॥

উদয়পুৱেৰ সন্নিকটে মাতার বাড়ি নাম ।

মায়েৰ চৱণ বুকে ধৰে হৈল পুণ্যধাম ॥

জয় জয় জয় মাগো ত্ৰিপুৱাসুন্দৱী ।

কৱযোড়ে সবে তোমায় বন্দনা যে কৱি ॥ (জয় জয় মা, জয় জয় মা)

কৃপাময়ী কৱ কৃপা ধন্যমাণিকে ।

ত্ৰিপুৱাতে স্থিতি হও দেবী অধিকে ॥ (জয় জয় মা, জয় জয় মা)

পুজৰ তোমায় মাগো মোৱা হৃৎশতদলে ।

পদে দিব রক্তজবা সহ বিল্বদলে ॥ (জয় জয় মা, জয় জয় মা)  
 রাজলক্ষ্মী তুমি মোরা ত্রিপুর সৈশ্বরী।  
 ত্রিপুরার সুখশাস্তি মোরা যাচএগ করি ॥ (জয় জয় মা, জয় জয় মা)

ওমা তোমায় নমি, তোমায় নমি, তোমায় নমি গো ॥  
 তোমার চরণ পরশ পাইয়া, ত্রিপুরা পুণ্যভূম গো ॥  
 দক্ষকন্যা ছিলে মা তুমি, আইনে পিতার যজ্ঞভূমি।  
 পতিনিন্দায় প্রাণ তাজিলে শিব সীমস্তিনী গো ॥  
 মহাবুদ্ধ কুণ্ড হইয়ে, তব দেহ স্কন্দে লইয়ে,  
 তাঁথে তাঁথে নাইচা উঠল, কাঁপাইয়া ধরণী গো।  
 শিব নাচে প্রলয় নাচন, রসাতলে যায় ত্রিভুবন।  
 মহাবিষ্ণু চক্র ধইরা খঙ্গিল তোমায় গো ॥  
 ত্রিপুরার ভূমি পরে তব দক্ষিণ পদ পড়ে,  
 ধন্য হইল ত্রিপুর ভূমি তোমার চরণ পাইয়া গো ॥

### ত্রিপুরা সুন্দরী গীতি (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

ওমা ত্রিপুরা সুন্দরী।  
 ত্রিপুরার বাসী মোরা, তোমায় শিরে ধরি ॥  
 দুর্গা তুমি, কালী তুমি, তুমি মহেশ্বরী।  
 অচল হৈয়া থাক চিতে করযোড় করি ॥  
 ধন্যমাণিক মহারাজা ধন্য ত্রিভুবনে।  
 পুণ্য কৈল ত্রিপুরারে তোমায় স্থাপন করি ॥  
 ধনধান্যে ভরা দেশ, ভরো ফুলে ফলে।  
 ঘরে আন সুখশাস্তি, দুঃখ লও মা হরি ॥

### (দূরদর্শনে ও আকাশ বাণীতে প্রচারিত)

কালো বরণী জননী।  
 ত্রিপুরেশ্বরী মাতা বরাভয় দানরতা  
 ত্রিপুরেশ মনমোহিনী ॥

চতুর্ভূজা বৱাননা, খড়গমুণ্ডধাৰিণী  
শিৱে শোভিত জটাতৰঙ্গা, ওমা পাৰ্বতী জননী ॥  
গলে অযোদ্ধ নৱমুণ্ডমালা  
কাস্তময়ী সৱলাবালা  
পঞ্চমুণ্ডসনা দেবী জয় জগৎ জননী।  
পদতলে শোভে ভোলা মহেশ্বৰ  
শবরুপী শিব হেৱি দিগন্বৰ,  
কৃদ্রগোলাকৃতি তব আঁখি দৃঢ়ি  
ওমা অৱণবাসিনী ॥

## ত্ৰিপুৱাসুন্দৱী পাঁচালি (আকাশবাণীতে প্ৰচাৱিত)

জয় জয় জয় দেবী ত্ৰিপুৱাসুন্দৱী।  
ত্ৰিপুৱাতে হৈলে প্ৰকট পীঠ দেবীশৱী ॥  
দক্ষযজ্ঞে শিবজায়া কৱেন প্ৰাণ ত্যাগ।  
বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ একপঞ্চাশ ভাগ ॥  
যথায় যথায় দেহখণ্ড হইল পতিত।  
পীঠতীর্থ বৃপে তাহা হৈতেছে পূজিত ॥  
ত্ৰিপুৱাৰ উদয়পুৱে মাতার আগমন।  
যথায় পড়ে সতীৰ দক্ষিণ চৱণ ॥  
বৃহদ্বৰ্ম পুৱাণ মতে পাই যে বিধান।  
পীঠস্থানে শিবজায়াৰ নিত্য অবস্থান ॥  
উদয়পুৱ মাতার বাড়ি সিদ্ধপীঠ হয়।  
মহাতীর্থ বৃপে গণ্য সদা সতীময় ॥  
ত্ৰিপুৱা সুন্দৱীৰ লীলা কে বুঝিতে পাৱে।  
কোথা ছিলা কোথা আইলা কিবা রূপ ধৰে ॥  
চট্টগ্ৰামে চন্দ্ৰনাথে বসতি রজক।  
কামধেনু ছিল এক বড় আচানক ॥

ছাড়া পেয়ে কামধেনু কোথা চলে যায়।  
ধোৱা কৱে অৰ্ঘেষণ, দিশা নাহি পায় ॥

ଅନୁସରଣ କରେ ଧୋବା, ଥାକିଯା ଗୋପନେ ।  
କାମଧେନୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ନିରୂମ ଗଭୀର ବନେ ॥  
ବିସ୍ତିତ ରଜକ ତନୟ ଦେଖିବାରେ ପାଯ ।  
କାମଧେନୁ ଗିଯା ଉଚ୍ଚ ତିବିତେ ଦାଁଡ଼ାୟ ॥  
ଅତଃପର ବାଁଟ ହତେ ଝରାଯ କ୍ଷୀର ଧାରା ।  
ଝରୋ ଝରୋ ଦୁଗ୍ଧ ଝରେ ତିବିର ଉପର ପଡ଼ା ॥  
କାମଧେନୁର ଆଚରଣ ବଡ଼ଇ ବିସ୍ମୟ ।  
ତିବି କରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ରଜକ ମହାଶୟ ॥  
ଚମକିଯା ଉଠେ ଧୋବା, ଏତୋ ତିବି ନୟ ।  
ମହାକାଯ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଅବସ୍ଥିତି ହୟ ॥  
ଲିଙ୍ଗୋଗପରି କାମଧେନୁ କରେ ଦୁଗ୍ଧଦାନ ।  
ଆପନ ଦୁଗ୍ଧେ ନିତ୍ୟ କରାଯ ମହାଶିବେ ସ୍ନାନ ॥

ତ୍ରିପଦୀ

বিস্মিত রজক তনয় আনন্দেতে অধীর হয়,  
শিবপূজার করে আয়োজন।  
গ্রামবাসী সবে মিলি, পত্রপুচ্ছে অঙ্গলি,  
মহোৎসবে আনন্দে মগন ॥

নিত্যপূজার আয়োজন, করে সকল ভক্তগণ,  
দিকে দিকে হইল প্রচার।  
ধন্যমাণিক নরপতি ত্রিপুরার অধিপতি  
শুনিলেন শিব সমাচার ॥

মন হেল উচাটন শিব আনিবারে মন  
রাজা চলেন চতুর্নাথ ধাম।  
যোড়শ উপচারে রাজা করিলেন শিব পূজা  
অষ্টপ্রভর জপেন শিব নাম ॥

শিবলিঙ্গ তুলিবারে খনন কার্য শুরু করে  
কোদাল শাবল চলে অবিরাম।  
দিবারাতি চলে খনন, রাজা আনন্দিত মন  
কিন্তু হায়রে! বিধি হোল বাম ॥

রাশি রাশি মাটি খনন শিব ঠাকুরের নাই নড়ন  
 বিফল হৈল রাজার প্রয়াস ।  
 রাজায় করে চিঞ্চ দুঃখানলে জ্বলে মন  
 কোন পাপেতে ব্যর্থ অভিলাষ ॥  
 রাজা করে স্তবস্তুতি দেখা দাও হে বিশ্বপতি,  
 তুষ্ট হও হে দেব মহেশ্বর,  
 নিজ গুণে উত্থাপন কর প্রভু ত্রিলোচন  
 চরণেতে মাগি এই বর ॥

## ত্রিপুরাসুন্দরী পঁচালি (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

শিব শিব শিব বলি রাজা নিদ্রা যায় ।  
 শিবধ্যান শিব জ্ঞান, কি যে হৈল হায় ॥  
 গভীর রাতে ধন্যমাণিক দেখিলা স্বপন ।  
 অলৌকিক মূর্তি এক দিলেন দরশন ॥  
 মূর্তি বলে রাজা তুমি বড় পুণ্যবান ।  
 তুষ্ট আমি তব প্রতি কর আবধান ॥  
 লিঙ্গরূপে মহাশিব স্বয়ম্ভূনাথ ।  
 চিরস্থায়ী বাস তাঁর, তীর্থ চন্দনাথ ॥  
 শিবলিঙ্গ কভু নাহি ত্যাগ করেন স্থান ।  
 ক্ষাণ্ট হও ক্ষাণ্ট হও নৃপতি মহান ॥  
 ত্রিপুরা সুন্দরী মাতা চট্টলেতে বাস ।  
 তাঁহারে লইয়া যাও, পুরাও অভিলাষ ॥  
 ত্রিপুরাসুন্দরী নিয়ে করহ গমন ।  
 আপন রাজ্যে মহাদেবী করহ স্থাপন ॥  
 তবে কহি মহারাজ, আছে এক শর্ত ।  
 এক রাত্রি পথ চলি হইবে বিরত ॥  
 রাত্রিশেষে উষাকালে যথায় পৌছিবে ।  
 সেখানেতে মন্দির গড়ি, দেবীকে স্থাপিবে ॥  
 স্বপ্ন দেখি মহারাজ হরযিত মন ।  
 ডাক দিয়ে আনে সবে পাত্রমিত্র জন ॥

কৃপা করি দেবী মোরে দিয়েছে দর্শন।  
 ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী কর অন্ধেযণ ॥  
 চট্টগ্রামে চট্টেশ্বরী মন্দির নিকট।  
 প্রস্তর মূর্তিরূপ দেবীর প্রকট ॥  
 আনন্দে কৈলা রাজা দেবী দরশন।  
 ভক্তিভরে করিলা দেবীর পূজন ॥  
 ঢাকবাজে ঢেল বাজে গীত কীর্তন।  
 মূর্তি সহ মহারাজ করিলা গমন ॥  
 সারা রাত্রি চলে রাজা না করি বিশ্রাম।  
 কঞ্চে কঞ্চে জয়ধ্বনি চলে অবিরাম ॥  
 রাঙামাটি পৌছে নিশা হল অবসান।  
 কুর্মাকৃতি টিলাভূমি সতীর পীঠস্থান ॥  
 ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্তি হইলেন স্থির।  
 মন্দির নির্মাণে হেথা নৃপতি অস্থির ॥  
 যথাবিধি পূজাপাঠ হোম যজ্ঞযাগ।  
 করিলেন সম্ভরে রাজা মহাভাগ ॥  
 মন্দির নির্মাণ আরম্ভিল কত যে স্থপতি।  
 ভক্তিভরে নিত্য পূজা দেবীর আরতি ॥  
 কারুকার্য সুপশীর্ষ মন্দির সুন্দর।  
 গড়িলেন সম্ভর ধন্য নৃপবর ॥  
 কষ্টিপাথর কালোবরণ সুন্দর মুরতি।  
 পঙ্কমুণ্ডি আসন পরি স্থাপিলা নৃপতি ॥  
 চতুর্ভুজা বরাননা জটা মুকুটধারী।  
 শবরূপী মহাদেব পদতলে পড়ি ॥  
 ডান হাতে দুয়ে শোভে মুদ্রা বরাভয়।  
 খড়গমুণ্ড সুশোভিত বাম হস্তদ্বয় ॥  
 ধন্য ধন্য মহারাজ ধন্যমাণিক নাম।  
 তন্ত্রে উক্ত মহাপীঠের দিলেন সন্ধান ॥  
 ত্রিপুরার পীঠতীর্থ পুণ্য মাতার বাঢ়ি।  
 নমি নমি মহাদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী ॥

অনামতে পাই এর ভিন্ন নির্দশন।  
 বিষ্ণুমন্দির স্থাপিবারে রাজাৰ হয় মন ॥  
 বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ কৱেন, বিষ্ণুস্থাপন তৱে ।  
 ভগবতী দেখান স্বপন ধন্যমাণিকেৱে ॥  
 দেবী কহে, ওহে রাজন, কৱ অবধান ।  
 বিষ্ণুমন্দিৱে মোৱে কৱ প্ৰতিষ্ঠান ॥  
 চট্টগ্ৰামে চট্টেশ্বৰী মন্দিৱ নিকট ।  
 প্ৰস্তৱেতে আমি আছি হইয়া প্ৰকট ॥  
 তথা হৈতে আনি আমা এই মঠে পূজ ।  
 হইবে কল্যাণ তব, তত্ত্বাচারে ভজ ॥  
 লীলাময়ী ভগবতীৰ পাইয়া নিৰ্দেশ ।  
 দেবী আনিবারে রাজা কৱিলা বিশেষ ॥  
 রসাঙ্গামৰ্দনে রাজা পাঠান চট্টলে ।  
 মিলিলা দেবী মূর্তি সৌভাগ্য কপালে ॥  
 গীত বাদ্য পূজা পাঠ মহা ধূমধাম ।  
 ভক্তি ভাৱে পূজি রাজা কৱিলা পৃণাম ॥  
 শোভাযাত্রা সহ রাজা দেবীৰে আনিল ।  
 নৃত্যগীতে ত্ৰিপুৱা মুখৰিত হৈল ॥  
 দেবী স্থাপিবারে ঘঠ প্ৰস্তুত হইল ।  
 পুণ্যাহ দিনেতে রাজা উৎসৱ কৱিল ॥  
 ত্ৰিপুৱা সুন্দৱী নামে হৈলা প্ৰতিষ্ঠিতা ।  
 শাগম্যজ্ঞ দান ধৰ্ম সুমঙ্গল গাথা ॥  
 ত্ৰিপুৱা সুন্দৱী মাতা রাজ্যঅধীশ্বৰী ।  
 যে পূজে ভক্তিভৱে, সেই যায় তৱি ॥  
 সৰ্বমঙ্গলা দেবী মঙ্গলকাৱিণী ।  
 ত্ৰিপুৱাৰ অধিশ্বৰী ব্ৰহ্ম সনাতনী ॥  
 সঙ্কটে লিপদে মাগো সঙ্কটতাৱিণী ।  
 তব নামে পৱামৃক্তি মুক্তিদায়িনী ॥  
 ত্ৰিপুৱাৰ রক্ষাকৃতী ত্ৰিপুৱাসুন্দৱী ।  
 বৱাভয় দাও মাগো, নমক্ষাৱ কৱি ॥

## চড়কের গান

(গাজন)

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

(চকের বাদি সহযোগে)

তা কুড় কুড়, তা কুড়কুড় তা কুড়কুড় তাক্  
 ডে ডে ডাং, ডে ডে ডাং, ডে ডে ডাং ডাক্ ॥  
 আওরে আওরে আওরে শিব নাচিয়া নাচিয়া।  
 নন্দীভঙ্গী সঙ্গে নাচ তাঁথেয়া তাঁথেয়া ॥  
 বইস ভোলা গাজন তলায় গাঞ্জায় দিয়া দম্।  
 ডম্বরুতে ডিম্ ডিমা ডিম্ গালে ববম্ বম্ ॥  
 জটায় করে লটপট গঙ্গার কলকল।  
 গলায় ফণীর ফুঁসফুসানি শিঙ্গায় হরিবল ॥  
 নৃত্য কর ভোলানাথ জগত ভোলাইয়া।  
 বিল্বপত্র ধূতরা দিব চরণে ছিটাইয়া ॥

(২)

ও শিব ভাঙেরা গাঞ্জল ;  
 থুইয়া কক্ষি কাঢ়ে লওরে  
 জোয়াল লাঙল ॥  
 ঘরে গৌরী ঠাকুরাণী, লজ্জা করবে নিবারণী গো  
 তোমার কি শিব, লেংটা ঠাকুর, নাই কোনো আকল ॥  
 মা জাহবী আছেন বইয়া ঘুরণী চরকা হাতে লইয়া গো,  
 ত্বরা করি কাপাস আন, নহিলে কোন্দল ॥

(৩)

ও শিব ভাঙের ভিখারি  
 ঘরে উগাড় শূন্য দেখি, উপায় কি করি ॥  
 ভাঙ ধূতরা খাওরে শিব, চাষে নাইরে মন,  
 কার্তিক গণেশ পেটের খিদায় করিছে ক্রন্দন ॥ (হায়! হায়! )  
 ভাঙের বুলি থুইয়া শিব, ভিক্ষার বুলি লঙ  
 দ্বারে দ্বারে অন্ন মাগি, ঘরে আইন্যা থুও ॥ (ও শিব)  
 হাড়ির মধ্যে ফুটে জল, চাউলের দেখা নাই  
 এমন ভাতার দিল বাপে পেটের জ্বালায় মারি ॥

(৪)

বৈনারী, দেখ গো আসিয়া,  
 বাইর বাড়িতে জামাই শিব আছেন দাঁড়াইয়া ॥  
 তাক ডুমাডুম তাক ডুমাডুম বাজে বিয়ার ঢেল।  
 শিব ঠাকুরের মাথায় টোপর, কানে ধূতরার ফুল।  
 ভৃত পেরেত আর পিশাচ আইছে বরবাত্তী হইয়া।  
 ভশ্মাখা জামাই নাচেন ধমকিয়া ধমকিয়া ॥  
 নাচের তালে খইস্যা পড়ে কটির বাঘছাল।  
 ভাঙ্গতুরা খাইয়া শিবের চক্ষদুটি লাল ॥  
 গৌরীর মায়ে ছুইট্যা আইল জামাই দেখিবারে  
 এমন জামাই দেইখ্যা সবে মুখ লুকাইল ঘরে ॥  
 ছঃ ছঃ ছঃ নিলজ জামাই, দেও গো খেদাইয়া।  
 পাগলা জামাইর কাছে গৌরীর না দিব গো বিয়া ॥

(৫)

(ঢাকির গানের সুর)

গৌরী কহে, শুন প্ৰভু আমার দুঃখের বিবরণ।  
 নাই যে আমার হাতে শঙ্খ ভাল মোৰ মৱণ ॥  
 এমন জামাই দিলে বিয়া শঙ্খ দিবাৰ মুৰোদ নাই।  
 যদি তুমি না দেও শঙ্খ বাপেৰ বাড়ি যাই ॥  
 শিব বলে, শুন গৌরী, শঙ্খেৰ কিবা প্ৰয়োজন।  
 বুড়া হইছি কইতে নাৰি কখন হয় মৱণ ॥  
 যাও গো তুমি বাপেৰ বাড়ি যথায় কুচনীনগৱ।  
 সেইখনেতে যাইয়া শঙ্খ পৰ নিৱস্তুৱ ॥  
 নারদ বলে, মামা তুমি আমার কথা শোন।  
 যৌবনকালে স্ত্ৰীলোকেৰে নাইওৱ পাঠাও কেন?  
 পাঠাও না বাপেৰ বাড়ি বুড়াকালে পাইবে দুখ।  
 বুড়াকালে স্ত্ৰী হারাইলে জলে ভাসবে বুক।

## চড়কের গান (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

(৬)

আইল চৈত, আইল চৈত, বিষ্ণু পরব দিন।  
 আউলা বাউলা বাতাস বহে শিমুল উড়ীন ॥  
 গাজনেরই বাজনা শুনি, শিবরে বলে নারদমুনি গো,  
 ও মামা, গাজন তলায় যাইয়া নাচ তা ধিন্ তা ধিন্ ॥  
 শিবের মনে বড় রঙ্গ।

গৌরীরে ডাকিয়া কহে, চল আমার সঙ্গ।  
 হরগৌরী নৃত্য করেন দোলাইয়া অঙ্গ ॥  
 আইল আইল আইল শিব গাজন তলায়।  
 রঙ্গ ভঙ্গে নাচে শিব কোমর ঢোলায়।  
 চণ্ডী আইল সিঙ্গে চড়ি, ভৃত প্রেত সাথে  
 শিবে বেড়ি নৃত্য করে গাজন সভাতে ॥

(৭)

ও চড়ক, নয়ন মেইল্যা চাও  
 পান দিলাম গুয়া দিলাম, গাল ভইয়া খাও ॥  
 উঠ চড়ক নিজগুণে আইস্যা বইস পাটে।  
 দুধ দিলাম, ধান দিলাম পুঁকরণীর ঘাটে ॥  
 চক্রাকারে ঘুর চড়ক বন্ বন্ বন্ করি।  
 বন্ধ্যা নারী পুত্র পাবে, না হইবে রাড়ি ॥  
 মৃত্যুশয্যায় আছেন বুগী, আরোগ্য হইবে।  
 ঝম ঝমাঝম বৃষ্টি পইড়া ক্ষেত ভাইস্যা যাবে ॥  
 ফল ফসলে ঘর ভরিবে না হৈবে আকাল।  
 চড়ক রাজার বরে মোদের সুখের কপাল ॥

(৮)

কেমন জামাই করতে আইলা বিয়া গো সজনী।  
 কেমন জামাই করতে আইলা বিয়া ॥  
 জামাইর অঙ্গে ছালি, বন্ধু যায় গো খুলি  
 জামাই নাচেন গাঞ্জার কঙ্কি লইয়া গো সজনী ॥

জামাই বড় উচাটন, গরু চইড়া আগমন  
ভূত আর পেরেত বরযাত্রী লইয়া।  
জামাই দেইখ্য গৌরীর মায় উল্টা পাকে ঘরে যায়  
জামাই খুশি শাশুড়ি দেখিয়া ॥  
এমন জামাই আইল ঘরে, ভাঙা ধুতুরা নেশা করে  
ছিঃ ছিঃ মরি জামাইকে হেরিয়া।  
জামাই তুমি বস্ত্র পর, ভাঙ ধুতুরার নেশা ছাড়  
তবে গৌরী দিব তোমায় বিয়া ॥

## রামকৃষ্ণসঙ্গীত

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

গীতিআলেখ্য ‘স্বাকার রামকৃষ্ণ’

(১)

এ সংসার নয়রে অসার, এ সংসার তাঁরই সৃজন।  
তাঁরই ইচ্ছাতে, সংসার পথে, জড়ায়ে আছে মায়া-বাঁধন ॥  
কর সংসারধর্ম করি নিষ্কাম কর্ম,  
অঙ্গাধারণ করি শ্যামানামের বর্ম  
বন্ধন মুক্তি মাঝে সংসারের মর্ম,  
করে দেখ মন অর্থেষণ ॥  
চিদানন্দ রস, বিষয় রস সাথে  
নীরে-ক্ষীরে যেন আছে এক সাথে  
রাজহংস সময় ক্ষীরে লও হাতে  
কর নিত্য নীরে বিসর্জন।  
সর্ব কর্ম মাঝে ঈশ্বর চিন্তন  
সাধু সঙ্গে হয় ঈশ্বর উদ্দীপন  
ভোগাসন্ত্বিষ্ট করহ খণ্ডন  
কর্মফল কর সমর্পণ ॥

(২)

ভক্তিপথে চল রে মন, পাবে যদি দরশন।  
পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি রাগাভক্তি অনুক্ষণ ॥

আমার গানের মালা

ভজন পূজন নাম সংকীর্তন  
 সদা কর তার শ্রবণ মনন  
 নিত্য কর তাঁর বিগ্রহ দর্শন  
 তবেই ভক্তির উদ্দীপন ॥  
 অহেতুকী ভক্তি সর্বপথ সার  
 ভোলায় আপনা, ভোলায় সংসার,  
 শুধু চিন্ত হয় প্রেমের আধার  
 মন হয় ভাব বৃন্দাবন।  
 ভক্তজনে পানে জীবরূপ শিবে  
 চঙ্গালে ব্রাহ্মণে মিলাবে মিলিবে  
 জাতি বর্ণভেদ দূর কর সবে  
 প্রাণে প্রাণে হোক মহামিলন।

## শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বিষয়ক সংঙ্গীত (আকাশবাণীতে প্রচারিত) গীতি আলেখ্যঃ ‘স্বাকার রামকৃষ্ণ’

(৩)

জ্ঞান বিচারে কিবা ফল।  
 বিবেক বৈরাগ্য বিনে যুক্তিতর্ক সব বিফল ॥  
 পন্ডিত শাস্ত্রাবৎ হয়ে কিবা ফল  
 যদি বিষয় মধু লুধ অলি দল,  
 অহংরসে মজে অবিরল,  
 মিছে সাংখ্য পাতঙ্গল ॥  
 যত কর যুক্তি, মিলে নাকো মুক্তি  
 শুধু নেতি নেতি নাই অনুরাঙ্গি  
 জ্ঞান-বিজ্ঞানে মিছে তেজশক্তি  
 ন্যায় দর্শন জলাঞ্জল।  
 শরণ মনন শুধু ভক্তি বিনা  
 নিত্য শাস্ত্রপাঠে যায় না কো জানা,  
 গ্রন্থ-গ্রন্থ যত ছিন্ন কর মন  
 ফোটাও ভক্তি শত দল ॥

(8)

দুই আৱি তোৱ সদাই সাথে, কামিনী আৱি কাঞ্চন।  
 সুখ স্বপ্নে তোৱে রেখেছে বিভোৱ, কামেৰ স্বর্গে প্ৰেৱণ ॥  
 কামিনী কাঞ্চন বন্ধন কাৱণ, স্বৰ্ণমৃগ তৱে কৱি বিচৱণ,  
 মোহ আবৱণ ছিন্ন কৱি মন (পাবে) চিদানন্দৰূপ পৱন ধন ॥  
 টাকা আৱি মাটি কৱি তুল্যজ্ঞান, কামিনীৱে হেৱ জননী সমান,  
 বিষয়বিষ কৱো নাকো পান কাট-কামজ বন্ধন ॥  
 ব্ৰহ্মানন্দ সুধা নিত্য কৱি পান, নিষ্কাম সলিলে নিত্য কৱি স্নান,  
 অন্তৱে বহুক প্ৰেমভঙ্গি বান, তবেই মিলে দৱশন ॥

(9)

মন ভেদ কেন অকাৱণে ।  
 সকল ধৰ্ম অন্তে, খুঁজলে পাবে জানতে  
     একই নিত্য নিৱঞ্জন ॥  
 হিন্দু বলে ‘জল’ মুসলমান ‘পানি’  
 খিস্টান বলে ‘অটৱ’ একই জল জানি ।  
 আঙ্গা হৱি গড় সব পথে মিলে  
     অনন্ত ভগবানে ॥  
 ‘যত মত তত পথ’, আছে ওৱে মন,  
 তবে কেন মিছে ধৰ্মপথে রণ ;  
 শ্ৰীরামকৃষ্ণে লইয়া শৱণ  
     যুচাও ভেদ বন্ধন ॥

## শ্ৰী অৱিন্দ ও শ্ৰীমা সঙ্গীত

(1)

তোমাৰ ইচ্ছা হোক হে পূৰ্ণ  
     জগত জীৱন মাবো,  
 তোমাৰ শান্তি পড়ুক ঘৱে  
     মোদেৱ সকল কাজে ॥  
 শিখা যেমন নিৰ্বাক জুলে  
     সৌৱভ উঠে অচঞ্চলে

তেন্ত্রি আমার ভালোবাসা  
 তোমার পানে ধায় যে ॥  
 কর গো মোরে শিশুর মত  
 তর্ক ভাবনাহীন,  
 তুমি হবে মোর চিরনির্ভর  
 তোমাতে আমি হবো বিলীন।  
 শক্তি তটিনী চলিছে বহিয়া  
 অপার সাগর পানে,  
 তেমনি আমি সঁপেছি নিজেরে  
 তোমার শান্তি অন্তরে ॥

(২)

পথের দিশা দেয় ভাগবত চেতনা  
 দিব্য চেতনা হয় জীবন সহায়িকা  
 শুধু আনন্দে বিচরণা ॥  
 অতিমানস শুধু জ্যোতি  
 সেবার তরে মোদের স্থিতি  
 শ্রী অরবিন্দ চিরসাথী  
 পাবি যে অপার করুণা ॥  
 অঁধারে হয়ো নাকো দিশাহারা  
 অবিচল বিশ্বাস করো ধ্রুবতারা,  
 আলোর শিখা হাতে, শ্রীঅরবিন্দ সাথে  
 দিব্য করুণা তার লব তুলি মাথে  
 বিপদে সংকটে শ্রীমা আশিস হাতে  
 ঘোচাতে সকল যাতনা ॥

(৩)

জাগো গো, জাগো শ্রীমা জননী  
 চেতন্যস্বরূপা, জ্ঞানদায়িকা, মহাশক্তিধারিণী ॥  
 সমর্পিতা যোগমাতা মুরতি প্রেম ও নির্মলতা,  
 শ্রী অরবিন্দের শক্তিরূপা, আর্ত মানসরূপিণী ॥

প্রাচ প্রতীচে প্রেমের বাঁধনে  
বাঁধিলে মা তুমি নিত্য সাধনে  
দিলে গো শিক্ষা নতুন দীক্ষা

জড়কে নিতে মা চেতনে ॥

অরোভিলে তুমি করিলে সৃজন  
বিশ্বমানবের মহান মিলন  
শান্তি মৈত্রী ঐক্য সাধন  
ভারত কল্যাণকারিণী ॥

## রামঠাকুর বন্দনা গীতি

(১)

শোন্রে ও ভাই, শোন্রে সবাই  
রামঠাকুরের লীলাগান,  
এমন সহজ সরল গুরু বিরল  
নিত্য সত্য ভগবান ॥

কৈবল্যনাথ অবতারে দেহেরই ধারণ,  
হৰে কৃষ্ণ নাম মন্ত্রে ভক্ত উদ্ধারণ  
জাতিবর্গের নাই ভেদাভেদ  
সনে সমজ্ঞান ॥

চোখ জুড়ানো মন ভোলানো মধুর মুরতি  
সরল বচন, সরল কথন, সর্বজনে প্রীতি।  
নবরূপী নারায়ণ তোমারে প্রণতি  
তব পদে নিত্য মম হোক চিন্তরতি  
নাম স্মরণে মোক্ষলাভ  
নামে গঙ্গা স্নান ॥

(২)

মহাবিশ্বে সূর্য চন্দ্ৰ গিরি গম্ভীৰ করছে ধ্যান।  
ভোরের পাখি, গাইছে ডাকি রামঠাকুরের জয়গান ॥

নদনদী কলতানে মুখরিত তাঁরই গানে  
বৰ্ণাধারা আঘাতারা, তাঁরই করুণার দান ॥

ফুলদলে আঁখিমেলে ধন্য হতে চরণতলে  
 বনবীথি গাইছে গীতি শ্রীরাম গুৱু গৱীয়ান ॥  
 গ্রহ তারার আলোকধারায় ঠাকুরেরই নিত্যস্থান,  
 বিশ্বভূবন আনন্দ মগন, হরেকৃষ্ণ নামের বান ॥

(৩)

গোলোক হইতে কৈবল্য নাথ এলেন বুঝি ধরাধাম,  
 নব অরুণ-কিরণে ভাসিল ডিঙামানিক প্রাম ॥  
 শুক্লাপক্ষে তথি দশমী আলো পুলকিত ধরণী  
 গুৱুর দিবসে আবির্ভূত নক্ষত্র যে রোহিণী,  
 দুর্লোক ত্যজিয়া ভূলোকে এলেন শ্রীহরি পতিতপাবন,  
 নব অবতার শ্রীরামঠাকুর কলির কল্যাণাশন  
 মধুর কঢ়ে মুক্তিমন্ত্র হরে কৃষ্ণ নাম ॥ (হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি)  
 করুণাঘন সরলপ্রাণ মুরাতি নিরঙ্গন  
 উচ্চনীচে চণ্ডাল দ্বিজে ‘আপনি’ সম্বোধন  
 সরল বচন অমৃত কথন শ্রবণে মধুময়  
 মোহদূরিত, প্রেমপূরিত ভক্তভাবিত হৃদয়  
 মধুর কঢ়ে মুক্তিমন্ত্র হরে কৃষ্ণ নাম ॥ (হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি)

(৪)

নয়নাভিরাম ঠাকুর শ্রীরাম  
 ভক্ত হৃদয়বিহারী ।  
 ভব ভয় খণ্ডন, সত্য নারায়ণ  
 অবতার নবরূপ ধারী ॥  
 ক্ষীণকায় তাপস, শুভ্রকটিবাস  
 কোটি শশী থির বিজুরী ।  
 সৎ চিদানন্দ দেব রামচন্দ্র  
 অপরূপ বুপ মনোহারী ॥  
 বাঞ্ছ কল্পতরু পরব্রহ্ম সদগুরু  
 জগজন মঙ্গলকারী  
 করুণার সিদ্ধু দীনজন বন্ধু  
 নিত্যশুধ্র ব্ৰহ্মাচারী ॥

কৈবল্যপতি সর্বসিদ্ধ যতি  
প্রসন্নপ্রশান্ত অধিকারী ।  
হরে কৃষ্ণ নাম, জপত অবিরাম  
পাপীতাপী যত উদ্ধারি ॥

(৫)

জগৎগুরু শ্রীরাম ঠাকুর জীবন সহায় ।  
মাগি শরণ, জীবন মরণ সঁপিব রাঙ্গা পায় ॥  
(ঠাকুর) দয়ার মুরতি, অগতির গতি  
পাপী তাপী উদ্ধারিতে, ব্যাকুল অতি  
ভস্তরে অশ্রুবারে প্রেম সাগরে ভেসে যায় ॥  
(ঠাকুর) সহজ সরল প্রাণ, নাই পুথিগত জ্ঞান  
(আবার) সর্বশাস্ত্র অধিগত নিত্যশুধ্র জ্ঞান ।  
বেদ বেদান্ত পায় না অস্ত, মহাভাব কে জানতে পায় ॥  
(ঠাকুর) মানবের প্রেমে, এলেন ধূলিতে নেমে  
আচ্ছালে কোল দিলেন কর্মে ধরমে,  
হিন্দু মুসলিম সকল ধর্ম এক যে তাহার ভাবনায় ॥  
(ঠাকুর) সত্যনারায়ণ, করেন বন্ধন মোচন  
ত্রিতাপ জ্বালায় শান্তিবারি করেন সিঙ্গন,  
তাঁর রাতুল চরণ পরমধন, নিতে শরণ আয়রে আয় ॥

## রামঠাকুর বন্দনা গীতি (শ্রীরামঠাকুর জয়ষ্ঠক)

জয় মহাসাধক	ভক্তপালন
জয় জয় শ্রীরাম	ঠাকুর ।
নিত্য নিরঙ্গন	চিন্ত বিমোহন
বচন সুধা	সুমধুর ॥ ১ ॥
রিপুদলসূদন	কোটি নর বন্দন
জয় জয় ঠাকুর	শ্রীরাম ।
জয় নব অবতার	কলি জীব উদ্ধার
বিজিত লোভ	মোহকাম ॥ ২ ॥

জয় আদি অন্ত প্রুষ মহান্ত  
 জয় দেব শ্রীরামচন্দ্র,  
 জয় বেদ মুরতি মূর্তি ভকতি  
 জয় জয় সচিদানন্দ ॥ ৩ ॥

(জয়) সদ্গুরু ইশ্বর ভব-জন-ভয়-হর  
 জয় জয় কৈবল্যপতি,  
 জয় করুণাঘন দুঃখ বিমোচন  
 পতিত জন চিরগতি ॥ ৪ ॥

(জয়) মোক্ষদায়ক মুক্তিকারক  
 জয় জয় শ্রীরামঠাকুর,  
 (জয়) চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানাঙ্গনরূপ  
 জয় নাশন তমসা ঘোর ॥ ৫ ॥

(জয়) শোকতাপ হরণ বিঘ্নবিনাশন  
 জয় জয় ঠাকুর শ্রীরাম,  
 (জয়) নির্মল কাস্তি আননে প্রশাস্তি  
 জয় বিগ্রহ জীবন্ত নাম ॥ ৬ ॥

(জয়) ধর্ম সংস্থাপন অধর্ম নাশন  
 জয় দেব শ্রীরামচন্দ্র।

(জর্য) প্রেম ভাবাবিষ্ট সত্যনিষ্ঠ  
 কলিযুগে জয় শ্রী গোবিন্দ ॥ ৭ ॥

(জয়) সত্য নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন  
 জয় জয় কৈবল্যপতি।

(জয়) সিদ্ধিদায়ক ঋদ্ধিকারক  
 মাণি পদে শরণাগতি ॥ ৮ ॥

## প্রার্থনা গীতি

আমার জীবন গানে।  
 সুরের রাজা সুর করে দাও, জীবনবীণার প্রাণে ॥  
 এই সকাল বেলার আলোর মেলায়  
 ঘন সাগরের বেলায় বেলায়  
 তোমার হাসি ঝরুক সাথে আমার গানের তানে ॥

জীবনবীগা উঠুক বাজি মধুর শাস্ত সুরে,  
 গানের শিখা জ্বালাও আজি আমার জীবন ভরে।  
 বাতাসে মোর সুরের রেখা  
 পায় যেন গো তোমার দেখা  
 আমার সুর চলুক উড়ে  
 তোমার সুরের পানে ॥

আমার ফুলগুলি সব তোমার তরে।  
 তোমার সুধারসে মোরে দিয়ো গো ভরে ॥  
 বসন্তবায় লিখে গেল তোমার লেখা,  
 ফুলে ফুলে তাই তো পেলাম তোমার দেখা,  
 ফুলগুলি তাই ডেকে ডেকে তোমায় আরে ॥  
 মন শতদল জেগে উঠুক তোমার পরশে  
 আঁধার পাক্ আলোর দেখা তোমার হরষে।  
 হিয়ায় হিয়ায় ছুটুক আজি তোমার বায়ু  
 আমার ফুলের দাও করে দাও অমল আয়ু  
 পাঠাব সে ফুল চয়ন করে তোমার করে ॥

তুমি ডেকেছো মোরে হে অজানা কবি  
 তারই আভাস দিয়েছে মোরে অস্তাচলের রবি ॥  
 অস্তারুণের রস্তরাগে রজনীগন্ধা উঠল জেগে,  
 সৌরভে তার ভাসিয়ে আনে, তোমার গন্ধ সাধ ॥  
 সম্প্র্যাকাশের তারা আজি তোমার সুরে ডেকে,  
 আমন্ত্রণের লিপি-পাঠায় কোন সুদূরের থেকে।  
 দখিন বায়ুর আমন্ত্রণে তোমার কথা কয় যে কানে,  
 আঁধার আলোর মিলনে আজ ভাসে তোমার ছবি ॥

## ইন্দুজ্জহার গান (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

(১)

### জারিগানের সুরে

সভা কইয়া বইস ভাই আর যত বন্ধুগণ।  
 ইন্দুজ্জহার পুণ্যকথা করহ শ্রবণ ॥  
 আঙ্গুল নামে জয়ধনি তুলহ সকলে।  
 ইদুল আজহারের নমাজ পড়হ সকলে ॥  
 পরমেশ্বর রসুল আঙ্গুহ খোবো দান কর।  
 নমাজ সেরে বাড়ি ফিরে কোরবাণিটি কর ॥  
 সালাম করি মোহস্মাদ নবী হজরত।  
 সালাম করি ইব্রাহিমে কোটি শতে শত ॥  
 তাইরিয়া নাইরিয়া-নারে নারে নারে-এ  
 এ-এ শোনো, শোনো গো শোনো  
 শোনো সবে ইদের পুণ্যকথা ॥  
 কোরবাণীর ইদের কথা অতি চমৎকার  
 ত্যাগের বাণী শিখায় সবে, ইদুল আজহার বে .....  
 এ-এ-শোনো-শোনো গো শোনো  
 শোনো সবে ইদের পুণ্য কথা ॥

(২)

ইজরত ইব্রাহিম গো  
 সালাম জানাই ইদের পুণ্যপাতে।  
 দোয়া কর দোয়া কর,  
 আশিস দাও গো মাথে ॥  
 তোমার তরে মোদের ঘরে  
 ইদের উৎসব  
 জমজমেরই পুণ্যপাণি  
 তোমারই গৌরব।  
 কাবা শরীফ গড়লে তুমি, পুত্র নিয়ে সাথে ॥

রসুল্লালার তুমি নবী পৰম আশ্ৰয়  
মক্কাশৱীফ তোমাৰ তরে মহাতীৰ্থ হয়  
ৱশ্বা কৱো তুমি মোদেৱ দিন কেয়ামতে ॥

(৩)

তোৱা দেখে যা দেব শিশু মা হাজেৱাৰ কোলে ।  
আকাশেৱ চাঁদ গগনতলে নেমে এল ভুলে ॥  
ধন্য পিতা ইৱাহিম ধন্য মা হাজেৱা ।  
আল্লাহৰ ইচ্ছায় পেলে পুত্ৰ ভুবনেৱই সেৱা,  
(দেখ) ইসমাইলেৱ মুখে হাসি আধো আধো বোলে ॥  
দিনে দিনে বাড়ে শিশু শশীকলা যেন  
বড় মাতা বিবিসাৱা হিংসায় জলে কেন ।  
ঝঁজুলা মেষে চাঁদ ঢেকে যায় আকাশেৱ কোলে ॥

### ইদুজ্জোহার গান (আকাশবাণীতে প্ৰচাৱিত)

আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে কান্দে তৱুলতা ।  
মা হাজেৱা পুত্ৰ সহ হলেন নিৰ্বাসিতা ॥  
শিশুকোড়ে মা হাজেৱা কান্দেন চিৎকাৱে ।  
হে ইৱাহিম রাখলে আমায় ভানহীন আস্তৱে ॥  
খাদ্য নাই, পানি নাই শুক্ষ মৰুভূমি ।  
কি কৱে বাঁচাৰ পুত্ৰ, বলে দাও গো স্বামী ॥  
ইৱাহিম কহেন, এ যে আল্লাহৰই আদেশ  
খোদাৰ আদেশ শিৱে ধৰ, যাবে দুঃখ ক্ৰেশ ॥  
মা হাজেৱা অস্তৱেতে পেলেন যে সাস্তনা ।  
আল্লাহৰ আদেশ যখন, কিসেৱ ভাবনা ॥

(৫)

খোদা বলেন, ইৱাহিম বলিদান কৱ ।  
সপ্তৰ্বষ শিশু ইসমাইল, জৰাই তাৱে কৱ ॥  
ইজৱত ইৱাহিম স্থিৱ অচৰ্জল  
খোদাৰ আদেশ এ জীবনে হবে না বিফল ॥

তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক, হে খোদা তালা,  
 কোরবানি করিব পুত্র, তব ইচ্ছায় আল্লা ॥  
 হাসি মুখে চলে ইসমাইল জীবন বলি দিতে।  
 সাত বছরের শিশু ইসমাইল ভয় নাই যে চিতে ॥  
 কী পরীক্ষা করছেন আল্লা, (তাঁর) লীলা বোঝা দায়  
 পিতার হাতে পুত্রের জবাই, আজি হবে ভাই ॥

(৬)

ইসমাইল কহে, ওগো পিতা, না কর ক্রন্দন।  
 আমার চার হস্তপদ কর গো বন্ধন ॥  
 অধোমুখে রাখি মোরে কর গো ছেদন।  
 মোর মুখ বলি কালে না কর দর্শন ॥  
 মোর মুখে চোখ পড়লে কাঁদবে তোমার মন।  
 বিঘ্ন তবে ঘটবে আল্লার আদেশ পালন ॥  
 কোরবানি করে মোরে ঘরে ফিরে যাও।  
 শোণিত মাথা মোর বস্ত্র মাতার হাতে দাও ॥  
 কোরবানি করতে পিতা হলেন উদ্যত।  
 আল্লাহ দেখা দিয়ে বলেন, বৎস হও ক্ষান্ত ॥  
 উত্তীর্ণ হলে তুমি, কঠিন পরীক্ষায়।  
 ত্যাগের মন্ত্র শিখুক সবে ইদুজ্জাহায় ॥

## দেশান্তর্বোধক গান (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

প্রজাতন্ত্রের জয়  
 গণতন্ত্রের জয়  
 জয় ভারতের জয় ॥  
 হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান  
 পারসি শিখ খ্রিস্টান  
 শতকোটি কঠে গাই  
 প্রজাতন্ত্রের জয় ॥

কিষাণ মজুর তাঁতি ভাই  
 ধনী গরিব এসো সবাই  
 প্রাণে প্রাণে মিলি গাই  
 প্রজাতন্ত্রের জয় ।  
 কার্গিলেতে নওজোয়ান  
 দৃঢ়পদে আগুয়ান  
 কঠে কঠে শোন গান  
 প্রজাতন্ত্রের জয় ॥

(কার্গিল যুদ্ধের সময় রচিত)

এলো রে আহ্নান  
 এলো রে আহ্নান  
 কারগিলের আহ্নান ॥  
 চলে বীর জওয়ান  
 নিভীক আগুয়ান  
 কঠে কঠে ধ্বনিছে রে ঐ মৃত্যুজয়ের গান ॥  
 দুশ্মন ওই জঙ্গী যত আগ্রাসী পাক সেনা,  
 সোনার ভারতে শয়তানেরা দিছে যে ওই হানা,  
 ‘খতম কর’ ‘খতম কর’-‘গর্জে উঠে হিন্দুস্থান ॥  
 জ্ঞানের চেয়ে মান যে বড়, মাতৃভূমির মান,  
 ভারত সেনানী, মাঝে বাণী, জীবন বলিদান।  
 চক্ষে জলে দ্বাদশ সূর্য, বক্ষে বহিশিখ  
 নব ইতিহাস রচিবে যে ওরা ললাটে রক্তলিখা  
 ভারত মাতা কী জয়, ভারত মাতা কী জয়  
 গর্জে নও জোয়ান ॥

হাসিমুখে মরণ করিলে বরণ কারগিল প্রান্তরে  
 ভারতবাসী আঁখিজলে ভাসি, প্রণতি জানায তোমারে ॥  
 চঙ্গল তব রক্তবিন্দু দেশ জননীর আহান,  
 আপনার প্রাণ, দিলে বলিদান, চোখে মুখে হাসি ঝরে ॥

ভারতভূমি করিলে পুণ্য, দেহের রস্ত শ্রাতে,  
করে তর্পণ, আজি জনগণ রস্তের ঝণ শোধিতে।  
তোমার অমর প্রাণ, শত কোটি হৃদয় মাঝারে, বইবে দীপ্যমান,  
তোমার জয়ের বৈজয়স্তী, ওড়াব তোমায় স্মরে ॥

### দেশাঞ্চলবোধক গান

(চীনের ভারত আক্রমণের সময় রচিত ও গীত)

এলো রে আহুন,  
এলো রে আহুন,  
এলো রে আহুন ॥

চলৱে নিভীক,  
চলৱে সৈনিক  
কঠে কঠে ধনিছে রে ওই  
মৃত্যুজয়ের গান ॥

পুকোগে আজ ঘনায় লোভীর  
উদ্ধত অন্যায়  
মৃত্যু-আঘাতে চূর্ণিয়া দেবে  
লোভীদের পায়ে পায় ;

শঙ্কবিহীন দীপ্তি চিত্তে  
গর্জি উঠৱে রুদ্র নৃত্যে  
তাঙ্গবেরই ছন্দে ছন্দে  
ছুটুক রস্তবান ॥

নেত্রে কি তোর সূর্য তারা জ্বলবে না—  
জানি জ্বলবে—  
কঠে কি তোর তৃর্য বেজে উঠবে না—  
জানি উঠবে—

তুই যে ঝঞ্চা তুই যে কাল বোশেখী  
মৃত্যু সাথে আলিঙ্গিয়া বাঁধ রাখী  
মুমুক্ষু আর জীৰ্ণ জৰায়  
করবে মুক্তিদান ॥

আমার সোনার ভারত, আমার সাধের ভারত  
 তোমায় নমি আমার জন্মভূমি গো ॥  
 শিরে শোভে তৃষ্ণার মুকুট পায়ে জলতরঙ্গ  
 সবুজ আঁচল শোভে দেহে বুপে ভরা অঙ্গ  
 (ওগো) মা তোর গরবে, আমি গরবিনী  
 (আমার) মনমোহিনী দেশজননী তুমি গো ॥  
 নানা ভাষা নানা ধর্মের গেঁথেছে যে মালা,  
 মিলন হোমের শিখায় তোমারই সন্তান  
 (ওগো) হিন্দু মুসলমান মাগো তোমারই সন্তান  
 এক সুরেতে গাই জয় গাথা গো ॥  
 কেন মা তোর বিষণ্ণ মৃখ (যেন) মেঘে ঢাকা তারা  
 সুহাসিনী বৃপটি তোমার, গড়ের আবার মোরা  
 (ওগো) আমরা তোমার সন্তান, করবো আত্মবলিদান  
 তোর চরণে সঁপে দিলাম প্রাণ গো ॥

## দেশ গান

করি দেশজননীর গান  
 ভারতমাতার গান—  
 ও আমার দেশজননী ভারতভূমি স্বর্গ সমান ॥  
 বহুযুগের পুণ্যফলে, জন্ম আমার মায়ের কোলে  
 (মা যে) করছে লালন. দেহে পালন করতই আদর দান ॥  
 ও যে নয়কো মাটি সোনা খাঁটি  
 ও আমার ভারতভূমির মাটি  
 শ্যামল সবুজ বুপের বাহার  
 (ও আমার) মনটা নিল কাড়ি,  
 এক মায়ে যে দিল স্তন্য  
 আর এক মায়ে দিল অম,  
 দুই মায়েরই ঝণ শোধিতে  
 করবো আত্মদান ॥

(আকাশবাণী আগরতলায় প্রচারিত গীতি আলেখ্য  
 ‘তোমায় নমি জন্মভূমি’ তে প্রচারিত)

(১)

(দূরদর্শনেও সম্প্রচারিত)

জননী আমার জন্মভূমি আমার সন্তা গরিমা।  
 রাগে অনুরাগে আদরে সোহাগে, গড়েছি তোমার প্রতিমা ॥  
 কে বলে তোমায় মৃষ্টিকাময়ী, চিন্ময়ী তুমি দেশমাতা,  
 কোটি মানুষের হৃদয়ে তোমার স্বর্ণ আসন পাতা।  
 এক তারাতে সূর যে বেঁধেছি, জয়গাথা গাবো মনোরমা ॥  
 দেহের প্রতিটি রস্তকগায় পাই যে তোমার স্পন্দন,  
 তোমার নাড়ীতে আমার নাড়ীতে চিরজননের বন্ধন।  
 প্রথম প্রভাত এসেছে জীবনে, শুয়ে ওমা তোর স্নেহকোলে  
 শেষ লগনে বিদায়ের ক্ষণে, স্থান লব মা তোর আঁচলে,  
 এ জীবন মন করিলাম পণ, দেশজননী শ্যামলিমা ॥

(২)

(আকাশবাণী ও দূরদর্শনে প্রচারিত)

আহুন—

এসেছে আহুন, এসেছে আহুন—  
 কঢ়ে কঢ়ে ধ্বনিত রে শেকলভাঙ্গার গান ॥  
 পরাধীনতার লজ্জাভাবে হিমালয় হল নত,  
 গঙ্গা সিঞ্চু ভারত সাগর, ক্রোধে ফুলে অবিরত  
 ভাঙ্গে ভাঙ, ভাঙ্গে ভাঙ।  
 লৌহকারা যত, আনরে ঝাঁঝা বান ॥  
 ভারতজননী অশুমলিন দীনহীন মলিন  
 ওরে সন্তান শোধ দেবে আজ। তোদের মাতৃঝগ,  
 ছিঁড়ে ফেল বাঁধন যত (দে) সাগরে পাহাড়ে টান ॥  
 মাটৈঃ মন্ত্রে সিংহনাদে কাঁপাবে ধরণীতল  
 নতুন প্রভাত আনরে জিনে বীর সন্তানদল  
 দেশ জননীর অশ্রুমোছাতে করবে আত্মান ॥

(৩)

## (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

অমর জ্যোতির দীপ্তি শিখায়, তুমি যে জ্যোতির্ময় ।

মৃত্যুরে পদতলে দলি তুমি হয়েছ মৃত্যুঞ্জয়,

ওহে জ্যোতির্ময় ॥

মায়ের হাতের শৃঙ্গল করেছিল তোমা চঙ্গল

আঁধির কোণে অশনি বলক বক্ষে অমিত বল

লৌহকপাট, ফাসির মঝ, হেলায় করিলে জয় ।

ওহে জ্যোতির্ময় ॥

ঈশানে বিষাণ বাজিয়েছ ওগো সূর্য

প্রাণে প্রাণে ঝড়ের মাতন, কঢ়ে কঢ়ে তৃৰ্য ;

স্বাধীনতার কেতন উড়ে নীল আকাশের গায

প্রতিক্ষণে আন্দোলনে, তোমারে স্মরিয়া যায়

হৃদয় বেদিতে তোমার মুরতি হোক অমর অক্ষয়,

ওহে জ্যোতির্ময় ॥

## (আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

[ নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্মরণে ]

আমায় রক্ত দাও—

আমায় রক্ত দাও—

দেবই দেব তোমায় স্বাধীনতা—

স্বাধীনতা-স্বাধীনতা স্বাধীনতা ।

ভারতসূর্য বাজালে তৃৰ্য কোটিমানুষের নেতা,

জয়তু নেতাজী, জয়তু নেতাজী, জয়তু নেতাজী ॥

চলো দিল্লী—

দিল্লী চলো-দিল্লী চলো-দিল্লী চলো—

কদম কদম বাড়ায়ে

পাহাড় সাগর পারায়ে

আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিলে স্বাধীনতার বারতা—

ভারতসূর্য বাজালে তৃৰ্য কোটি মানুষের নেতা,

জয়তু নেতাজী, জয়তু নেতাজী, জয়তু নেতাজী ॥

স্বাধীনতা তোমার অধিকার—  
 স্বাধীনতা আমার অধিকার—  
 স্বাধীনতা তোমার আমার জন্মগত অধিকার।  
 জয়হিন্দ—  
 বলো জয়হিন্দ—জয়হিন্দ—জয়হিন্দ  
 কদম কদম বাঢ়ায়ে—  
 পাহাড় সাগর পারায়ে—  
 বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিলে প্রথম স্বাধীনতা  
 ভারতসূর্য বাজালে তৃর্য কোটি মানুষের নেতা  
 জয়তু নেতাজী-জয়তু নেতাজী-জয়তু নেতাজী ॥

## দেশগান

### (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

ভারতজননী কল্যাণকারিণী ধ্যানের নবীন মুরতি,  
 করি গো ভিক্ষা, দাও গো শিক্ষা মিলন মন্ত্র সংহতি ॥  
 হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রিস্টান একই স্নেহে লালিত  
 এক জমি নদীর, অঞ্জলে যুগ্মযুগ্মত পালিত ;  
 ধর্মভাষার প্রাচীর ভেঙে জাগিব-জাগিব মহাজাতি ;  
 করি গো ভিক্ষা, দাও গো শিক্ষা মিলন মন্ত্র সংহতি ॥  
 হৃদয়ের সাথে হৃদয় মেশাতে প্রহণ করিনু ব্রত,  
 তবেই সিদ্ধি, তোমার ঋধি দৈন্য অপগত।  
 সম্প্রদায় আর বিচ্ছিন্নতা, আমরা করবো চূর্ণ,  
 নতুন ভারত গড়বো মোরা চিন্তিবিন্তে পূর্ণ  
 রাম-রহিম আর আল্লা হরি সকলে করি প্রণতি,  
 করি গো ভিক্ষা, দাও গো শিক্ষা মিলন মন্ত্র সংহতি ॥

### (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

বিদ্রোহ—বিদ্রোহ—বিদ্রোহ  
 সিপাহী সত্তান  
 গায় মৃক্তির গান,  
 পরাধীনতা দুঃসহ ॥

আঠারশো সাতান্ন সাল  
 জেগে ওঠে যেন মহাকাল  
 সবার মরণপণ  
 ইংরেজ বিতাড়ন  
 গর্জে রাইফেল সহ ॥

ব্যারাকপুরে সেনাদলে  
 ক্ষেত্রের আগুন উঠে জলে  
 দাউ দাউ আগুনে,  
 গোরাদল নিধনে  
 শুরু হলো সিপাহী বিদ্রোহ ॥

(তাল ফেরতা) পথের দিশা দিল যে সিপাই, প্রথম আজাদী লড়াই,  
 শহীদ হল মঙ্গল পাঁড়ে, বাঁসির লক্ষ্মীবাটী,  
 বীর তাতিয়া, নানা সাহেব করলো আত্মান—  
 স্বাধীনতার প্রথম শহীদ, লহ গো লহ প্রণাম ॥

আকাশে বাতাসে আসে ভেসে ভেসে দেশজননীর জয় গান।  
 ভোরের পাখি, উঠছে ডাকি, যোগী ঝষি করছে ধ্যান ॥  
 নদনদী কলতানে, মুখরিত দেশগানে ;  
 ঝর্ণাধারা আভ্রাহারা, পেয়ে মায়ের কৃপার দান ॥  
 ফুলদলে আঁখি মেলে ঝরে মায়ের পদতলে  
 বনবীথি গাইছে গীতি দেশমাতা তুমি গরীয়ান।  
 চরণে সিঞ্চ,, শিরেতে ইন্দু, নিত্যভূষণ পরিধান,  
 অযুত কঢ়ে বন্দনা গীতি, ভারততীর্থ পুণ্যস্থান ॥

### দেশগান

মুস্তি চাই মুস্তি চাই—  
 মায়ের হাতের, পায়ের শিকল  
 ছিঁড়ব মোরা—ছিঁড়ব ভাই ॥  
 এ দেখ এ আজ্ঞাতুতি মহোৎসব  
 কানাই, শুদি, মাতজিনীর কলরব  
 আজাদী যজ্ঞে জীবন আহুতি  
 মহাজীবনের ক্ষয় নাই—ওরে ক্ষয় নাই ॥

স্বাধীনতার লজ্জাভাবে হিমালয় হের নত,  
গঙ্গী সিন্ধু নদী সাগর ক্রোধে ফেঁসে অবিরত  
চল্‌রে-চল্‌চল্‌রে চল—

বুকের আগুন জ্বালাই, ওরে জ্বালাই ॥  
লৌহকারা ভাঙবো মোরা এই করেছি পণ  
মাঈড়েং মন্ত্রে গর্জি ওঠি ছিঁড়বো সব বাঁধন ;  
আয়রে আয় আয়রে আয়  
মায়ের মুস্তি চাই-ওরে মুস্তি চাই ॥

ভারতবর্ষ মিলনঅঙ্গন করো সবে উজ্জ্বল ।  
এসো দীপ্ত, সূর্য-চিত্ত যৌবন চঙ্গল ॥  
বেঁচে থেকে মরে থাকা আর নয়,  
জীর্ণকে মারো ঘা দুর্জয়  
গঙ্গা যমুনাতে হিমালয় পর্বতে  
শোন গান, আহুন, সন্তানদল  
জাগো জাগো যৌবন চঙ্গল ॥

সবুজ স্বপ্নে ভরা তোমাদের চোখ  
প্রীতির আসন পাতো ভারতের বুক  
উচ্চে তুলি শির, তৃষ্য নিনাদে বীর  
তরঙ্গ তোলো ধরাতল ।

ভারত মাতায় দান জয়ের মালা,  
শৌর্যে বীর্যে করো ভুবন আলা  
ভাঙ্গে হেরির ভেদের প্রাচীর  
প্রতি ঘরে রঢ় শাস্তির নীড়  
ওঠো জাগো যৌবন চঙ্গল ॥

### দেশগান

মোদের ভারত মোদের প্রাণ  
মোদের ধ্যান মোদের মান,  
সকল দেশের সেরা ভারত মহান  
গাহি ভারতের জয়গান ॥

হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলমান  
 পার্সি, শিখ, খ্রিস্টান  
 শতকোটি মোরা সন্তান  
 একজাতি মোরা একপ্রাণ ॥  
 শ্রমিক কৃষক এসো সবাই—  
 মুটে মজুর মোদের ভাই,  
 শতকোটি কঢ়ে গাই—  
 বন্দেমাতরম্—নও জোয়ান  
 ত্রি চলে বীর নও জোয়ান—  
 দৃশ্যপদে আগুয়ান  
 জীবন দিবে বলিদান,  
 জয় জওয়ান, জয় কিয়াণ ॥

প্রজাতন্ত্রের জয়  
 গণতন্ত্রের জয়  
 জয় ভারতের জয় ॥  
 হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান  
 পার্সি শিখ ও খ্রিস্টান  
 কোটি কোটি কঢ়ে গাই  
 প্রজাতন্ত্রের জয় ॥

কিয়াণ মজুর তাঁতি ভাই  
 ধনী গরিব এসো সবাই  
 আগে আগে মিলি গাই  
 প্রজাতন্ত্রের জয় ॥  
 কার্গিলেতে নও জোয়ান  
 দৃশ্যপদে আগুয়ান  
 কঢ়ে কঢ়ে শোন গান  
 প্রজাতন্ত্রের জয় ॥

## দেশগান

ওমা ভারতজননী  
 উপপন্থী জঙ্গীরে নাশো শত্রুমদিনী ।  
 জাগো শত্রুমদিনী,  
 ওমা ভারত জননী ॥

(যারা) তোমার কোলে লভিয়া জনম  
 তোমার বুকে শেল হানে,  
 খণ্ডছিম করিতে তোমায়  
 ষড়যন্ত্রের জাল বুনে ;  
 হানো হানো আঘাত হানো  
 (ওই) বেহমানদের শিরে  
 সোনার ভারত দানবের নয়  
 এদেশ মানব তরে ।

জাগো শত্রুমদিনী—  
 ওমা ভারত জননী ॥

তোমার শ্যামল বুকে যারা  
 আঁকে রস্ত আলপনা  
 শান্তির নীড় প্রাম জনপদে  
 প্রাণ নিতে দেয় হানা,  
 হানো মাগো বজ্র হানো  
 সন্ত্রাসীদের শিরে,  
 শান্তি প্রেমের পুণ্য আলোয়  
 ভারত আসুক ফিরে ॥

জাগো শত্রুমদিনী  
 জাগো ভারত জননী ॥

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

জয় গণতন্ত্রের জয় ।  
 জয় প্রজাতন্ত্রের জয় ।  
 জয় গণতন্ত্রের জয় ॥  
 মেষমৃক্ষ সূর্য হাসে, নতুন ভারত অভ্যন্দয় ॥

সার্বভৌম দেশ মোদের ভারত  
 সমাজতান্ত্রিক- মোদের ভারত  
 এক্য সংহতি মোদের তন্ত্র  
 সাধারণতন্ত্রের জয় ॥  
 স্বাধীনতা মোদের অধিকার  
 সমতা মোদের অপিকার  
 ধনীগরিবের সম অধিকার  
 ভারতে সাম্যের জয় ॥  
 অধিকার-শোষণের বিরুদ্ধে  
 অধিকার-এদেশের ভূমিতে  
 মোদের আওয়াজ-'সত্যমের জয়তে'  
 (জয়) সত্যন্যায়ের জয় ॥

## দেশান্তর্বোধক গান (পরাধীন ভারতের গান)

ভারত জননী মলিন আজিকে কেন  
 কেন চোখে অশুধারা,  
 আলো ঝলমল তপনতাপন  
 কেন গো ঘেঘে হারা।  
 পরাধীনতার শৃঙ্খল পায়ে বাজে  
 বক্ষে মোদের শেল সম তা বাজে  
 ফুল্ল আনন অবনত হেরি লাজ  
 চক্ষে মোদের গঙ্গা যমুনা ধারা ॥  
 আমরা ঘুচাবো তোর কালিমা  
 জাগবো ভেঙে সব গরিমা,  
 আয়রে আয়—  
 জাগরে জাগ—  
 বীর সন্তান দল,  
 শৃঙ্খল ঘোচাতে  
 অশু মোছাতে  
 মাটৈঃ এগিয়ে চল ॥

জ্বালো আগনু জ্বালো  
 কঁপাও ধরণীতল  
 দুঃশাসনের বক্ষ শোণিতে  
 রাঙ্গাব মায়ের চরণতল ॥

বিদ্রোহ-বিদ্রোহ-বিদ্রোহ  
 সিপাহী সন্তান, গায় মুস্তির গান,  
 পরাধীনতা দুঃসৎ ॥

১৮৫৭ সাল,  
 সিপাহীরা খুনে লাল,  
 দৃঢ় কঠোর পথ ; ইংরেজ বিতাড়ন  
 গর্জে রাইফেল সহ ॥  
 ব্যারাকপুরে সেনাদলে  
 অশ্বিশিখা ওঠে জুলে  
 দাউ দাউ আগুনে  
 গোরা সেনা নিধনে  
 বিদ্রোহ-সিপাহী বিদ্রোহ ॥

(তাল ফেরতা) ভারত সিপাই গর্ব মোদের করল প্রথম লড়াই  
 শহীদ হলো মঙ্গল পাঁড়ে, ঝাঁসীর লক্ষ্মীবাঁই।  
 বীর তাঁতিয়া নানা সাহেব, করলে আয়দান,  
 স্বাধীনতার প্রথম শহীদ, লহ গো প্রণাম ॥

## দেশোভ্যবোধক গান

(অত্যাচারিত নীলচাষীদের গান)

মোরা করবো না নীল চাষ।  
 চাবুক শত পড়ুক পিঠে, পড়ুক মোদের লাশ ॥  
 শ্বেতবানরের অত্যাচারে  
 বুখবো মোরা দৃঢ় করে  
 করবো না চাষ, হবো না দাস, আমরা ভয়াল ত্রাস ॥  
 যতই তোরা করবি কশাঘাত  
 উঠব জুলে দিগুণ বেগে হানবো রে আঘাত।

মোদের ক্ষতরস্তধারা  
হবে না মরুতে হারা  
মোরা রস্তবীজের বংশ  
শ্বেতবানরের ধরবো টুটি  
করবো ওদের ধ্বংস (৩) ॥

সাবধান-সাবধান !  
বাংলা ভেঙে করিস নে তুই  
করিস নে খান খান ।

ওরে ও কার্জন  
করবো না মার্জন  
তোর বিভেদনীতি, দুষ্টমতি, করবো রে আজ অবসান ॥  
তোব বঙ্গভঙ্গা, ছেন অঙ্গা, মোদের বুক ভঙ্গা  
রুখব তোরে রুখবো মোরা, মোরা বঙ্গ সঙ্ঘ  
ওরে বড়লাট  
ভাঙবোরে তোর ঠাট  
বাংলা মায়ের রাখতে রে মান  
করবো জীবন দান ॥

## দেশাত্মবোধক গান

আগুন জ্বলে, জ্বলে গো  
বিপ্লবেরই আগুন উঠল জ্বলে ।  
দেশবাসী হৈল পাগল  
স্বাধীন হবে বলে ॥  
লাল-বাল-পাল তিনে  
জাগায় জনগণ,  
বুড়ি-বালামতীরে যতীন  
দিল যে জীবন ॥  
মারাঠা বীর সাভারকর  
অনন্ত লক্ষ্মণ  
বিনায়ক আর কৃষ্ণগোপাল  
বিরল মরণ ।

আমার গানের মালা

আন্দোলন হৈল শুরু  
 দেশে ও বিদেশে  
 লঞ্চনে বার্লিনে আর  
 মার্কিনে প্যারিসে ॥  
 আত্মানের মহোৎসব  
 পড়ল কাঢ়াকাঢ়ি  
 শত্রুনাশ, মুখে হাসি  
 গলায় ফাঁসির দড়ি ॥

### দেশোভ্রূধক গান

জাগো আজি, জাগো জনতা,  
 জাগো আজি জাগো জনতা ॥  
 ভাঙবো—সাম্প्रদায়িক দুর্গ-  
 ভাঙবো-আজি ভাঙবো।  
 জাতি-উপজাতি মিলি রচিব স্বর্গ  
 শশানের বুকে ফিরায়ে আনিব  
 নবজীবনের শ্যামলতা ;  
 ভাভবো-আজি ভাঙবো ॥  
 ধর্মভাষা ভুলি, প্রাণে প্রাণে মিলি  
 জাগিব-জাগিব মহাজাতি  
 প্রাণের প্রদীপে মোরা জ্বালিয়ে দিব  
 কাটবে অমানিশারাতি ;  
 এসো হে হিন্দু, এসো হে মুসলমান  
 এসো হে শিখ-জৈন, বলো মোরা এক প্রাণ—  
 বিচ্ছিন্নতাবাদে করি প্রতিরোধ  
 ছড়াবো শান্তির বারতা।  
 জাগো জনতা, জাগো জনতা ॥

## (ত্রিপুরার উগ্রপন্থী সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ও গীত)

ওরে ও উগ্রপন্থী ভাই, কি লাভ হৈল বন্দুক ধইরা  
ভাইবা দেখো ভাই ॥

তোমার মায়ে কান্দে তোমার লাইগ্যা  
বাবায় লাজে মরে (তোমার বাবায় লাজে মরে)

উগ্রপন্থীর বাবা বইল্যা টিটকারি যে মারে ;

মা-বাবার মনে দৃঃখ আর দিণ না ওরে ভাই ॥

তোমার ডরে ভাগছে মাস্টার,

ইঙ্কুলেতে তালা,

তোমার ভাই-ভাতিজা মূর্খ থাকবে

সেইটা কি গো ভালা (সেইটা কি গো ভালা)

আবার বুগী মরে ওষুধ ছাড়া

হাসপাতালে ডাক্তার নাই ॥

বনজঙ্গালে ঘুরছ কেন, রোদবৃন্দি ঝড়ে,

মানুষ হৈয়া পশুর জীবন কাটাও কিসের তরে

ফিরা আইস মায়ের কোলে দেশে শান্তি আনো ভাই ॥

## দেশাত্মবোধক গান

## (চীনের ভারত আক্রমণের সময় রচিত ও গীত)

অভয় শঙ্খ আজি বাজো ।

বাজো, বাজো, বাজো ॥

বিদারিতে সৃষ্টি, দিতে নবশক্তি

বৈরেব নাদে আজি বাজো ॥

বাজো রণহুঁকারে বাজো,

শংকারে সংহারি, ক্রৈব্যে পরিহরি

নিশঙ্ক সুরে আজি বাজো ॥

শত্রুনাশনে আজি বাজো

বাজো সমুদ্র গর্জনে বাজো

মাটেং মন্ত্রে জনমন তন্ত্রে

বুদ্ধতালে আজি বাজো

ବାଜୋ ସାଗରେ ତରଙ୍ଗେ ବାଜୋ  
 ବାଜୋ ପର୍ବତଶୁଙ୍ଗେ ବାଜୋ  
 ଦେଶବାସୀ ସକଳେ ଏକ ଜୋରେ ବାଁଧିତେ  
 ଏକତାନେ ଆଜି ବାଜୋ ॥

### (ତ୍ରିପୁରାର ଉତ୍ତରପଞ୍ଚମୀ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ରଚିତ ଓ ଗୀତ)

ଓରେ ଓ, ଉଥପଞ୍ଚମୀ ଭାଇ  
 ଶାନ୍ତି ମୋରା ଚାଇ  
 ବନ୍ଦୁକ ଫେଲେ ଶାନ୍ତି ନିଶାନ ଉଡ଼ାଓ ତୁମି ଭାଇ ॥  
 ନା-ନା-ନା, ଆର ନୟ, ଆର ନୟ  
 ମାନୁଷ ମାରାର ଖେଳା, ବନ୍ଧ ଏହି ବେଳା ;  
 ବନ୍ଧ କର ବନ୍ଧ କର, ବନ୍ଧ କର  
 ଅପହରଣ ମେଲା, ମାନୁଷ ମାରାର ଖେଳା ;  
 ଭାଇୟେର ରକ୍ତେ ହାତ ରାଙ୍ଗିୟେ, କିବା ପେଲେ ଭାଇ,  
 ଏବାର ଥାମୋ ଭାଇ ॥  
 ସୁଖ ଛିଲ ଶାନ୍ତି ଛିଲ ଛୋଟ୍ ତ୍ରିପୁରା  
 ମୋଦେର ତ୍ରିପୁରା,  
 ଜାତି-ଉପଜାତି ମିଲେ, କତଇ ମନୋହରା  
 ଛୋଟ୍ ତ୍ରିପୁରା  
 ସେଇ ମିଲନେ ଆଗୁନ ଦିଲେ ରାଜ୍ୟ ପୁଡ଼େ ଛାଇ  
 ଏବାର ଥାମୋ ଭାଇ ॥  
 ଆତ୍ମମର୍ପଣ କରୋ, ଅନ୍ତ୍ର ଜମା ଦାଓ (୨)  
 ଭାଇୟେର ରକ୍ତେ ହାତ ରାଙ୍ଗିୟେ କିବା ଫଳ ଭାଇ—  
 ଅନ୍ତ୍ର ଜମା ଦାଓ  
 ଚାକରି କର—ଚାକରି କର, ବ୍ୟବସା କର  
 ସୁଖେ ଥାକୋ ଭାଇ  
 (ଏକବାର) ଭେବେ ଦେଖୋ ତାଇ ॥

## দেশাত্মবোধক গান

(১৯৮০ সালে ত্রিপুরার জাতি দাঙ্গার পর)

জাগো আজি, জাগো জনতা।

জাগো আজি, জাগো জনতা ॥

ভাঙবো-সাম্প্রদায়িক দুর্গ

ভাঙবো আজি ভাঙবো।

জাতি-উপজাতি মিলি রচিব স্বর্গ

শ্রশানের বুকে ফিরায়ে আনিব

নব জীবনের শ্যামলতা,

ভাঙবো-আজি ভাঙবো ॥

ধর্মভাষা ভুলি, প্রাণে প্রাণে মিলি

জাগিব জাগিব মহাজাতি,

প্রাণের প্রদীপ মোরা জ্বালিয়ে দিব

কাটিবে অমানিশা রাতি ;

এসো হে উপজাতি ভাই

এসো অনুপজাতি সবাই

বিচ্ছিন্নতাবাদে মোরা করি প্রতিরোধ

ছড়াবো শান্তির বারতা।

জাগো জনতা-জাগো জনতা ॥

মোরা গাই জীবনেরই গান।

মোরা গাই মিলনেরই গান ॥

হিংসা বিভেদে দুশমনে মোরা দিব যে এবার টান ॥

যৌবনেরই দৃত যে মোরা

সাহস মোদের বক্ষ ভরা

সাম্প্রদায়িক দুর্গে সবে হানরে আঘাত হান ॥

উপ্র যারা বিভেদগানী বুখবো তাদের বুখবো,

দেশের বুকে শান্তি বারি সিঁচবো মোরা সিঁচবো ;

সবার মুখে ফুটবে হাসি আনন্দেরই বান ॥

আহ্বান করি যুবশক্তি যে যেখানে আছে ভাই

বিচ্ছিন্নতা দূর করি সবে, প্রাণে প্রাণে মিশে যাই,

ধরো গান; ধরো তান, মহামিলনের গান

আজি গাইব কোটি কঠ মিলে মহামিলনের গান ॥

## ত্রিপুরা বিষয়ক গান (দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

**ত্রিপুরা**

**মহাভারতের ত্রিপুরা**

অতীতের কথা, কত শত গাথা কত রাজা হল হারা ॥  
কোন্ সুদূরে পাথরে পাথরে উনকোটির অঙ্গনে,  
দেবতারা সব ঘর বেঁধেছিল, নিবিড় বিজন বনে ;  
স্বর্গে মর্তে সেতু বেঁধে দিল অতীতের ত্রিপুরা ॥  
পিলাক পাথরে কান পেতে শুনি, ইতিহাসের কথা  
হিন্দু বৌদ্ধ মিলনের বাণী, পাথুরে বৃপকথা,  
তোমার গরবে গরবি আমরা, অতীতের ত্রিপুরা ॥  
জলের জঠরে কে আছে দাঁড়ায়ে বৃপের শতদল  
বরুণ-দৃহিতা স্বপ্নের পুরী প্রাসাদ নীরমহল  
কত রঙে বৃপে আজো কথা কয়, অতীতের ত্রিপুরা ॥

**ওই পাহাড়—**

পাহাড় পাহাড় বৃপের বাহার, দেয় যে হাতছানি ।  
ত্রিপুরার শ্যামল ছবি আঁকে পাহাড় শ্রেণি ॥  
ছড়ানন্দীর মালা গলে গজমতির হার  
বনফুলের রঙে ছোপা বসনখানি তার  
কভু মেঘের ওড়না দিয়ে ঢাকে আননখানি ॥  
লংতারাইয়ের বিজন বনে মর্মর গান,  
জমপুইয়ের কমলা রঙে রঙিন আশমান,  
দেবতামুড়া উনকোটি স্বর্গ দিল আনি ॥  
পার্বতী ত্রিপুরা তুমি নগনন্দিনী  
কাহার ধ্যানে আকাশ পানে যৌবনে যোগিনী,  
প্রাণ নিয়েছ মন নিয়েছ বৃপসী গিরিরাণী ॥

দুটি প্রাণের সুরে বাঁধা মধুর একতারা ।  
জাতি উপজাতি মিলে গঙ্গা যমুনাধারা ॥

মাথার ওপর একই আকাশ  
 পায়ের তলায় এক মাটি  
 এক জমিনের ফসলে গো দুয়ের বাঁচা বাড়া ॥  
 পাহাড় তলে বাজে বাঁশী গড়িয়ার সুর  
 গাজনের ঢাক বাজে সাথে বড় সুমধুর ;  
 মাতার বাড়ির মিলন মেলায় ভেঙে গেছে ভেদের কারা ॥  
 ত্রিপুরলক্ষ্মী তোমার দেহের যতেক রস্ত রেখা  
 মুছে দেব মোরা জাতি উপজাতি, সে কলঙ্ক লেখা ;  
 মিলনের গান গাইব মোরা, সাগরে পাহাড়ে দেব নাড়া ॥

### ত্রিপুরা বিষয়ক গান (দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

আকাশ বলে, মিতালী আমার বৃপসী ত্রিপুরা সনে।  
 বাতাস বলে নিতি গান গাই ত্রিপুরার কানে কানে ॥  
 গান শুধু গান, মধু কলতান, ছড়া নদীর জলে  
 পাহাড়ের গান, গম্ভীর তান, দোলা লাগে বন ফুলে ॥  
 শোন গো বধু, সবুজের গান, ত্রিপুরার মনোবীণে,  
 এক হয়ে যাই, খুঁজে মোরে পাই, ত্রিপুরার গানে গানে ॥

ওগো নদী গোমতী—  
 একতারাটি হাতে নিয়ে বাউলগান গাইছ রে-  
 তোমার গানে আমার প্রাণে এক হৈয়াছ রে ॥  
 নৃত্য চপল ছন্দে তুমি শসাশ্যামল করছ তৃষ্ণি,  
 বন পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে দুষ্ট মেয়ে নাচছ রে ॥  
 তোমার বুকে লেখা আছে কত ইতিহাস  
 রক্তে রক্তে লাল হৈয়াছ, কত দীর্ঘশ্বাস।  
 ভাঙাগড়ার খেলা তোমার, জীলা বোঝা ভার,  
 মাতার বাড়ি বুকে ধরে হলে পুণ্যবতী রে ॥

আমার সোনার ত্রিপুরা ; আমার শ্যামল ত্রিপুরা  
 মনটি আমার কইরাছ যে চুরি গো ॥

শিরে শোভা কমলারঙ্গ মুকুট ঝলমল  
নিমুম পাহাড়, ঝর্ণাধারায় পায়ে বাজে মল,  
(তোমার) সবুজ আঁচলে, কত সোনা যে ফলে  
(আমার) মনমোহিনী বনের রানী তুমি গো ॥  
ছড়ায় গাঁথে মুস্তার মালা পরায় তোমার গলে  
বরায় নদীর ভরা যৌবন, ছুটে কলকলে।  
(ওগো) তোমার বনতল, ছায়া বড় সুশীতল  
দু'চোখ ভরে নিদ্রা যে দেয় আনি গো ॥  
জাতি-উপজাতি মোরা যেন যমজভাই,  
গড়িয়া গাজনে মিলি প্রাণের গান গাই ;  
(ওগো) মোরা দুই সন্তান  
গাইব মিলন গান  
গড়বো তোমায় শান্তিসুখের ভূমি গো ॥

ওগো নদী-গোমতী  
কোথা হতে আইছ তুমি, কোন্ বা দেশে চইলা যাওরে,  
কলকল ছলছল বইছ নদী অবিরল  
(আমার) খুশির কথা মনের ব্যথা তোমার জলে ভাসে রে ॥  
বন পাহাড়ের বুকটি টিরে, যাও গো নদী ধীরে ধীরে  
তোমার তীরে বসত করে জাতি উপজাতিরে ॥  
তোমার জলে পূজা স্নান, তৃষ্ণায় কর জল দান  
মাতার বাড়ি বৃকে ধরে হলে পুণ্যতোয়া রে ॥  
তোর সনে লোকজীবন, করছে প্রাণের মিলন রে  
মাটির মায়ের মুখের হাসি তোমার তরে ফোটে রে ॥

ও বাঁশের বন,  
শ্যামল সবুজ পাতায় ছাওয়া জুড়াইলে জীবন ॥  
বাঁশের সাথে মিশে আছে ধর্মকর্ম যত,  
বাঁশে গড়ি দেবদেবী পূজি যে নিয়ত।  
বাঁশের বনে জুমচায অতীত মধুর স্মৃতি,  
বাঁশের বনে দেয়া নেয়া হৃদয়ের পীরিতি ॥

বাঁশে গড়ি শিল্পরাজি বাঁশে বসতবাড়ি,  
বাঁশে বানাই দ্রব্য যত নিত্য যা দরকারী।  
বাঁশের তরে খাওয়া-পরা জীবনেরই ছন্দ,  
বাঁশের বনে নৃত্যগীত করই আনন্দ ॥

## ও পাহাড়

ঐ যে পাহাড় রূপের বাহার দেয় যে হাতছানি।  
পাহাড় কোলে নাচে দোলে আমার পরানখানি ॥  
শ্যামল সবুজ গাছগাছালি জুড়ায় যে নয়ন,  
কিচির মিচির পাখপাখালি কাড়ে আমার মন ॥  
মেঘের সাথে খেলা করে পাহাড় দেবতা মৃড়া  
‘ধূমুজি সোনায় মাখামাখি প্রাতের পাহাড় চূড়া’ ॥  
পাহাড় কোলে জমি মোদের পাহাড়ে বসতি  
ঐ পাহাড়ের বুকের মাঝে কাটে দিবস রাতি ॥

এক ত্রিপুরায় থাকি মোরা এক সুরে গাই গান।  
পাহাড়ী বাঙালী মোরা প্রাণে প্রাণে টান ॥  
একই জমির ফল ফসলে দুয়ের বাঁচে প্রাণ।  
একই হাটে বিকিকিনি একে অন্যের ত্রাণ ॥  
পাখি যদি হয় বাঙালী পাহাড়ী তার পাখা।  
পাখি বিনে পাখির জীবন, যায় কি কভু রাখা।  
পণ করিলাম রাখব মোরা একে অন্যের মান  
উভয়ের মিলনে ভাই ত্রিপুরার সম্মান ॥

বৃপ দেখিয়া বিভোল হৈলাম গো  
রূপের নেশা নয়নে  
ত্রিপুরাতে হেরিলাম গো  
নন্দন কাননে ॥  
কি বলিব রূপের বাহার  
সর্বঅঙ্গে শ্যামল শোভা  
মেঘরঙ্গ পাহাড়,

(ওগো) বনের শোভা মনলোভা  
 ত্রিপুরারই কাননে ॥  
 প্রীঘে জলে আগুন আকাশে  
 ছড়া নদীর ভরা মৌখন বর্ষার পরশে  
 থরো থরো কাঁপন লাগে  
 শীতের উত্তরাল পবনে ॥  
 মধুমাসে রূপ মনোহরা  
 রঙবেরঙের পত্র পুষ্পে  
 সাজেন ত্রিপুরা ।  
 (ওয়ে) প্রাণ হরিল মন হরিল  
 এক হৈয়াছি তার সনে ॥

ছনের ছানি টংঘরখানি, ঐখানে মোর বাস।  
 নিরালা ঐ পাহাড় কোণে, কাটাই বারো মাস ॥  
 করই পাতায় ছায়া-করা বাঁশের বনে ঘেরা।  
 চাইর ধারেতে গহীন বন সবুজ গাছে ভরা ॥  
 ভোরের বেলা মোরগ ডাকে দিনে বনের পাখি,  
 বাঘ-হরিণে জমায় আসব কতই হাঁকাহাঁকি।  
 দিনের বেলা জুমে কাটাই শূন্য ঘর মোর কাঁদে,  
 সাঁবের বেলা ছোটু ঘরখান প্রেমে মোরে বাঁধে ॥

### (ত্রিপুরা বিষয়ক হাসির লোকগীতি দূরদর্শনে গীত)

ও সোনামামা গো, তোমার বাড়ি আর যামু না।  
 মামী আমার মিলিটারী, কথা যে কয় ঝোঁচান্যা ॥  
 লংতরাই পাহাইড়া পথে মামা তোমার বাড়ি,  
 থেকনা খাইয়া লড়ালড়ি পেটের নাড়িভুঁড়ি ;  
 জামের ঝাঁকা, কোমর বেঁকা, মালিশ দিলাম কমে না ॥  
 উচানিচ খুছাখাছা আঠারটি মোড়া  
 ঘুইরা মাথা পইড়া গেলাম হাজিড় গুঁড়া গুঁড়া।  
 পেচার তলে মামার বাড়ি, লাল চোইখা দুই পেঁচা,  
 ভেছকিমাইরা আইল ধাইয়া দিতে আমায় ছেঁচা,  
 আছাড়া খাইয়া ল্যাংড়া হৈলাম; মামী একটু কান্দল না ॥

## (হাসির লোকগীতি)

বৈনারী শুন মন দিয়া,  
 কি আচানক দেইখ্যা আইলাম, ত্রিপুরা বেড়াইয়া ॥  
 বাঘপাশাতে দেখতে পাইলাম, বাঘের পাশাখেলা  
 মেলাঘরে দেখলাম দিদি, ঘরে ঘরে মেলা ॥  
 জমপুইয়েতে পুইয়ের মাচায় বইসা আছে যম,  
 পানি সাগর ঢেউ দেখিয়া ভয়ে বন্ধ দয় ॥  
 লালছড়াতে জলের রঙ চটকটা যে লাল।  
 থালছড়াতে জলে ভাসে পিতল কাসার থাল ॥  
 সোনামুড়ায় ঘরবাড়ি সব সোনা দিয়া মোড়া,  
 ঘোড়াকাপায় গিয়া দেখি, কাপছে শতেক ঘোড়া ;  
 সিংহাইজলায় সিপাহিসবে জলে করে বাস,  
 লেন্দু ছড়ায় জলে হাজার লেন্দু গাছ ॥

## (লোকগীতি দুরদর্শনে সম্প্রচারিত)

বন্ধু আমার পরাণ আমার গেল পরবাসে,  
 একলা ঘরে মন মানে না চান্দনী রাতে,  
 শিউলী গাছে—শিউলী গাছে ফুল ফুটেছে মোদের বাড়িতে ॥  
 খারচি আইল, খারচি গেল, সাতটি দিনের তরে  
 ছড়ার পাড়ে বইয়া রইলাম তোমার পথ চেয়ে  
 চোখের জলে—চোখের জলে বান ডাকিল হাওড়া নদীতে ॥  
 তোমার হাতের নতুন গাছে ধরল যে কঠাল  
 টিলার কোণে আনারস, রসেতে মাতাল  
 রসের নাগর—আমার রসের নাগর রইল কোথায় জৈষ্ঠ মাসেতে ॥  
 শ্রাবণ আইল শ্রাবণ গেল কান্দিয়া কান্দিয়া  
 কালাছড়ার দুই কুল গেল যে ভাসিয়া  
 মন ভাসিল—আমার মন ভাসিল, চোখ ভাসিল তোমার তরেতে ॥

## (হাসির গান)

আহা মরি কি বাহার ! মহিমা তার অপার  
 সে যে হৈল আগরতলার মশা,

করিয়া গুঙ্গন, করে যে দংশন,  
 চুলকাতে চুলকাতে ঘটে বাপদশা ॥  
 লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁয়ের বেলা কোরাস সুরে  
 জুড়ে মশা হরি সংকীর্তন,  
 খাইয়া মশার তাড়া, হই আমি ঘর ছাড়া  
 করি গৃহ মশায় সমর্পণ  
 উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে, অলঙ্ক্ষে কামড় মারে  
 কোরামিন যেন ইঙ্গেকশন  
 মরা মানুষ লাফ মেরে, উঠে পড়ে খাট ছেড়ে  
 ধন্য মশা মৃত সঞ্জীবন ॥  
 বাংলা দেশে থান সেনারা হারলো কেন জানেন ?  
 আগরতলার মশার চাচা বাংলা দেশে থাকেন ।  
 বাসে ও রিঙ্গায় মঙ্গে ও সিনেমায় সর্বত্র আছেন যেন ব্রহ্ম  
 কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য চালায় মশা তার নিত্যকর্ম ॥

## শহর আগরতলাকে নিয়ে রচিত গান (দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

( ১ )

আগরতলা, আমার আগরতলা,  
 কত স্বপ্ন শৃঙ্খি দিয়ে গড়া শহর আগরতলা ॥  
 তিলে তিলে গড়া আগরতলা বৃপসী তিলোত্তমা,  
 ইটপাথরের সাথে নিশে আছে সবুজের সুযমা ;  
 কত রাজ কথা, কত ইতিকথা, শেষহীন পথ চলা ॥  
 ভারত ভাস্কর রবি কবির পৃত পরশে ধন্য  
 রাজা ও কবির প্রীতির ধূপে আমরা হয়েছি পূর্ণ ।  
 জন কংগোল প্রাণ হিংগোল বাড়িছে চন্দ্রকলা  
 রচিয়া চলেছি শাস্তির নীড় প্রাণের রস ঢালা,  
 চির নতুন চির সংজীব মোহিনী আগরতলা ॥

(২)

ভালোবাসা— ভালোবাসা  
 আগরতলা আমার ভালোবাসা  
 ভালোবাসি আগরতলার নীল আকাশ,  
 ভালোবাসি হাওয়া ধৌত বাতাস,  
 আগরতলা জ্বালায় চোখে সোনালী দিনের আশা ॥  
 ভালোবাসি লেকের জলে সবুজ গাছের ছায়া  
 ভালোবাসি আগরতলার নীরব রাতের ঘায়া ।  
 ভালোবাসি রাজপথে ঐ মানুষের গুঙ্গন  
 ভালোবাসি আগরতলার পাখ-পাখালির কৃজন,  
 আগরতলা আশা মোদের আগরতলা ভাষা ॥

(৩)

আগরতলার নব বৃপ্কার স্মরি তব অবদান ।  
 নমস্কার হে রাধাকিশোর করি তব জয়গান ॥  
 সরস্বতীর কমলবনে সাধনা ছিল নিত্যদিন  
 তব সৃষ্টি উজ্জ্যল গাইছে তব কীর্তিগান,  
 নবশৃঙ্খলা নবদৃষ্টা মরমী বন্ধু দরদী প্রাণ ॥  
 নতুন রঙে রাঙালে শহর নতুন তুলির টানে  
 হে শিঙ্গি তুমি রয়েছ অমর ঘঠ ঘন্দির সনে ।  
 তব ভালে দিল জয়নালা রাজ অধিরাজ  
 কবি রবীন্দ্রের লেখনীতে তুমি চিরজীবী হলে আজ,  
 আগরতলার স্মৃতি ইতিহাসে তুমি চির অপ্লান ॥

## আগরতলা বিষয়ক রচিত গান (দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

শ্বেতমহল—শ্বেতমহল—শ্বেতমহল ।  
 বৈজ্যন্তী উড়িছে হেথায় গৌরবে উজ্জ্বল ॥  
 কত ইতিহাস বুকে লেখা আছে প্রাসাদ উজ্জ্যলত,  
 রাজ-রাজাদের কীর্তিগাথায় রাঙ্গিছে দিগন্ত,  
 নয়ন ভোলানো শুভ উজ্জ্বল,  
 শ্বেতমহল ॥

বাতাসে বাতাসে আজো বৃঝি ভাসে মধুর কীর্তন  
 দরবারী রাগে গেয়ে গেয়ে ওঠা সমধূর মূর্চ্ছন,  
 কত উথান, কত পতন, কত কৃদন জয়গান ;  
 রাজা মহারাজা হয়ে গেছে লীন, (শুরু) নতুনের অভিযান।  
 গণ মানুষের মুস্ত কঠ ধ্বনিছে অবিরল ॥

শ্বেতমহল ॥

শোনো বন্ধু শোনো—

শোনো বন্ধু আগরাতলার আন্তর পরিচিতি  
 এই শহরে নিত্য ধ্বনিত ঐক্য মিলনগীতি ॥  
 এখানে নিত্য ভরে যে চিন্ত বেদগীতার বাণী  
 (সংগচ্ছধ্বম্ সংবধধ্বম্ ইত্যাদি)  
 এই শহরের মসজিদে শুনি মধুর আজান ধ্বনি। (আল্লাহ আকবর)  
 বাতাসে ভাসে মন্ত্র-আজান ভোর হয় যে রাতি ॥  
 বেণুবন বিহারে বৃক্ষমন্দিরে প্রেম মেট্রীর সুর।  
 (বুদ্ধং শরংগং গচ্ছামি ইত্যাদি)  
 গীর্জাতে শুনি সন্ধ্যা আলোয় প্রার্থনা সুন্মধুর ॥ (আ .....)  
 বিজয়ার প্রাতে ধরি হাতে হাতে প্রীতির স্বর্গ সৃজন,  
 খুশির দৈনে মিলি একসাথে প্রাণের আলিঙ্গন।  
 বিভেদের বেড়া ফেলেছি ভেঙে মাথায় এক ছাতি ॥

## ঞ্চতু সঙ্গীত (গ্রীষ্ম)

হে ভৈরব গ্রীষ্মারূপ ধরাতলে কর আগমন।

নয়নে তব বহিজ্জলা, রুদ্রতেজ হৃতাশন ॥

তপ্ত নিষ্ঠাসে কর হে দহন

জরাজীর্ণ যা পুরাতন

নববর্ষে জাগো হে হর্ষে, অগ্নিশুল্ষ হোক ভুবন ॥

তৃষ্ণাকাতর পথ প্রাতুর, শুক্র ধরণী অন্তুর,

নদী নির্বর বন-বনান্তুর, দহিছে প্রথর তপন ॥

কালবোশেখীর প্রলয় নাচনে

নাচ নটরাজ বাজায়ে বিয়াগে

ঝড়-ঝঞ্চা বারি বরিয়াগে তপ্ত করহে ত্রিভুবন ॥

## বর্ষা

নেঘ উষ্ণবৃ বাজে অস্বর মাঝে  
 তমসাবৃত ধরণী।  
 মন্ত্র প্রভঙ্গন সঘন গর্জন  
     চমকিত সৌদামিনী ॥

বার বার বারিধারা ঝরিছে অঝোরে  
 নব কিশলয় দল আনন্দে শিহরে  
 নব আনন্দে নৃত্যের ছন্দে  
     চপল চঙ্গল প্রবাহিনী ॥

শ্যামল-বরণা এসো, নব ঘৌবনা  
     মেঘের কাজল এঁকে চোখে  
 দাদুরি বাজায় শাখ, শিখ-শিখি মেলে পাখ  
     অর্ঘ্য সাজায় ধরা পুলকে।

বিরহ বাঁশরী, গাইছে কাজরী  
     উন্মানা প্রিয় বিরহিণী,  
 শ্রাবণের ধারা ঝারে চলে প্রিয়া অভিসারে  
     যেন গো চকিতহরিণী ॥

## হেমন্ত

নিরাভরণা রিঞ্চাশুন্যা, তুমি গো তাপসী অপর্ণা।  
 বসনভূষণ ত্যজি আবরণ, কেন গো আজিকে শ্রীহীনা ॥  
 কুয়াশার জালে ঢাকিয়া আনন, করেছ ধরারে অচেতন  
 শাখায় শাখায় বেদনার বাণী, কোন্ লীলা তব অঙ্গনা ॥  
 রূপ রঙ রস করলে হরণ, পৃথিবী ধূসর বরণ,  
 ছিন্ন কর গো মায়া-আবরণ, ওগো গৈরিক বসনা ॥

## শীত

উন্ডরে এই হাওয়া এসে কাপিয়ে দিল বন।  
 থরো থরো কাঁপন লাগে, উদাস হল মন ॥  
 শ্যামলিমা যায় হারিয়ে গাছে গাছে হাহাকার  
 শুষ্ক পাতার কামা শুনি শুনু বিদায়ের লগন।

ঘুমের দেশে যায় যে ধরা গায়ে কুয়াশার চাদর  
 ফসল হারা শূন্য মাঠের বুকে যে আজ স্মৃতির চারণ।  
 শূন্য করে সব দিয়েছে পূর্ণ হবার আশায়  
 দ্বারে দ্বারে প্রস্তুতি তার, দখিন বায়ুর আমন্ত্রণ ॥

### বসন্ত

আনন্দে আনন্দে জেগে উঠে প্রাণ।  
 মন্দ মলয়ে নব জীবনের গান ॥  
 মিলন পিয়াসী প্রাণ চঙ্গল  
 চমকি নয়ন মেলে ফুল দল  
 কুসুমের বুকে অলি নিশিভর মধুপান ॥  
 হরিণ-হরিণী সাথে স্পন্দিত  
 চকোর চকোরী দোঁহে নন্দিত।  
 রস্তকমল অনুরাগে  
 নিশার স্বপন ভেঙে জাগে  
 প্রেমের আগুনে রাঙা পলাশের দুনয়ন ॥

(বসন্তবার্তা ‘গীতি আলেখ্য’ আকাশবাণীতে প্রচারিত)

পলাশ বনে আগুন কে গো জ্বাললো।  
 রামধনু-ওঠা মনেতে  
 শুকনো গাছের শাখাতে  
 সোনার কাঠির ছেঁয়াতে  
 পৃথিবীর ঘূম কে গো ভাঙলো ॥  
 কৃষ্ণচূড়ার রঙের সাজে  
 রাঙা অধর, রাঙা লাজে  
 ঝুমুর ঝুমুর নুপুর বাজে  
 সাগর জলে জোয়ার কে গো তুললো ॥  
 আমের কচি মঙ্গরী  
 ভূমির চলে গৃঙ্গরী  
 কে গো বধু সুন্দরী  
 দখিন হাওয়ায় ওড়না কার উড়লো ॥

ফুলে ফুলে কানাকানি  
 ঘাসে ঘাসে জানাজানি  
 অভিসারে অভিমানী  
 প্ৰথম প্ৰেমেৰ পৱন আজি লাগলো ॥

## (‘বসন্ত বাৰ্তা’ তে গীত)

হে বসন্ত ব্ৰহ্মাসূত খতুৱাজ সুন্দৱ।  
 নবজীবন চিৰযৌবন কামদেৱ সহচৰ ॥  
 পূৰ্ণ চন্দ্ৰসম তব মুখ চন্দ্ৰ  
 প্ৰেত শঙ্খ সম তব কৰ্ণ রঞ্জ  
 শ্যাম কেশ দাম পীন স্থূল তব যুগ কৰ ॥  
 কুন্তল যেন সন্ধ্যা কিৱণ মালা  
 সৰাঙ্গে শোভিত বনপুষ্প মালা।  
 স্বৰ্গসম উজ্জ্বল তব অঙ্গকাণ্ডি  
 সহাস্যাধৰ আননে প্ৰশাণ্ডি  
 সৰ্ব সুলক্ষণ তনু তব দুঃখ হৱ ॥

## (শেষ বসন্তেৰ গান—আকাশবাণীতে প্ৰচাৱিত)

ওগো সুন্দৱ তুমি দাঁড়াও ক্ষণিক, যেও না, যেও না।  
 চঞ্চল আজি কেন হে পথিক নিত্য নবীন বৰ্ণ ॥  
 তুমি আনন্দ, তুমি হে যৌবন, রসেৱ বৰ্ণধাৱা,  
 রঙে রসে গড়া মায়াৰ স্বপ্ন ভেঙে দিও না, দিও না ॥  
 ঈশান কোণে বিশাগেৰ সুৱ, তুমি নেবে গো ছুটি,  
 কিশলয় দলে কেঁদে কেঁদে সারা, পলাশ পড়িছে লুটি।  
 তোমাৰ স্মৃতিৰ সুৱভি নিয়ে চলবে আমাৰ দিন গোনা,  
 বৰ্ষশেয়ে দাঁড়াই গো হেসে, রাঙাতে হৃদয় আঙিনা ॥

## প্রকৃতি বিষয়ক লোকগীতি

(উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আকাশবাণীর জন্য রচিত)

### বর্ষার গান

বাপ্পুর ঝুপপুর বৃষ্টি পড়ে  
 মনটা আমার কেমন করে  
     বন্ধু তুমি রইলে গো কোথায় ;  
 উতাল পাতাল বহে  
 সোনা ব্যাঙে গান গাহে  
     গাঙের পানি পাড় ডুবাইয়া যায় ॥  
 কালো মেঘের ছুটাছুটি  
 জলে নাচে ট্যাংরা পুটি  
     বৈঠা বাইয়া মাঝি চইল্যা যায় ;  
 কইও মাঝি প্রাণ বন্ধুরে  
 কেমনে আমি রইব ঘরে  
     বাদলা মেঘে পরাণ রাখা দায় ॥

### শীতের গান

আইল আইল পৌষ মাস, আর যাইও না।  
 তোমায় দিব লেপকাঁথা শীতে কাঁইপো না ॥  
 গাছ শুকনা, পাতা শুকনা, শুকনা পুকরিণী,  
 ধানের ক্ষেতে সোনার ধান ফলছে মনামনী ;  
 ধান কাইট্যা ঘরে তোল দেরী কইরো না ॥  
 খাজুর গাছে রসের টুপা রস বাইয়া পড়ে  
 ধূরা কাউয়ায় কা-কা কইব্যা আৎকা ঠেকর মারে।  
 গাঙের মধ্যে জল নাই নৌকা চলে না  
 আইল্যা লইয়া বইস্যা থাক, লইড়ো চইড়ো না ;  
 নতুন চাউলের অন্ন দিমু, পৌষ যাইও না ॥

## বসন্তের গান

কু-কু কইর্যা কোকিলারে ডাইকো নাকো আৱ  
 ফাগুন আইয়া তুষের আগুন, জ্বালাইয়া যায় ॥  
 ভোমৰা ভোমিৰ গুণগুন কইর্যা আমেৰ বইল ঘৰায়,  
 চৈতাল বাতাস ফুৰফুৰাইয়া মনটারে উড়ায় ॥  
 নীল আশমানে পূর্ণিমার চাঁদ মনটা কি জুড়ায়  
 এই সময়ে প্রাণেৰ বন্ধু রইল গো কোথায়।  
 ফুল ফুটেছে গাছে গাছে সুগন্ধি ছড়ায়,  
 বসন্ত দুৱস্ত কাল, আইও না হেথায় ॥

### লোকগীতি

#### বসন্ত খাতুৱ

আমার মন কেমন করে গো,  
 আমার পৱাণ কেমন করে গো,  
 পৱাণবন্ধু রইল কোথায় এই বসন্তকালে ॥  
 আমার মনে আগুন, বনে আগুন, ফাগুনেৱই আগুন  
 সেই আগুনে জ্বলছি পুড়ে, পৱাণবন্ধুৰ বিহনে  
 দুঃখে দুঃখে মৱণ আমার লেখা বন্ধু কপালে ॥  
 বনে পলাশ, মনে পলাশ রঙে লালে লাল  
 বন্ধু রইল পৱবাসে, মৌৰ পোড়াকপাল,  
 আমার হৃদয়কুণ্ঠ রৈল শুন্য, ভৱা যৈবনকালে ॥  
 ফুলে ফুলে ঘৰে মধু ভোমৰায় করে গান,  
 আমার মাধবী যুথি আজি শ্ৰিয়মাণ,  
 ও বসন্ত, তুই দুৱস্ত যা রে তুই যা চলে ॥

রঙেৰ দোলা—ৱসেৰ দোলা  
 দোলেৰ দোলায়—  
 হৃদয় আমার দুলে গো সই  
 রঙেৰ খেলায়  
 (দেখ) ভ্ৰমৰ ভ্ৰমৰী দুয়ে কৱছে মধুপান ॥

গন্ধরাজের বুকে লুটায় সন্ধ্যামালতী  
 পাতার বুকে বায়ুর দোলা, কত যে পীরিতি ;  
 ঘর ছাড়া যে করে কোকিল, সর্বনাশা তারই গান ॥  
 ঘোবন লুকায়ে ছিল আজি মেলে চোখ  
 প্রেমরসে হাবুড়ুবু লাজে রাঙা মুখ ;  
 মনের কোগে রস্তকমল, পাপড়িতে ঘোবন।  
 রসের নাগর যত তা রসিকা নাগরী  
 বিশ্঵রিল আজি সবে কেবা নর, কে নারী,  
 আকুল হিয়া ব্যাকুল হৈল, হিয়ায় হিয়ায় প্রেমের বান ॥

### (লোকগীতি)

আমার পরাণবন্ধু রইলো কোথায়  
 খুইজ্যা পাইলাম না,  
 দিবানিশি কাইন্দ্য মরি  
 না পাই বন্ধুর ঠিকানা ॥  
 বন্ধুর লাইগ্যা কইরা রাখছি গো,  
 শালিধানের চিড়া আর গো  
 চন্দ্রপুরির পিঠা,  
 হিজল তলে চাইয়া থাকি গো  
 বন্ধু আমার আইসে না ॥  
 বন্ধুর লাইগ্যা সাজাই রাখি মিঠা সাঁচি পান  
 পানের সঙ্গে মিশাইয়া দিব তারে প্রাণ  
 দিনে দিনে পান যে শুকায় গো  
 বন্ধু আইসা দেখল না ॥  
 হৈতাম যদি আমি বন্ধু গো  
 লংতরাই এর পাখি তবে  
 বনে খুঁজতাম গো  
 বুকের ভিতর তুষের আগুন গো ওগো, নিষ্ঠুর বন্ধু বুবাল না ॥

## লোকগীতি (হাসির গান)

বৈনারী, শুন মুন দিয়া ।

জন্মের মতো খাইয়া আইলাম, বাংলাদেশে গিয়া ॥  
 নারাণগঞ্জে মামার বাড়ি, খাওয়াইল পাত ক্ষীর,  
 সেই ক্ষীরের কথা মনে পড়লে, চক্ষে বহে নীর ॥  
 বাইন্যাচুঙ্গের কচু খাইলাম, সাড়ে নয় হাত মুড়া,  
 বাউন বাইরার মাড়া খাইয়া, ঘৈবন পাইলাম ফিরা ॥  
 পদ্মার ইল্শা তেলে ভাজা জিহ্বায় টস্টস্ পানি।  
 প্রতি রাইতে স্বপ্ন দেখি প্রাণের ইলিশ রানি ॥  
 বরিশালে গিয়া গো সই খাইলাম বালাম চাল  
 সুনামগঞ্জের তটকী খাইয়া, দিলাম উবা ফাল  
 খেলনী গিয়া খাই পাতুরা, লঙ্কা বাটা দিয়া  
 ওঁহা ওঁহা করতে করতে ঠোঁট গেল জ্বলিয়া ॥  
 মতলবেরই দই খাইলাম, গামছা দিয়া বাঞ্চা  
 সেই দইয়ের লাগিয়া আমার এখন শুধু কান্দা ॥  
 ছাতক গিয়া খাইলাম কমলা, কনি বাইয়া রস,  
 আমার কালা বন্ধ ধলা হৈল, খাইয়া কমলার রস ॥

## (চা বাগিচার গান)

### লোকগীতি

#### (দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি  
 মন যে আমার নিল কাড়ি  
 সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদের ঝিকিমিকে,  
 পিছন থেকে মরদ আমার মারছে উঁকিবুকি ॥  
 ভরি ঝুলি পাতা তুলি  
 গচ্ছে পরাণ পড়ছে ঢলি  
 পিঠের ঝেলায় ছাওয়াল কান্দে কোথায় তারে রাখি,  
 শিরীষ ছায়ায় ঘুম পাড়াবো আঁচল দিয়ে ঢাকি ॥

পাহাড় তালে নাচের তালে  
 খৌপায় গুঁজি পলাশ ফুলে  
 দুটি পাতার মায়ায় যৌবন বাঞ্চা পড়ল নাকি  
 কালা সবুজ পাতার সাথে তাইতো মাখামাখি ॥

(২)

তেরা মাদল বাজা ধিতাং তালে।  
 চারাগাছে নতুন পাতি দুই আঁখি মেলে ॥  
 চা-বাগিচা উচানিচা, মোদেরই পরাণ, না যায় কহান  
 পাতার সাথে কতই সোহাগ, হাসি খুশি গান ;  
 মোদের পরাণ  
 ভুঁখা পেটে, যাই গো খেটে, আদুল পায়ে, মল বাজায়ে ॥  
 কচি পাতার মুখে হাসি, গন্ধে মাতায় মন  
 সাতরাজারই ধন,  
 পাতার সাথে জীবন বাঞ্চা পড়ল যে কখন  
 বুঁধি নাই তখন  
 দুঃখে-দুঃখে দিন যে কাটে তবু সাজি বনফুলে ॥

### ছড়ার গান

(দূরদর্শনের রয়্যালিটি প্রোগামে সম্প্রচারিত)

(১)

খোকা যাবে খারাচি পূজায়  
 রওনা দিয়েছে,  
 সঙ্গে যাবে ছেউ পুষি  
 পিছু নিয়েছে।  
 বড়ই খুশি যায় বে পুষি  
 পুরান আগরতলা,  
 খোকার নাচন দেখবি কে আয়  
 সাতটি দিনের মেলা।  
 ঢেল বাজে তাক ডুমাডুম  
 কাঁসি টেটেং টেং,

রাজাৰ বাড়িৰ হাতি নাচে  
 লাফায় কোলাব্যাঙ।  
 আয়াঢ় মাসে বৃষ্টি নামে  
 বাম্ বামা বাম্ বাম,  
 আছাড় খেয়ে খোকন বাবুৱ  
 দশা আলুৱ দম।  
 খোকা বলে আয়ু পূৰ্ণ খাই  
 জিলিপি আৱ গজা,  
 পুকুৱ মাঝে ঠাকুৱ সিনান  
 আহা ! বেড়ে মজা ॥

(দূৰদৰ্শনে সম্প্রচাৰিত)  
 (২)

খোকা গেছে কমলা খেতে  
 জম্পুই পাহাড়ে  
 কমলা নিল শঙ্খচিলে  
 টিয়াপাথি ঠোঁট নাড়ে।  
 যাওৱে টিয়া ভাংমুনে  
 কমলা দুটি খাও,  
 কমলা খেয়ে লেজটি নেড়ে  
 সিপাইজলা যাও।  
 সিপাইজলায় সিপাই নাই  
 আছে অনেকে জলা।  
 বনেৰ মাঝে লোহার ঝাঁচায়  
 পশুপাথিৰ মেলা,  
 মেলায় বসে কালো বানৱ  
 চশমা পৱেছে  
 দুষ্ট চোখে চশমা বানৱ  
 মিষ্টি হেসেছে ;  
 ঘিৰিকবাক্ ঘিৰিকবাক্  
 রেলগাড়ি চলে  
 তিন পুতুলে দাঁড় বায়  
 নৌকা লেকেৱ জলে ॥

## ছড়ার গান (দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

চৈত যায় মরিয়া  
 গড়িয়ার পূজা,  
 গলায় গলায় পুঁতির মালা  
 মাথায় ফুল গোঁজা।  
 টিলার মাথায় টংঘর  
 জুমের খেতে ধান  
 বড়মুড়ায় ঝুঝুর ঝুঝুর  
 কালাছড়ায় বান।  
 বানের জলে তলতল  
 বকের বেড়ে মজা,  
 তীর্থমুখের মেলায় গিয়ে  
 খাওরে ইলিশভাজা,  
 ইলিশমাছের গম্বে  
 বন্ধ হলো কান,  
 নীরমহলে নৌকা চলে  
 গাঞ্চিলে গায় গান ॥

(দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

(৪)

রোদের রাজা গেল গেল পাটে  
 চলরে সবাই বাধারঘাটে  
 বাধার ঘাটে পাটের কল  
 ঘোড়ার মাঠে খেল বল  
 বল খেলতে গেল বেলা  
 যাওরে যাদু অশোক মেলা  
 অশোক মেলা উনকোটি  
 মাতার বাড়ি ঢাকে কাঠি  
 ও কাঠি, তুই বাজনা বাজা

খেতে দেব পাপড় ভাজা  
 পাপড় কোথা পাবো বে  
 বটতলারই বাজারে,  
 গোলবাজারে গোল আলু  
 ভিড়ের চোটে গরম তালু  
 তালুর মাঝে ঢালো ঝন্ট  
 হাওড়া নদী কলোকল্।

(৫)

করই দোলে ঘরই দোলে  
 দোলে রবার বন  
 মাথায় মাথায় কৃপির আগুন  
 কলসীতে নাচন।  
 লেবাং লেবাং লেবাং গো  
 কোথায় জোড়া কাঠি  
 বাঁশে বাঁশে ঠক ঠকাঠক  
 নাচের পরিপাটি।  
 নাচতে নাচতে চলল বিজু  
 হাতে হাতে পাখা  
 ধামাইল নাচের মধ্যখানে  
 ত্রিভঙ্গ শ্যাম বাঁকা,  
 ও শ্যাম তুমি নাচো গো,  
 রাসপূর্ণির চাদ  
 মিদং নাচে তিড়িং বিড়িং  
 নাচের বড়ো সাধ।

লংতুরাইয়ে কালো হাতি  
 শুঁড় নেড়েছে.  
 খোকা গেছে উনকোটি  
 মুচকি হেসেছে ॥  
 হরিণ নাচে ফড়িং নাচে  
 গাছে গাছে ফিঙে,

## আমার গানের মালা

বনমোরগের কক্রকক্র  
 বাজে রামশিঙ্গে।  
 দেবতা মুড়ায় দুগ্যিঠাকুর  
 পায়ের তলায় সিঙ্গি  
 মাতার বাড়ি শিবের নাচন  
 সঙ্গে নন্দী ভিঙ্গি।  
 যাওরে খোকা পিলাক পাথর  
 করবে না কেউ মানা।  
 ঘোড়ার পিঠে চড়ে খোকা  
 করবে আনাগোনা ॥

### আধুনিক গান (প্রিয়জনের মত্ত্যতে)

তোমার স্মৃতির সুরভি আজও  
 বাতাসে বাতাসে ফেরে  
 আকাশের নীলে তোমার আঁচল  
 দেখি যেন যায় উড়ে ;  
 কি করে পাঠাবো কোন সে সুদূরে  
 আমার বারতা  
 ওগো বনলতা, ওগো বনলতা ॥  
 তোমার কত না বলা কথা  
 গুমরে কেঁদে মরে,  
 কান পেতে আমি আছি নিশ্চিদিন  
 সেকথা শোনার তরে  
 মুখটি খোলো দৃষ্টি কথা বলো  
 ওগো স্বর্গগতা—  
 বনলতা, আমার বনলতা ॥  
 কে বলে গো তুমি নাই,  
 স্মৃতির দুয়ার যখনই খুলি  
 তোমার দেখা পাই  
 এতো কাছে তবু কতো দূরে আছ

বলতে পারি না কথা  
 ওগো বনলতা, মোর বনলতা।  
 আমার হৃদয়ে তোমার আসন  
 কচু রবে না শূন্য  
 তোমার ছবি আকিয়া চলেছি  
 রাখিতে হৃদয় পূর্ণ  
 মৃত্যুর পথে অমৃতলোকে  
 পেয়েছো অনবতা  
 বনলতা, আমার বনলতা ॥

## (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

এই পৃথিবীতে যদি  
 নাই বা কিছু পাই,  
 ক্ষতি নাই, কিছু ক্ষতি নাই,  
 অভিবোগ কিছু করবো না হে বিধি  
 ভালোবাসা একটু যদি পাই ॥  
 মিলে যদি বঙ্গনা  
 পাই যদি গঙ্গনা,  
 হাসির ফুলের গুচ্ছ দিয়ে  
 মুছব অশ্রুকণা,

(তবু) নালিশ কিছু করবো না হে বিধি  
 ভালোবাসা একটু যদি পাই ॥

ব্যথার সাগর যদি  
 ঢেউ তুলে নিরবধি  
 খুশির জোয়ারে ভাসিয়ে তরী  
 বাঁধবো ব্যথার নদী

(তবু) প্রতিবাদ কিছু করবো না হে বিধি  
 ভালোবাসা একটু যদি পাই ॥

অবিচার যদি মিলে  
 মরি যদি তিলে তিলে

জয়ের মালা গেঁথে পরাব  
 মরণেরই গলে,  
 (তবু) বিচার চাইবো না হে বিধি  
 ভালোবাসা একটু যদি পাই ॥

রজনীগন্ধা রজনী না যেতে কেন গো ঝরে যায়।  
 আঁখির তিয়াসা, মিলন পিয়াসা, ঢাকে ঘন কৃষাণায় ॥  
 সজিয়েছিনু আমার ভূবন, রামধনু রঙ দিয়ে,  
 সাধ ছিল মোর রব যে বিভোর আকাশের চাঁদ নিয়ে  
 মেঘে ঢাকা তারা, চাঁদ হলো হারা, দুরস্ত বরযায় ॥  
 চেয়েছিনু ভরে দেব যে জীবন গোলাপের হাসি দিয়ে,  
 হৃদয় নিয়ত, করি সুরভিত, চাঁপার পরাগ নিয়ে।  
 আশার তরী ঠেকে যে চড়ায় জীবন শ্রোতের পরে  
 রঙ হলো ফিকে, দেখি চারদিকে, ধোঁয়াশা খেলা করে  
 সম্ম্যা ঘনালো সম্ম্যামালতী, ফুটে না যে কেন হায় ॥

ছাদনা তলায় বাজনা বাজে	
হলুদ বরণ	কনে সাজে
কমলা রঙ	মুখে হাসি
মেঘের ফাঁকে	চাঁদের হাসি
দুরু দুরু বুকে কনে মিটি মিটি চায়।	
মৌ-বনে আজ মাতাল হলো ধীর ধরা ভোমরায় ॥	
পাঞ্চি চলে	দুল্কি চালে
শোলার টোপর	হেলে দুলে
মনে বাজে	কাঁপা বাঁশী
ঠোটের কোণে	মৃদু হাসি
বুকের ভেতর জোয়ার এনো পাঞ্চীর নাড়ায়।	
দোলন চাঁপা বনে দোলে উতল হাওয়ায় ॥	
সানাই বাজে	নাকি সুরে
বকুলতলায়	বকুল বারে
চোখে চোখে	কথা বলা
দেয়া নেয়া	ছাদনা তলা
মন মুকুরে অচিন মানুষ ডাকে ইশারায়।	
প্রজাপতি পাখা মেলে ফুলের মধু খায় ॥	

## আধুনিক গান

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

তোমার ডাগর চোখের চাহনিতে  
 গোলাপ যদি ফুটে  
 গম্বে মাতাল কালো ভ্রমর, আসেই যদি ছুটে  
 তবে ঘোমটাখানি একটু যেন খেলো  
 ভালোবাসার কথা তুমি নাই বা যদি বলো ॥  
 তোমার কাজল কালো চোখের তারায়  
 মেঘ যদি যায় জমে  
 পেখম-তোলা ময়ূর যদি, আসেই কাছে নেমে  
 তবে মুখ না ফিরায়ে, একটু যেন হেসে,  
 ক্ষতি নাই, যদি নাই বা ভালোবাসা ॥  
 তোমার জলভরা ওই চোখের কোণে  
 বৃষ্টি যদি ঝরে,  
 তৃষ্ণাকাতর চাতক যদি, ভুনেই এসে পড়ে,  
 তবে একটু সময় চোখ দু'খানি মেলো  
 ভালোবাসার সময় তোমার নাই বা যদি হলো ॥

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

পলাশ বনে আগুন কে গো জাললো।  
 রামধনু-ওঠা মনেতে  
 আলতা-পরা পায়েতে  
 সোনার কাঠির ছোয়াতে  
 দু'চোখের ঘুম কে গো ভাঙলো।  
 কৃষ্ণচূড়ার রঙের সাজে  
 রাঙা অধর রাঙা লাজে  
 বুমুর বুমুর নৃপুর বাজে  
 সাগরজলে জোয়ার কে গো তুললো ॥  
 আমের কচি মঙ্গরী  
 বেঁধে নিল কবরী

অলির সাথে গুঙ্গী

দখিন হাওয়ায় ওড়না যে কার উড়লো ॥

ফুলে ফুলে কানাকানি

ঘাসে ঘাসে জানাজানি

অভিসারে অভিমানী

প্রথম প্রেমের পরশ আজি লাগলো ॥

## আধুনিক গান

### রাগপ্রধান

আজি ঝরো ঝরো ভরা ভাদরে। (কে এলো)

তরল রজত ধারা গলে গলে পড়ে ॥

শ্যামল-বসনা বালা

গলায় কদম মালা

বিজলীর হাসি রেখা খেলে অধরে

বাজে মেঘ মৃদঙ্গ

চকিত চপল অঙ্গ

রিমিমিমি রিমিমিমি বাজে নূপুরে ॥

কত জনমের স্মৃতি

বিরহের কত গীতি

বাজে গো বীণার তারে, মেঘমঙ্গারে ॥

নিযুম পাহাড়ের ঘূম, ভাঙ্গালো কে ঐ চঞ্চলা ।

পরশে কাঁপায় বনবীথিকায়, ঠমকি ঠমকি চলা ॥

রজতখচিত আঁচলে যে তার মুক্তোখচিত তারা,

চন্দন মাখা অঙ্গে যে তার তরল জ্যোৎস্নাধারা ;

বনমল্লিকা দুলিছে কর্ণে, নৃত্যছন্দে চপলা ॥

তুষার-মুস্তা লাবণি ছড়ায় যৌবনভরা অঙ্গে,

পায়ণ-কারা দু'পায়ে মাড়ায়ে চলে যে কত রঙে ।

কঢ়ে যে তার মঙ্গাসঙ্গীত শত সেতারের ঝঙ্কার

উষার সাথে যুগলবন্দী ধ্বনিত যে নাদ ওংকার,

নাচে আর গানে অঙ্গলি দানে, হয় যে আত্মাহারা ॥

তুমি কি গো দিলে মোরে দোলা,  
 বসন্ত এলো বুঝি, তাই উতলা  
 তুমি কি ডেকে এনেছ কোকিলে  
     গাইতে মধুর গান  
 তোমার ডাকে ভুমি ভুমরী  
     মিলেছে প্রাণে প্রাণ ॥

কবরীতে তব গন্ধরাজ সুরভিত তনু মন  
 মালতী সুখে দু'চোখ বুজে মিলনের লগন  
 পাতাকে নিয়ে বায়ুর খেলা, কত খুনসুটি চলে  
 বাইরে এলেম উতল হয়ে  
     শুনতে পেলেম তোমার গান ॥

যৌবনের কলি শতদল মেলি  
 ভৌরু চোখে কারে খুজে মরে  
 কার পরশে উঠল দোলে চপল চঙ্গল হয়ে  
     একটু এসো, কাছে বসো  
     নইলে করবো অভিমান ॥

ঠোঁটে রেখে ঠোঁট, হৃদয় লুটপুট  
 নীল সায়বে হাসে চন্দ্রিমা  
 চকোর-চকোরী বালুচরে বসি, প্রাণ করে আনচান  
 তুমি এসো, তুমি আমি দুজনে গাই আজ গান ॥

## আধুনিক গান

### (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

প্রিয় যাবার কথাটি বলো না  
 শরতের চাঁদ নীলিমার বুকে  
 এখনো জেগে আছে,  
 এখনো শিউলিতে ভরে আছে আঙি-’ ॥

রস্তকমল আলোর প্রেমে ঘোমটা সবে খুলেছে,  
 গল্পে মাতাল, উতাল পাতাল ভুমির আবেগে ছুটেছে  
 প্রিয় এখনি স্বপ্ন ভেঙে দিও না ॥

তুমি চলে গেলে ফিঙে গাছে নাচবে না,  
 তুমি চলে গেলে ব্লুবুলি গান গাইবে না।  
 ধানের ক্ষেত্রে সবুজ ওড়না এখনো ধূসর হয়নি।  
 এখনো নদীর বালুকাবেলায়, কাশফুল ঝরে পড়ে নি ;  
 প্রিয় ঘাবার সময় হয় নি ; তুমি যেও না ॥

### (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

ঘরা শেষে মৃদু হেসে  
 ভোরাই সুরে গান গেয়ে,  
 সাদা মেঘের পানসি চড়ে  
 কে গো তুমি নেয়ে  
 কে গো সোনার বরণী মেয়ে ॥  
 কমলা ফুলের রঙ ছড়ায়ে  
 অপরাজিতায় রঙ ধরায়ে,  
 আলতো হাওয়ার দোলায় দোলে  
 শরৎ প্রাতে তুমি এলে  
 কে তুমি গো সোনার বরণী মেয়ে ।  
 চাঁপার বনের রেণু দিয়ে  
 ভরিয়ে দেব গা,  
 লাল শাপলার আলতা রঙে  
 রাঙিয়ে দেব পা ।  
 ঘাসের কোলে শিউলি তলে  
 জোনাকি রঙ আলোক জ্বলে  
 কাশের বনে আপন মনে  
 লুকোচুরি খেলে  
 সোনার বরণী কে এলে ॥

### আধুনিক গান (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

বিলের জলে আগুন জ্বলে  
 সুঘ্য গেল অস্তাচলে  
 শাপলা শালুক পদ্মফুলে  
 ঘোমটা টেনে দেয় গো ॥

সোনার মুখে সোনার রেখা  
 আবছা আলোয় যায় যে দেখা  
 পানসি চলে, বৈঠা জলে  
     বুপুর বুপুর নাচে গো ॥  
 লাজে রাঙা মিষ্টি হাসি  
 বলছে যেন - ভালোবাসি  
 দুয়ার খোলে সাঁকের তারা  
     মিটি মিটি হাসে গো ।  
 গৌ ফুলেতে জমছে মধু  
 চোখে চোখে চাওয়া শুধু  
 গন্ধে মাতাল অন্ধ হয়ে  
     ভোমরা ঘুরে কাঁদে গো ॥

## (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

যদি আসতে পার তুমি দুষ্টর মরু পেরিয়ে  
 যদি দেখতে চাও তুমি মেঘে ডোবা চাঁদ  
 যদি একটি দীর্ঘশ্বাসের কাঁপা শব্দ শুনতে চাও  
     তবে আলতা রাঙা দু'পায়ে  
 চুপিসারে এসো মোর ঘরে ॥  
 জীবনের গান কেন থেমে আছে  
     জানতে যেও না তুমি,  
 সাগরের ঢেউ কেন কেঁদে মরে  
     ভিজে কেন সৈকতভূমি,  
 প্রশ্ন করো না তুমি মোরে ॥  
 আকাশের রঙ কেন হল ফিকে  
     একথা শুধায়ো না আর,  
 গাছে গাছে কেন ঝরে যায় পাতা  
     মিছে আসা কেন আরবার—  
 অকারণে আমায় স্মরে ॥

খুঁজে খুঁজে ফিরেছি ভুবন পাই নি তোমার ঠিকানা  
সুরে সুরে ভরে দিয়ে মন, তবু তুমি রইলে অজানা ॥

তুমি কি দূরের নীহারিকা,  
ছায়াপথের ওগো পথিকা  
আছো কি নীলিমায় মিশে  
সেখানে কি যেতে মোর মানা ।

ফুল ফোটে বারে পড়ে ঘাসে  
শিরিষের ডালগুলি কাঁপে তরাসে  
আমার নাম ধরে কেউ ডাকে না ।

আকাশের গাঙ্গে তরী বেয়ে  
খুঁজে আনবো তোমায় ওগো মেয়ে,  
লুকোচুরি খেলা আর খেলো না,  
ঠিক আমি খুঁজে পাবো ঠিকানা ॥

## আধুনিক গান

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

গোধূলি বেলা, শেষ হলো খেলা  
প্রশ্ন রেখে গেলাম,  
নিটুর পৃথিবী কী দিলে আমাকে  
কী নিয়ে বিদায় নিলাম ।

বাহারি যত মরসুমী ফুল  
ফুলদানিতে ঠাই পেল,  
অজানা অচেনা বনের ফুলেরা,  
নীরবে কেন ঝরে গেল ?

বনের ফুলের ব্যথার নালিশ  
তোমায় জানিয়ে গেলাম ॥

সাত মহলের মর্মর তলে হাসি আলোর ফোয়ারা  
পথে ফুটপাতে, ভাসে দিনে রাতে অশুব্ন্যাধারা ।

পৃথিবী তোমার ধূলায় জন্মে  
পদধূলি শুধু পেলাম

ধুকুপুকু প্রাণ টিকিয়ে রাখতে  
 কেবলই সেলাম দিলাম।  
 বুকভাঙা দুখে পাণ্ডুর মুখে  
 বিচার চেয়ে গেলাম ॥

## (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

তোমার ওই বৃপের গঙ্গায় ডুব দিয়ে  
 পুণ্য তুলে আনলাম।  
 তোমার ওই কালো হরিণ চোখে  
 মেঘের কাজল দেখলাম।  
 অমি হারিয়ে গেলাম, আমি হারিয়ে গেলাম ॥  
 কাঁঠালি চাঁপার রঙ ছুরি করে নিয়ে  
 গন্ধরাজের আতর ছড়ায়ে দিয়ে  
 অস্তরাগের রঙ মেখে দুই ঠাটে  
 তুমি হাসলে, আমি হাসলাম ॥  
 উদাসী বাটুল একতারা নিয়ে হাতে  
 কী গান গাইলে নীরব নিশ্চুতি রাতে  
 হঠাৎ গানখানি থামিয়ে দিয়ে  
 তুমি কাঁদলে, আমি কাঁদলাম ॥

ওগো সুন্দর তুমি দাঁড়াও ক্ষণিক যেও না, যেও না।  
 চঞ্চল আজি কেন হে পথিক, নিত্য নবীন বর্ণ ॥  
 তুমি আনন্দ, তুমি হে যৌবন, রসের ঝর্ণাধারা।  
 রঙরসে গড়া মায়ার স্বপ্ন ভেঙে দিও না—দিও না ॥  
 ঈশান কোণে বিষাণের সুর, তুমি কি নেবে গো ছুটি,  
 কিশলয় দলে কেঁদে কেঁদে সারা, পলাশ পড়িছে লুটি।  
 তোমার স্মৃতির সুরভি নিয়ে চলবে দিনগোনা,  
 বর্ষশেষে দাঁড়িয়ো গো হেসে, রাঙাতে হৃদয় আঙিনা ॥

## আধুনিক গান (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

তোমার স্মৃতির সাতরঙ্গ দিয়ে  
গড়বো রঙমহল।  
সোপানে সোপানে তব নাম লিখে  
ফোটাবো—ব্যথার শতদল ॥

মনে পড়ে আজো বকুল ঝরা সন্ধ্যা  
দিয়েছিলে হাতে, হৃদয়ের সাথে, গুচ্ছ রজনীগন্ধা,  
গোমতীর ধারা বয়ে বয়ে চলে  
তুমি শুধু অচঙ্গল ॥

কাছে নেই বলে তুমি নেই—তা মিছে  
স্মৃতির মর্মে, সোনার আসনে, আছ ওগো তুমি বসে।  
মনে পড়ে আজো শরৎ চাঁদনী রাতে  
জোছনা-স্নান, প্রেমসুধা পান, করেছি এক সাথে  
আজ আলোকবন্যা রচে বেদনা  
চোখে আনে শুধু জল ॥

(আকাশবাণীতে প্রচারিত এ মাসের গান—জুন, ২০০২)

আকাশ তোমার নীল সোনা হাসি চাই না,  
কালো কাজল পর দুঁচোখে জলভরা তা থাক না ॥  
আকাশ তুমি কি, ধরার কামা শোন না—  
নবাঞ্জুরের বুকের ব্যথা বোঝ না  
কদম কেয়ার মুখে হাসি—  
ও আকাশ, একটু কেন ফেটও না ॥

আকাশ তুমি চোখ মেলে কেন দেখ না  
মরণ শিয়রে তটিনী তড়াগ হয়েছে পাঞ্চুবর্ণা  
মেঘের ওড়না উড়িয়ে দিয়ে  
ও আকাশ, সবুজের গান ধরো না ॥

আমি নতুন সুরে গাইতে পারি নে গান।  
মেঘ জমেছে আকাশ জুড়ে আলোর অবসান ॥

জীৱন সাগৰ মথিয়া মথিয়া, শুধুই উঠেছে গৱল,  
 বুকেৰ মাৰে বিধেছে কাঁটা, বৱছে দু'চোখে জল।  
 সোনাৰ হৱিগ, হয়েছে বিলীন, আশাৰ তাৱকা স্নান ॥  
 কবৰখানায় ভিড় জমেছে, ব্যথায় বাতাস ভাৱি  
 চিতাৰ আগুন, জলছে দ্বিগুণ, প্ৰাণেৰ কাড়াকাড়ি  
 সাহাৱার বুকে হাঁটিয়া চলেছি সুৱ হলো খান্ খান্।

### আধুনিক গান (আকাশবাণীতে প্ৰচাৱিত)

ভালোবাসাৰ অঙ্ক আজ কেন মিলে না।  
 দুয়ে দুয়ে চাৰ যে হতো  
 আজ আৱ বৃঞ্ছি হয় না ॥

অঙ্ক-খেদিন মিলতো  
 ভালোবাসা শুধু হৃদয়ে থাকিত  
 প্ৰতিদান নাহি চাইত ;  
 চাওয়া আৱ পাওয়া, দেনা ও পাওনা  
 হিসেবেৰ খাতা খুলতো না ॥

অঙ্ক-কথা ভালোবাসা  
 (শুধু) কথাৰ ফুলবুৱি  
 হৃদয়টাকে বিয়োগ কৱি  
 (শুধু) ভাবেৰ ঘৱে চুৱি  
 লাভ আৱ ক্ষতি, হিসাব নিতি  
 একি সুদেৱ কাৱখনা ॥

আমি জানি নে তোমাৰ ঠিকানা,  
 চিনি না, তোমাৰে চিনি না  
 কি নামে বলে ডাকবো তোমায়  
 ওগো চকিত নয়না ॥  
 নামটি দিলেম নন্দিনী  
 (কৱি) হৃদয় কাৱায় বন্দিনী  
 রঙ তুলি নিয়া চলেছি আঁকিয়া  
 নানা রঙেৰ আল্পনা ॥

(তোমায়) দেখেছি জোনাকি আলোয়  
 আবছা আঁধারি কালোয়  
 তোমার দু'চোখে, বিজলী চমকে  
 বুকে মোর আনাগোনা ॥  
 নাই বা তোমায় চিনলেম  
 নাই বা তোমায় জানলেম  
 স্বপনের জালে বুনবো তোমায়  
 মানস প্রতিমা রচনা ॥

### (আকাশবাণীতে প্রচারিত, ‘এ মাসের গান’)

আমার প্রেমের সাঁবোর আকাশে, তুমি যে গো ধ্রুবতারা।  
 এলে অমানিশা তুমি দিবে দিশা, যদি হই পথহারা ॥  
 আমার প্রেমের সাতসাগরে তুমি যে উর্মিমালা,  
 আমার বুকের ঝড়ের মাতনে তোমার বুকে দোলা ॥  
 আমার প্রেমের মেঘের মালায়, তুমি যে সৌদামিনী,  
 আমার প্রেমের আলোর বলকে উজল তোমার মুখখানি।  
 আমার প্রেমের নদীর গভীরে, তুমি যে শ্রোতধারা,  
 তোমার প্রেমের জোয়ারে ভেসেছি মোহনায় হব হারা ॥

### আধুনিক গান

ও সারি, তোর রাই কেন আনমনা,  
 ফুলের দোলা বেঁধেছি যে  
 দুলব দোদুল দোলনা,  
 (ও সারি) বল গে, তারে বল না ॥  
 কৃষ্ণচূড়ার আগুন লেগেছে বনে,  
 প্রেমের আগুন জলছে দিগুণ  
 বিরহীর প্রাণে প্রাণে ;  
 পলাশের আঙিনায়  
 মিশে যাবো দু'জনায়  
 আর তো দেরী প্রাণে সহে না ॥

আমের মুকুলে তরু গুণ্গুন  
 বিম-ধরা ভোমরার ফাগুন  
 বিরি বিরি বাতাসে  
 চোখ-বোজা আলসে  
 দুলবো দোদুল দোলনা ॥

## (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

আগুন যদি জলে জলুক  
 নেভাতে তা চাই না।  
 মোর আগুনের উষ্ম ছোঁয়া  
 তামার মনে লাগুক না ॥  
 অশু যদি বারে বারুক  
 “ খুচতে আমি চাই না,  
 আমার চোখের অশুধারা  
 তুমি কি মুছে দেবে না ॥  
 কথা যদি নাই-বা ফুটে  
 কথা আমি বলবো না  
 মোর না-বলা বাণীধানি  
 তুমি কি তা বুঝবে না।  
 সুর যদি হারিয়ে ফেলি  
 খুজে তা তো আনবো না ;  
 তোমার সুরে গাই যদি গান  
 তুমি কি তা মানবে না ॥

এই প্রভাতের আলো—  
 পাখিদের ওই গান—  
 নীল সাগরের ঢেউ নদীর কলতান  
 ওরাই আমার সুর, ওরাই আমার গান ॥  
 ফুলের এই গন্ধ, বাতাস মৃদুমন্দ  
 জাগায় কত ছুঁড়, জাগায় আমার প্রাণ ;  
 ভালোবেসেছি তাই ধরণীরে, দিয়েছে যে অফুরান ॥

আকাশের নীলিমা, বাতের চল্দিমা  
 সবুজের সুষমা পেয়েছি কত না দান  
 ওরাই আমার কবিতা, আমার তুলির টান ॥

## আধুনিক গান

আবার এসো গো ফিরে  
 ওই গোমতীর তীরে,  
 আলোয় ভেজা পাখিরা সব  
 আসছে ফিরে নীড়ে  
 তুমি কেন দূরে, কোন্ অগম ওপারে ॥  
 বাঁশের বনে পাতার সনে  
 হাওয়ার মধুর খেলা  
 করই শাখায় চামর ঢোলায়  
 নিঝুম দুপুরবেলা,  
 তুমি রইবে কেন দূরে, চোখের ওপারে ॥  
 জুমের ক্ষেতে যেতে যেতে  
 প্রাণের উচ্ছল হাসি  
 বনের ছায়ায় মিলন মায়ায়  
 রাখালিয়ার বাঁশী  
 অলস পারে, শীতল ছায়ে এসো ধীরে ধীরে ॥

লংতরাইয়ের সবুজ বনে  
 টঙ্গ ঘরেরই আঙিনায়,  
 বনবালা গাঁথছে মালা  
 কৃষ্ণচূড়া তার খোঁপায় ॥  
 বনফুলের ভূষণে তার  
 চমক লাগায়,  
 ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি  
 পুঁতির মালায় ॥  
 রঙবেরঙের রেশমী চুড়ি  
 রামধনু গড়ায়,

টুংটাং টুংটাং টুংটাং টুংটাং

জলতরং বাজায় ।

রাঙা পায়ে মল পরে সে

বনপথে যায়

বুমুর বুমুর বুমুর বুমুর

নৃপুর বাজায় ॥

ক্লান্ত আমি শ্রান্ত পথিক মানুষের দেখা পেলাম না

দুয়ারে দুয়ারে মরেছি ঘুরে আগল খুলতে পারলাম না ॥

সবাই রয়েছে বোতাম সেঁটে কেউ যে বোতাম খুলে না

ভেতরে চলেছে ফণ্ডিফিকির ধান্দাবাজীর কারখানা ॥

সুধা-ঝরা মুখে, কথা ফুলবুরি সবাই কত আপনা,

বিছৈর বাঁশী বাজে দিবানিশি, খুলে দেখ তার ঢাকনা ।

গোলাপের হাসি বড়ো ভালোবাসি, গোলাপের তরে সাধনা,

কাঁটার জ্বলা সয়েছি যে শুধু, গোলাপ তোলা যে হলো না ॥

## আধুনিক গান

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

ভোরাই বাতাসে ভোরাই সুরে

ভেসে আসে কার গান,

ওগো কমলিনী মেলো গো নয়ন

ডাকে তোমা দিনমান ॥

তোমার খোঁজে হৃদয়বলাকা

চলেছে পুষ্পরথে

পাখা দুটি মেলে আপনারে তুলে

অফুরান আশমান ॥

চট্টল বাতাস করি জলকেলি

আঁকিছে আলিম্পন,

সোনার আখরে চিঠি এলো ঘরে

তোমার নিমন্ত্রণ ।

সবুজের সাথে সোহাগ মিশিয়ে  
 রচেছি তোমার পথ  
 চুপি চুপি পায়ে এসো তুমি প্রিয়ে  
 কৃজন ধরেছে তান ॥

তোমায় শোনাতে নিঝুম রাতে, গেয়েছিনু কত গান,  
 ব্যথার সেতারে ডেকেছি তোমারে তবু কেন অভিমান ॥  
 তুমি কি আলেয়ার আলো  
 কভু আলো কভু কালো  
 তুমি কি ক্ষণিক বিজলী চমক  
 জোনাকির মত স্পন্দমান ॥  
 আমার গানের তরীখনি প্রেমের পসরা নিয়ে  
 তোমার ঘাটের নিশানা ধরে ভেসে চলেছি প্রিয়ে ;  
 তুমি কি মরীচিকা  
 আঁধারের যবনিকা  
 তুমি কি রাতের নীহারিকা  
 ছায়াপথে তাসমান ॥

(নারীকষ্টে) বলো বলো, কথা বলো  
 চোখ মেলো মুখ তোলো  
 না না না, অবহেলা করো না আমায়,  
 দুটো কথা, মিঠে কথা  
 প্রাণের কথা, মনের কথা  
 তেতে-ওঠা প্রাণটা জুড়ায় ॥

(পুরুষ)      আমার কথা বলছে শোন  
 সাগরের ঢেউ  
 তুমি তো তা বুঝতে পারো  
 যদি না বোঝে কেউ  
 পাতো কান, শোনো গান  
 গাই গান শোনাতে তোমায় ॥

- (নারী)      ঢেউ আসে ঢেউ যায়, কোথা যায় কি চায়,  
                       নাই যে জানি আমি তায়  
                       চলচল চঙ্গল, বুদ্ধুদ অবিরল  
                       ক্ষণে ক্ষণে নিজেরে হারায়।
- (পুরুষ)      শোনো শোন ভুল কেন  
                       ঢেউ এসে ভালোবেসে  
                       হেসে হেসে শেষে মেশে, বালুকা বেলায়,  
                       আমিও এসে অবশেষে  
                       হারিয়ে যাবো তোমারই বেলায় ॥

### আধুনিক গান

ঝিলের জলে শাপলা শালুক  
 ধানের ক্ষেতে ডাকছে ডাহুক  
 জোড় কাঠিতে বাজছে যে ঢাক  
                       হৃদয় আঙিনায়।  
 আকাশ-গাঙে ভাসিয়ে ভেলা  
                       যাছ গো কোথায় ॥  
 কমলকলি ঘোমটা খুলি  
 অনুরাগে উঠছে দুলি  
 অমর সে শুধোয় তারে  
                       কাহার প্রতীক্ষায়,  
 ভীরু নয়ন মেলে তুমি  
                       ডাকলে ইশারায় ॥  
 কখন হাসি কখন কান্না  
 মর্ম তোমার বুঝিলাম না  
 ধরা দিয়ে রও অধরা  
                       কোন্ সে মায়ায়  
 লুকোচুরি খেলছ কেন  
                       রৌদ্র ছায়ায় ॥

## আধুনিক গান

জীবনের একি খেলা ।  
 দিশাহীন শ্রোতে ভেসে চলে মোর জীবন-মরণ ভেলা ॥  
 মেঘে মেঘে মোর ভাগ্যগগন, ছায় চিরতরে, ভাগ্য লিখন,  
 বজ্ঞ-আহত জীবনে আমার পেলাম শুধুই হেলা ॥  
 আঁখি আজ কেন মানে না বাধা ঝরেই অবিরল  
 এ জীবনে বুঝি বন্ধ হবে না নয়ন অশৃঙ্গল ।  
 দুঃখের আগুনে জ্বলছে হৃদয়, চিতার আগুনে কায়া,  
 জীবনের খেলা সঙ্গ হোক আজি, এ যৌবন বেলা ॥

চলে গেছ তবু কেন জেগে থাকে কথা  
অতীতের কথা থেকে থেকে কেন  
দিয়ে যায আরে বাথা ॥

জানি জানি প্রিয়ে পাবো না তোমারে  
 ভালোবাসা মোর আজও কেঁদে মরে  
 হারানো সেদিন তবু কেন মোরে  
 নিয়ে যায় তুমি যেথা ॥

স্মৃতি যত আছে ভুলে যেতে চাই  
 ভুলিতে না পারি প্রিয়ে  
 মরীচিকা জেনে তবুও ছুটেছি  
 মরণকে হাতে নিয়ে ।

এ জীবনে যদি না পাই তোমারে  
 পরজনমে এসো মোর ঘরে  
 একটু হাসি রেখো মোর তরে  
 একটু প্রেমের বারতা ॥

### আধুনিক গান (আকাশবাসীতে প্রচারিত)

তুমি কি গো সোনার হরিণ হয়ে রইবে  
 কত কাল তব পিছে ঘুরে মরবো মিছে  
 কত কাল অধরা রইবে ॥

কেন তবে ডেকেছিলে ভোরের বেলায়  
 পাশে এসে বসেছিলে বকুল তলায়  
 না-বলা কত কথা  
 গভীর মরম ব্যথা  
 বলো ওগো, কবে তুমি শুনবে ॥

তুমি কি গো মায়ামৃগ মায়ার খেলায়  
 দিশাহীন পথে তুমি ডেকেছো আমায় ।

পার হয়ে যাও যদি দিগন্ত রেখা  
 আকাশের ওপারে কি পাবো ওগো তেমার দেখা  
 থামো শুধু একবার  
 কত ব্যথা দেবে আর  
 আর কত লুকোচুরি খেলবে ॥

ও দয়াল, খাঁচার দরজা খুলে দাও না।  
বাইরে যে যেতে মানা, ঝাপটে মরি ডানা  
খুঁজে মরি অসীমের ঠিকানা ॥

(দয়াল) ওই যারা নীল আকাশে  
করছে আলোকের স্নান,  
কঢ়ে ওদের হৃদয় উপচে পড়া  
কত সুব কত হাসি গান ;  
(দয়াল) আমি ভুলে গেছি গান, হারিয়েছি প্রাণ, মোর গান সে তো শুধু  
কান্ না ॥

(দয়াল) ওই যারা সবুজের দেশে  
হাওয়ায় যায় ভেসে সুখে  
ফাগুনের টানে ভালোবেসে  
অনুরাগে চোখ রাখে চোখে ;

(দয়াল) আমার জীবনে আগুন, শুধুই বুকে আগুন, এ আগুন কভু কি গো  
নিভবে না ।

দয়াল, ওই দেখ কিশলয় দলে  
আমায় ইশারায় ডাকছে,  
ওই দেখ বনময়ূরী  
রাঘবনু পেখম মেলছে ;

(দয়াল) তুমি কি শোন না, আমার কান্না, সোনার শিকলি আমি চাই না ॥

## আধুনিক গান আমার মাধবীলতা

নশ্ননীরব, আঁখি দুটি তব, মায়াময় কোমলতা ॥  
সুদুরের চাঁদ, তোমার আশায় ছড়ায় চন্দ্রিমা,  
সুদুরের বায়ু ডাক দিয়ে যায়, ডাকে তোমা নীলিমা,  
চপল আলোকে জোনাকিরা ডাকে, প্রাণে কত আকুলতা ॥  
হিয়ায় আমার মধুর গীতি  
জাগিছে তোমায় স্মরি,  
তোমার সুধা সৌরভে মোরে  
দিয়ো—দিয়ো গো ভরি ।

কুঞ্চবনের বাণিতা তুমি বন-মাধবীলতা  
 বনের মরমে, লাজেশরমে, তোমারই মর্মকথা,  
 আমার মরমে বল গো মরমী, তোমার হিয়ার বারতা ॥

ও যে প্রাণ নিল  
 ও যে মন নিল  
 ও যে জাত নিল মোর, কুল নিল মোর, হরিণ চোখের হাসি,  
 নয়ন বাণে করলে মোরে, ও তার হৃদয় কারাবাসী ॥

(ও তার) হাসির শতদলে  
 দেখি, লক্ষ মানিক জুলে  
 সেই আগুনে পরাণ আমার জুলছে দিবানিশি ॥  
 নয়নের বাঁকা বাঁকা বাণ  
 প্রাণ করে আনচান্  
 ধনকে নাচায়, প্রাণকে হাসায়, ছড়ায় খুশির রাশি ।  
 নয়নে নয়ন পড়িলে  
 জুলি স্নিগ্ধ অনঙ্গে  
 ও অনল জালায় না পোড়ায় না, পরায় প্রেমের ফাঁসি ॥

## আনুষ্ঠানিক

### (কুষ্ট নিবারণ সপ্তাহ উপলক্ষে রচিত)

অঙ্গে ক্ষত রক্তধারা চক্ষে অশ্রুধার  
 কুষ্টরোগে জরোজরো, কাতর ক্রন্দন অভাগার (শোনো) ॥  
 তোমার আমার ভাইবন্ধু রোগে কষ্ট পায় (ভাইরে, ভাই শোনো বলে যাই)  
 ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বলে (সবে) মুখ ফিরায়ে যায়,  
 (শোনো) অচুত নয়রে কুষ্টরোগী, জেনে রাখ এইবার ॥  
 স্মেহ ভালবাসা দিয়ে কাছে টেনে আনো,  
 ভালোবাসা পেলে রোগী, আরোগ্য হয় জেনো,  
 নয় রে এ রোগ পাপেরই ফল নয় রে অভিশাপ  
 (ভাইরে ভাই, শোনো বলে যাই)  
 ঘৃণা করি অভাগারে করছ তুমি পাপ  
 আর ঘৃণা নয়, ভালোবাসা, শপথ হোক গো স্বাকার ॥

(২)

## (বাউল গীতির সুর)

রোগ কুষ্ট, না হয় দুষ্ট, বুষ্ট হইয়ো না।  
 আমি বলছি স্পষ্ট, এ রোগ-কষ্ট, পাপে সৃষ্ট হয় না ॥  
 শিষ্ট বিশিষ্ট জন, করহ শ্রবণ  
 কুষ্টরোগে ঘৃণা করা শুধুই অকারণ (ও ভাই)  
 ধর হৰ্ষ কর স্পর্শ সংকৰণ ঘটবে না ॥  
 দিয়ে পাপের ছাপ, বাঢ়াও রোগীর তাপ,  
 ভুল করছ বাপ (এ রোগ) নয়কো অভিশাপ,  
 শ্রীচৈতন্য-গান্ধী-শ্রিস্ট করলেন কুষ্টরোগীর ভজনা ॥  
 একটি অমুখ কুষ্ট রোগে খাসা  
 সর্বোত্তম অযুধ জানবে নামটি ভালোবাসা,  
 (দাও) ভালোবাসা, জাগাও জাগাও আশা, ঘুটবে রোগ যন্ত্রণা ॥

### আনুষ্ঠানিক (নারী মুক্তি বিষয়ক)

আমি কোথায় রাখি বেদনা,  
 আমি কব কারে বেদনা,  
 নারীর দুঃখ প্রাণে সহে না ॥  
 (নারী) জঠরেতে ধারণ করল  
 দশমাস কত কষ্ট সইলো  
 (মোরা) সেই মায়েরই করছি অপমান—  
 মদমত স্বামীর হাতে  
 লাক্ষ্মা তার দিনে রাতে,  
 (নারীর) দুই চোখেতে জলের ধারা  
 সইতে আমি পারি না ॥  
 পণের তরে মরছ পুড়ে, ধৰ্মণ গঞ্জনা,  
 তোমার জীবনতরী শাশান ঘাটে করছে আনাগোনা।  
 জাগো নারী আদ্যাশস্তি  
 শিকল ছিঁড়ো পাবে মুক্তি

গজে ওঠো ভুজঙ্গ সমান—  
 আগুন জলুক তোমার চোখে  
 মাতঙ্গিনী তোমার বুকে  
 ঘরের কোণে পড়ে পড়ে, আর তুমি মার খাইও না ॥

## আনুষ্ঠানিক (প্রতিবন্ধীদিবসের গান)

একথা জানিস ওরে—  
 পৃথিবী সবার তরে,  
 পূর্ণঅঙ্গ অঙ্গহীন  
 কাজ কিরে সে বিচারে ॥  
 অবহেলা করো নাকো প্রতিবন্ধী জনে,  
 ভাগ করে খাও, দানাপানি তাদেরই সনে ;  
 একই বাতাস জীবন জুড়ায়  
 এক আকাশ যে মাথার পরে ॥  
 যারা আছ নিখুত দেহী কত না গৌরব,  
 অঙ্গহীনের মনের ব্যথা, কর অনুভব ;  
 ভাগ্য দোষে অঙ্গ হারায়, দায়ী তারে করো নারে ।  
 হও গো সবে প্রতিবন্ধীর ষষ্ঠির মতন  
 নিজে বাঁচ, ওদের বাঁচাও, ওরা আপন জন,  
 (ওরা) হাসুক বাঁচুক পৃথিবীতে সমান অধিকারে ॥

## (অন্ধত্ব নিবারণ দিবস উপলক্ষে রচিত)

আলো দাও—আলো দাও—  
 অন্ধজনের চোখে, আলোর তিয়াসা, দৃষ্টিহীনে আলো দাও ॥  
 আঁধারের যবনিকা জীবন ভরে,  
 নয়নের তারা শুধু কেঁদেই মরে,  
 আলো কর দান, ফিরে পাক প্রাণ,  
 রূপরস চোখে এনে দাও ॥

আমার গানের মালা

প্রতিদিন প্রভাতে সোনার কিরণমালা  
 করিতেছে নিশা অবসান,  
 চিররাত্রি অমানিশা, নাই যে আলোর দিশা  
 অন্ধজনের কাঁদে প্রাণ।  
 মৃত্যুর পরে যত চক্ষুশান, নয়ন দুখানি তব করে যাও দান।  
 ফিরে পাক, ফিরে পাক  
 দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, আজি সবে ডাক দিয়ে যাই ॥

### (শিশু দিবসের গান)

ওরা যে নবীন কিশলয়।  
 ওরা তো অবহেলার নয়,  
 ওরা যে সুর ও ছন্দ, মধুর গন্ধ  
 আনবে ধরাময় ॥  
 ওরা যে মোদের চোখের আলো  
 ওদের বাসতে হবে ভালো  
 ওদের গড়তে হবে শক্ত সবল  
 সতেজ ও নির্ভয় ॥  
 ওরা যে সাতরাজারই ধন  
 ওদের গান জাগবে সারা বিশ্ববন  
 খেলবে ছুটবে হাসবে ওরা  
 জয় শিশুদের জয় ॥

### আনুষ্ঠানিক (প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে গীত)

একটু স্নেহ ভালোবাসা  
 একটু প্রাণের সম্ভাষণ,  
 অঙ্গহীনে বুকে টেনে  
 নতুন আশার আলো কর সঞ্চারণ ॥  
 সসঙ্গেকাচে ভয়ে লাজে  
 দাঁড়িয়ে আছে তব পিছে

অশ্বু মোছায়ে বেদনা ঘোচায়ে  
 সাথের সাথী করে, করহ বরণ ॥  
 ওরা অক্ষম নয়, ওরা সক্ষম  
 জীবনের যুদ্ধে ওরা বীর সৈনিক  
 নয়কো নয়কো অক্ষম।  
 মৌনমুখে ফোটাও ভাষা  
 বুকে ওদের জাগাও আশা  
 জয়ের তিলক পরাও ললাটে  
 অঙ্গাহীনে কর অঙ্গস্থাপন ॥

প্রতিবন্ধী বন্ধু সবে জাগো  
 সিন্ধু-সম গর্জে ওঠো জাগো  
 তোমরা বলীয়ান, তোমরা গরীয়ান  
 পিছে পড়ে থাকা অকারণ ॥  
 অষ্টাব্দক তুমি, জলে ওঠো, ঝৰিসম তেজে,  
 ভস্ম করহ তারে, যে দেয় বাধা তব কাজে  
 (তুমি) বিশ্ব দেবতার, বামন অবতার  
 দীপাবলীর শিরে রাখহে চরণ ॥  
 জড়ভরত কে বলে তোমায় স্নেহের পারাবার,  
 মা-হারা মৃগশিশুর তরে জন্মিলে আরবার।  
 ধূতরাষ্ট্র তুমি, অন্ধ নয়নে মহাবলী  
 লৌহভীমে চূর্ণ কর, মহা শক্তিশালী  
 তুমি রাজা তুমি ঝৰি, জগন্নাথের রশি  
 টান মারো। সম্মুখে তব জয়ের তোরণ ॥

### বৃক্ষরোপণের গান

গাছ লাগাই, গাছ লাগাই, নাছ লাগাই  
 একটি গাছ, একটি প্রাণ, এই কথা জানাই ॥  
 গাছে গাছে ভরে দেব ধরা  
 আয় সবে আয় করি ত্বরা,

দুষণে বিদায় দিতে  
বক্ষরোপণে মেতে  
বীজ হাতে, চারা হাতে  
এসো হে সবাই ॥

## আনুষ্ঠানিক

(পণ্পথা বিরোধী সপ্তাহ উপলক্ষে রচিত)

চোখের জলে বক্ষ ভাসে, গোমতীর ধারা বয়,  
হায়রে সমাজ নিয়ুর সমাজ, কেউ না বধূর কথা কয় ॥  
(বধূর) সাধ ছিল, স্বপ্ন ছিল, ছিল কত ভাবা  
কাচের মত ভেঙে চৌচির বধূর বুকের আশা  
পণের তরে স্বামী শ্বশুর বলির খড়গ হাতে লয় ॥  
মানুষের দাম নাইরে ওভাই, টাকা গয়নার দাম,  
সভ্যলোকের জঘন্যরূপ, পণ ঘৃণ্য কাম  
সরলা অবলা বালা, কত সাধে গাঁথল মালা  
গায়ে আগুন গলায় দড়ি, দিনে রাইতে জালা  
হায় রে পণ ! ধিক্ শতাধিক ! তোর যেন রে মরণ হয় ॥

## আনুষ্ঠানিক

(সাক্ষরতার গান)

চল পড়ি—

দেশ গড়ি—

যত নিরক্ষর  
হবো সাক্ষর  
পাবো নতুন জীবন ॥

টিপসই আর নয়  
অশিক্ষা হবে লয়  
জড়-বুকে জাগে চেতন ॥  
জ্বালবো জ্বানের আলো  
ঘুচাবো মনের কালো

উঁচু শিৰ দাঁড়াবো যে সবে,  
লেখা পড়া কৱে যে  
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে  
জানো নাকি লেখা পড়া মূলধন ॥

সুখেৰ জীৱন চাই  
দুঃখ আৱ নয় ভাই  
লেখাপড়া শিখি সবে স্বতন,  
শ্ৰমিক কৃষক ভাই  
পড়া বিনে গতি নাই  
এসো এসা শিক্ষাৰ অঙ্গন ॥

### আনুষ্ঠানিক

(দুৱিদৰ্শনে ‘অধিকাৰ’ টেলিফিল্মে সম্প্ৰচাৰিত)

তবেৰ বাজাৰ কি চমৎকাৰ ঠগেৰ কাৱখানা ।  
(ওয়ে) আসল নকল বোৰা যে ভাৱ পিতল দিয়ে কয় সোনা ॥

লাভেৰ লোভে কিছু কাৱবাৰী  
খাদ্যে পণ্যে দিয়ে ভেজাল, ঘটায় মহামাৰী ;  
অৰ্থ আতুৰ হয় যে মানুষ দুঃখে পৱাণ বাঁচে না ॥

যোল আনায় দেয় বারো আনা  
সওদা কৱতে গিয়া রে ভাই, হিসাৰ পাইলি না,  
ওজন মাপে ধান্দাবাজী, নিত্য ক্ৰেতাৰ বঞ্চনা ॥

কোথায় যাৰ কি কৱিব, কোথা গেলে বিচাৰ পাৰো  
তাই তো জানি না ।  
ঠকছি মোৱা মুৱাছি মোৱা বিচাৰ তবু মিলে না ॥

### ক্ৰেতা স্বার্থ বিষয়ক

ক্ৰেতা যত, ভোক্তা যত হও সচেতন ।  
প্ৰতিবাদী হও গো সবে সাহস কৰং অৰ্জন ॥

ক্ৰেতা স্বার্থ রক্ষায় আছে বিশেষ আদালত.  
সেইখানেতে দণ্ড যে পায় ব্যবসায়ী অসৎ ;  
উকিল মোক্তাৰ টাকাকড়ি সে মামলাতে লাগে না ॥

ক্রেতাস্বার্থ রক্ষার তরে আছে যে সমিতি,  
বিনামূল্যে সহায়তা করছে তারা নিতি।  
তাই তো বলি ক্রেতা যত হও গো জাগরণ  
আইন আদালত তোমার শক্তি ভোক্তা সংরক্ষণ।

### (প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে রচিত গান)

শৌযবীর্যে ওঠ জেগে। প্রতিবন্ধী, কিসের ভয়।  
নওকো দুর্বল, তোমরা সবল, করবে তোমরা বিশ্বজয় ॥  
গিয়েছে অঙ্গ, বিকলাঙ্গ, রণেতে ভঙ্গ দিও না ভাই,  
হও আগুয়ান, উন্নত শির, অবনত শির কখনও নয় ॥  
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য চিত্তে ধর অমিত বল,  
দুঃখ সাগর মন্থন করে তুলে লও অমৃত ফল।  
অন্ধ, খঙ্গ, আতুর, বধির, নও গো তামরা শক্তিহীন  
সূর্যতেজে, ওঠো ওঠো জ্বলে, জীবন কর দীপ্তিময় ॥

### আনুষ্ঠানিক

#### (এইড্স দিবস উপলক্ষে গীত)

অভিযান—কর অভিযান।  
এইডস মহারোগ মৃত্যুর হয় দৃত  
এ রোগের কর অবসান ॥  
এইডস-এর ভাইরাস দেহের রক্তে গিয়ে মিশছে,  
জীবনকে তিলে তিলে মরণের পথে নিয়ে যাচছে  
নানা রোগে জর্জর  
মৃত্যুর গহুর  
সময় থাকতে সবে হও সাবধান ॥  
কামের মোহজালে অবাধ মিলন যারা করছে  
রস ও রক্ত মিশে জীবনটা হয় মিছে  
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।  
যৌন জীবনে চাই সংযম  
বিষপান কেন কর, পিছে যম  
হও সবে হুঁশিয়ার,  
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার  
এইডস-এর বাসা ঢেঁড়ে কর খান খান ॥

## (ড্রাগ বিরোধী দিবস উপলক্ষে রচিত)

অভিযান—করি অভিযান।

ড্রাগের নেশা, সর্বনাশা, এ নেশার হোক অবসান ॥

কালনাগিনী তার বিষের ছেবল শুধু মারছে

জীবনকে তিলে তিলে মরণের পথে শুধু মারছে

দেহ বিষে জর্জর, মৃত্যুর গহুর

রচো নাকো ভাই সব করি সাবধান ॥

ড্রাগের ড্রাগনটা আঁধার সুড়ঙ্গ পথে ঘূরছে,

মোহজালে নাগপাশে তরুণ-তরুণী সবে বাঁধছে,

ছিম করো, ছিম করো এই বেশাজাল

জেনেশুনে বিষপান আর নয়, লও ঢাল

হও সবে ঝুসিয়ার, ঝুসিয়ার, ঝুসিয়ার

ড্রাগের ঘূমুর বাসা, ভেঙ্গে করো খানখান ॥

## (ড্রাগ বিরোধী টেলিফিল্মে, দূরদর্শনে গীত)

জীবন রতন অমূলাধন, হেলায় ফেলিস না।

মন পিঁজরায় নেশার পাখি, (তারে) শিকলি দিয়ে বাঁধ না ॥

মাদক নেশা মায়াবিনী, করে যদি টোনাটানি,

বাঁচাবি কেমনে,

সংযমেরই তালার মাঝে চাবি এঁটে দে না ॥

নেশার আগুন জ্বললে চিতে গো,

পোড়ায় অঙ্গ দিনে-রাতে ও যে নিভে না,

এই আগুন চিতার আগুন, জল না ঢাললে নিভে না ॥

ওগো নেশার পাতা মরণ ঝাঁদে গো,

দিস না রে পা মনের সাধে, ও ঝাঁদে কেউটে করে বাস

তোর সাধের জীবন বাদ ( সাধে, কাল সাপেরই দংশনা ॥

## আনুষ্ঠানিক

(আগৱতলা 'শহীদ ভগৎ সিং' যুব নিবাসেৰ উদ্বোধন অনুষ্ঠানেৰ জন্য রচিত)

যুব নিবাস মিলন অঙ্গন করো সবে উজ্জ্বল।  
 এসো দীপ্তি সূৰ্য চিত্ৰ যৌবন চঙ্গল ॥  
 বেঁচে থেকে মৰে থাকা আৱ নয়  
 জীৰ্ণকে মাৰো ঘা দুৰ্জয়  
 হাওড়া গোমতীতে, লংতৰাই জমপুইয়ে  
 শোন শোন আহ্বান, যুবাদল,  
 এসো এসো যৌবন চঙ্গল।  
 সবুজ স্বপ্নে ভৱো তোমাদেৱ চোখ  
 প্ৰীতিৰ আসন পাতো বিশ্বেৰ বুক।  
 উচ্চে তুলে শিৰ তৃৰ্য নিনাদে বীৱ  
 তৱঙ্গ তোলো ধৰাতল।  
 ক্ৰীড়াজনে পৱো জয়েৱ মালা  
 বেতলিং শিব করো কিৱণে আলা  
 জাতি উপজাতি মিলে, ত্ৰিপুৱাৱ বনতলে  
 ফোটাও গৱিমা-শতদল।  
 এসো এসো যৌবন চঙ্গল ॥

(চতুৰ্থ উত্তৰপূৰ্বাঞ্চল ক্ৰীড়া উৎসবেৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেৰ জন্য রচিত)

আহ্বান-কৱি আবাহন।  
 আটটি ফুলে সাজাৰ অৰ্য-এশুভ ক্ৰীড়াজন ॥  
 মেঘলোক থেকে এসো এসো নামি  
 ওগো মেঘালয়বাসী  
 অবুগাচলেৱ বন্ধু এসো গো  
 (নিয়ে) অবুগারা হাসি ॥  
 বাজে মুদঙ্গা মঞ্জীৰ ধৰন  
 (এসো) চপল চৱণে মণিপুৱ।  
 এসো তুষারধোত হিমদৃহিতা  
 এসো গো সিকিম সুৱপুৱ ॥

বিহুৰ নৃত্যে বিপুল বিত্তে  
 ভৱ গা চিত্ত আসাম।  
 পাহাড়ি ৰণ্ণা শ্যামলবণ্ণা  
 এসো তুমি মিজোৱাম ॥  
 বাজিয়ে তৃর্যে শৌষবীৰ্যে  
 এসো আজ নাগাভূমি,  
 অধৱা মধুৱা শ্যামল ত্ৰিপুৱা  
 সবাৱে যায় গো নমি ॥

## (স্বনিৰ্ভৱ কৰ্ম প্ৰকল্প)

ও যুবক ভাই ৱে—  
 “ বেকাৱ ভাইৱে  
 ভাবছ কেন বসে বসে ভাই,  
 চাকৱী মৱীচিকাৱ পিছে, ঘুইৱা লাভ নাই ॥  
 ঘুৱলে কত চৰকি ঘোৱা,  
 চাকৱী তবু দেয় না ধৰা  
 চাকৱীৰ খুৱে সেলাম দিয়ে, কাজে লাইগ্যা পড় ভাই ॥  
 নিজেৱ চাকৱী নিজে কৱ, স্ব-নিৰ্ভৱ কৰ্ম কৱ গো  
 হস্তশিল্প, পশুপালন, ঠিকেদাৱী কৱ ভাই ॥  
 টাকায় ভাবনা কৱো কেনে, উপায় আছে নাও গো জেনে গো—  
 ব্যাঙ্ক সমবায় সমাজকল্যাণ দেয় যে ঋণেৱ সুযোগ ভাই ॥  
 বি.এ, এম. এ কৱেছ পাশ, কাটো লাজেৱ নাগপাশ গো,  
 স্ব-নিৰ্ভৱ কাজে লেগে বেকাৱ নামটি ঘুচাও ভাই ॥

## (গৃহৱন্ধী বাহিনী দিবসেৱ জন্য রচিত)

আমৱা হোমগার্ড, গৃহৱন্ধীবাহিনী  
 জ্বালাই আমৱা মঙ্গলদীপ  
 আমৱা শান্তিবাহিনী ॥  
 দেশেৱ সেবাৱ তৱে, আমৱা জীৱন ভৱে  
 থাকবো অটল, চিৱ সচল, এই যে ব্ৰত জানি ॥

আমরা নইকো কভু ক্ষীণ  
 মোদের চিত্ত শঙ্কাহীন  
 গৃহসুরক্ষা, মোদের শিক্ষা, করবো জীবন দানি ॥  
 দুর্গতজনে রক্ষা, মোদের জীবন দীক্ষা,  
 ধর্ম মোদের শাস্তি মৈত্রী, সংহতির বাণী ॥  
 দুর্জনে মোরা করি পদানত সমাজবিরোধী যত  
 উগ্রবাদে নিঃশেষিতে থাকবো মোরা রত ।  
 আমরা জ্ঞলতে জানি তেজে  
 আমরা মরতে জানি কাজে  
 দূর করি সব ভয়ে লাজে, জ্ঞালবো অশনি ॥  
 রাখতে দেশের মান  
 শপথ মোদের প্রাণ  
 আমরা তব বীর সন্তান  
 ওমা ভারত জননী ॥

## আনুষ্ঠানিক

(পরিবার কল্যাণ বিষয়ক)

শতকোটি লোকের ভারে সোনার ভারত টলোমল ।  
 মাইনয়ের মাথা মাইনয়ে যে খায় গো,  
 (দেশে) অশাস্তি আর গড়গোল ॥  
 লোক বাড়ে বছর বছর, বাড়ে না তো জমির বহর  
 অন্নবস্ত্রের নিত্য টানাটানি  
 কোটি কোটি বাড়ছে মানুষ, কাম তো মিলে না,  
 চুরি দারী খুন খারাবি গো, ভয়ে কাঁপে প্রাণখানা ॥  
 অধিক সন্তান আইন্যা ঘরে পাপ করেছি হায় ।  
 ছাওয়াল কান্দে ভাতের তরে পরাণ ফাইট্যা যায় ।  
 দুই সন্তানের বেশি নয়, তবেই সন্তান মানুষ হয়  
 ছেট হেলে সুখী পরিবার—  
 সর্বনাশ যা হৈয়া গেছে, এখন সাবধান,  
 পঞ কর গো জনক জননী, শুধু দুই সন্তান ॥

## (পরিবার কল্যাণ)

(গুরু) নিজের দোষে ডুইব্য মরলাম উপায় দেখি না ।  
ঘর ভইরাছে পুত্র কন্যায় (গুরু) নিত্য নরক যন্ত্রণা ॥  
সাজিয়া সংসারী ঘুরু হৈলাম বে-হিসাবী  
ছয় সন্তানের জনক হৈয়া, (এখন) মহাপাপের ভাগী  
অন্নবস্তু দিতে নারি, দৃঢ় প্রাণে সহে না ॥  
(ওগো) প্রথম সন্তান এখনি নয়, দ্বিতীয়েতে দেরী  
তিনের আগে দুয়ার বন্ধ কর তাড়াতাড়ি  
ছোটো সংসার সুখের সংসার মনে রেখো সর্বজনা ॥

## (পরিবার কল্যাণ)

দেশে গরীবি ক্যান ঘুচে না,  
তোমার অভাব যে ক্যান ঘুচে না,  
দেশবাসী ভাইবা দেখ না ॥  
সন্তান যদি হয় গো বেশি  
তবে হয় তা সর্বনাশী,  
ফলের ভারে ডাল ভাঙিয়া পড়ে  
সন্তান যায় রসাতল  
মাতাপিতার চক্ষে জল  
ছাইলাগুলি গণ্ডমূর্খ, মাইয়ার বিয়া হয় না ॥  
ভগবানের দান কেন কঙ্গ, নিজের অবদান,  
বেহিসাবীর মত নিজে বাড়াইলে সন্তান ।  
পিতামাতার কর্মের ফলে  
সন্তান ভাসে শ্রোতের জলে  
পরিবারে নিত্য হাহাকার  
ফুলের মত শিশু সবে  
আইন্যা কেন কষ্ট দিবে  
দুই সন্তানের বেশি কভু ঘরে আইন্যা না ॥

## (বৃক্ষরোপণ উৎসবের গান)

এসো এসো হে শিশু তরুদল  
 করি আজি আহ্বান।  
 করবো বরণ তোমাদের আজি  
 ভূমিতে আসন দান ॥  
 সুচিকণ তনু শ্যামল বরণ  
 তুমি হে বন্ধু, তুমি হে জীবন  
 ভরো যতনে ধরার অঙ্গন  
 ওগো মর্তলোকের প্রাণ ॥

(চারাগাছে মাটি ছড়ানোর গান)

সন্নেহে আজি রোপিব তরু  
 অঙ্গলি দেব মাটি  
 খাদ্যপুষ্টি দেব তারি সাথে  
 স্যত্ত্ব পরিপাটি ॥

(চারাগাছে জলসিঞ্চনের গান)

এনেছি গো আমি সুশীতল বারি  
 করিব গো সিঞ্চন,  
 সরঞ্জ সজীব হবে তরু দেহ  
 সপত্রে বর্ধন ॥

(চারাগাছের জন্য আলোর আবাহন)

ওগো সূর্য, ওগো আলোর দেবতা  
 ছড়াও সোনার আলো,

তোমার সোনার কিরণ পরাশে  
 তরুর হবে যে ভালো ।

মুক্ত আলোতে বাড়ে শিশু তরু  
 দিনমণি তব স্পর্শ,

তৃষ্ণিপুষ্টি দানো হে সূর্য,  
 জাগাও তরুর হর্ষ ॥

(চারা ও গাছকে বায়ু দানের গান)

মুক্ত পবন এনেছি গো আমি  
 আমার আঁচল ভরে।

কৱিব বীজন, দিয়ে প্ৰাণমন  
 ওগো তৰু তব তৱে ॥  
 (সমবেত কঢ়ে-শিশুতৰুৰ উদ্দেশ্যে)  
 দিনে দিনে তব বিকাশ প্ৰসাৱ  
 হোক গো প্ৰিয়তৰু,  
 পত্ৰপুষ্পেছোয়ে যাক ধৰা  
 বিদায় উষৱ মৰু ॥  
 কৱি নিৰ্মল বিশ্বভূবন  
 প্ৰাণবায়ু কৱি দান,  
 বিষ-অঙ্গাৰ দৃঢ়ণ থেকে  
 কৱাও মৃক্ষি স্নান।  
 এসো এসো হে শিশু তৰু  
 কৱি আজি আহুন ॥

### বৃক্ষরোপণ উৎসবেৰ গান (ফলপূৰ্ণ গাছেৰ উদ্দেশ্যে সমবেত কঢ়েৰ নৃত্যগীত)

চল চল চল আনন্দে।  
 উত্তল হলাম। মাতাল হলাম পাকা ফলেৰ গন্ধে ॥  
 দ্যাখ চেয়ে ঐ রঞ্জেৰ বাহাৰ  
 পাতায় পাতায় লেগেছে তাৰ  
 ফলেৰ রঞ্জে মন রাঙ্গিয়ে  
 নাচবো মোৰা ছন্দে ॥  
 ফলে মোদেৰ তৃষ্ণি  
 ফল আমাদেৰ পুষ্টি  
 ফলে নব সৃষ্টি  
 ফলাহাৰ আনন্দে ॥

### আনুষ্ঠানিক (পৱিবাৰ কল্যাণ বিষয়ক লোকগীতি)

ও মন মাঝি রে—  
 পৱিবাৰেৰ তৱীখানি যদি সুখে বাহিতে চাও—  
 যাত্ৰা তোল একটি দুটি নইলে ডুবে নাও ॥

সংসার সাগরে নিত্য অনটনের ঢেউ  
হাঙ্কা রাখ তরীখানি, ভুল করো না কেউ  
তরী বোঝাই হৈলে পরে তুমি ডুবে যাও ॥  
দাতাকর্ণ পদ্মাবতী সুখে তরী বায়  
বৃষসেন আর বৃক্ষকেতু দুটি যাত্রী তায়  
তুমিও দুই যাত্রী লৈয়া পাল তুলিয়া দাও ॥  
অবতার শ্রী রামচন্দ্র মাতা জানকী  
লখ আর কৃশ দুটি যাত্রী শুধুই দেখি  
রামজানকীর মত রে ভাই, যাত্রীভাৱ কমাও ॥

গুৱ উপায় দেখি না।  
নিজের দোষে বিজে মৈলাম, পরাণ বাঁচে না ॥  
সাজিয়া সংসারী আমি হৈলাম বেহিসাবী  
(এখন) ফলভাবে বৃক্ষভাঙ্গে, খাইতেছি খাবি,  
গুৱ বোৰা শুধু বাড়াইয়াছি, (এখন) ভার বইতে পারি না ॥  
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেন উপদেশ কত  
একটি দুটি সন্তান হলে থাক ভাইবোন মত।  
(আমার) মন চোরায় ধর্মের কথা, শুনেও শুনে না ॥  
গুৱ দিলেন মহামন্ত্র বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য  
না করিলাম পালন মন্ত্র না ধরিলাম ধৈর্য  
(এখন) পুত্রকন্যায় ঘর ভইৱাছে, অভাব যে আর ঘুচে না ॥

## বাবু কালচারের গান (ব্যঙ্গগীতি) (দূরদর্শনে ‘বৈঠক নববর্ষে সম্প্রচারিত) (টপ্পা অঙ্গের গান)

এলো রে ভাই ঘোৱ কলিকাল।  
লালবানৱের পাঞ্চায় পড়ে, কিবা হৈল দেশের হাল ॥  
‘বাবা’ হৈলেন স্বর্গবাসী, পাঞ্চা ডাড়ি এলেন হাসি,  
‘মা’ হৈলেন পচাবাসি, মাস্তী বলে বাজাই গান ॥  
নমঞ্চারের বালাই নাই, এলেন টাটা বাই-বাই,,  
গুড় মর্নিং গুড় ইভনিং লাল বুলিতে ভৱা গাল ॥

প্যান্টশার্ট টাই কোট শ্রীচরণে শোভে বুট,  
 ধৃতিচাদর নাইকো আদর, দাঁড়কাকে ময়ূরের ছাল ॥  
 বাবু নাচে বিবি সঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গে রঞ্জে ঢঙ্গে  
 টুকুটুকু গিলে সঙ্গে বাবুর চরণ টালমাটাল ॥

কখন ডাক পড়িবে ভোজনে ।

চোঁ চোঁ করে পেট, বসে আথি গ্যাট, কহিতে পারিনে শরমে ॥  
 ঘিয়ে ভাজা লুচির গন্ধ, শুকে শুকে হলাম অন্ধ  
 মনে জাগে বড় ধন্দ কখন বসব আসনে ॥  
 রসগোল্লা রসমালাই ক্ষীরতোয়া পান্তুয়া চাই,  
 গুড়া বিশেক দিওরে ভাই, ধরি তোমার চরণে ॥  
 কচিপাঠার মাংস পোলাও, গামলা ভরে এনে দাও,  
 ধার বলো শুধু ‘খাও খাও’ নববর্য ধরণে ॥

---

## তরজা গান

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

বিষয়ঃ প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপন

- ১ম পক্ষ ॥ শুনেন শুনেন বাবুমশাই, শুনেন পঞ্জিন।  
 প্রজাতন্ত্রের কথা কিছু করিব বর্ণন ॥  
 ভারতভূমি সোনার ভূমি প্রজাতন্ত্র হলো।  
 জানুয়ারির ২৬ তারিখ, হরি হরি বল ॥ (জয় প্রজাতন্ত্রের জয়-২)
- ২য় পক্ষ ॥ প্রণাম কবি বাবু মশাই, যত মহাশয়।  
 জিজ্ঞাসিব ওই দাদারে প্রশ্ন কতিপয় ॥  
 দাদা আমার বাকাবাণীশ, নামটি গোবর্ধন।  
 প্রজাতন্ত্রের মানেটা কি বলুক তো এক্ষণ ॥ (দাদা, গোবর্ধন-২)
- ১ম পক্ষ ॥ প্রজাতন্ত্রের মানে জানিস না, মূর্খ কারে বলে।  
 কালো অঙ্কর নাইকো পেটে, যা রে রসাতলে ॥  
 প্রজাতন্ত্র প্রজারতন্ত্র, তন্ত্র মানে শাসন।  
 রাজা গেল সাগরতলে প্রজার সিংহাসন।  
 দেশের শাসন প্রজার হাতে প্রজা মালিক হয়।  
 জনগণের শাসন যেখায় প্রজাতন্ত্র কয় ॥ (ও তুই জেনে রাখ-২)
- ২য় পক্ষ ॥ বাবুমশাইরা—  
 দাদা আমার দেড়কাকুর বীচি তেরো হাত।  
 বড়ো বড়ো বুলি মুখে বড়ো নেতার জাত ॥  
 জনতন্ত্র গণতন্ত্র কত তন্ত্র দিলে।  
 জনগণে শাসন করে কোথায় দেখিলে? (বড়ো-বড়ো বুলি—২)  
 শাসন করে মন্ত্রী যত নামে গণতন্ত্র।  
 জনগণ হয় কল্পুর বলদ, এই তো প্রজাতন্ত্র ॥
- ১ম পক্ষ ॥ বাবুমশাই গো—  
 গোমূর্খ গজমূর্খ বহু প্রকার হয়।  
 এবন্ধি মূর্খের সাথে প্রথম পরিচয়। (গজমূর্খ—২)  
 শুনে জেনে রাখ  
 জনগণে বানায় মন্ত্রী নির্বাচনকালে।  
 বিদায় নেয় মন্ত্রী মশায়, জনতা না চাইলে ॥

কাৰ ক্ষমতা বেশি হৈল বল তো এক্ষণ

প্ৰজাতন্ত্ৰে জনগণেৰ ক্ষমতাৰ বৰ্ধন ॥ (গজমূৰ্খ-গোমূৰ্খ—২)

২য় পক্ষ ॥ শুনেন যত বাবুমশাই, একটি কথা বলি।

প্ৰজাতন্ত্ৰ কোথায় সে তো অঙ্গো নামাবলী ॥

যারা ছিল পায়েৱ তলায় তাৰা মাথায় চড়ে।

আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ, প্ৰজাতন্ত্ৰেৰ বৰে ॥ (দাদা-কলাগাছ—২)

১ম পক্ষ ॥ ঠুলি পড়ে আছিস চোখে খুলে দ্যাখ নয়ন।

জনতাৰ অধিকাৱ স্বীকৃত এখন ॥

ধনীগৱিব, উচ্চনিচ সমান অধিকাৱ।

প্ৰজাতন্ত্ৰেৰ জয়ধ্বনি কৱৱে এবাৱ ॥ (প্ৰজাতন্ত্ৰেৰ জয়—২)

## তৰজা গান

(আকাশবাণীতে প্ৰচাৱিত)

বিষয় : ভাৱতেৱ স্বাধীনতা লাভ

১ম পক্ষ ॥ বন্দনা কৱি গো আজি ভাৱত জননী।

স্বাধীনতাৰ পুণা দিনে কৱি জয়ধ্বনি ॥

[দোঁহার কোৱাস স্বাধীনতাৰ জয়, বল স্বাধীনতাৰ জয়]

২য় পক্ষ ॥ স্বাধীন স্বাধীন নাচছ ধিন ধিন বগল বাজায়ে।

স্বাধীনতাৰ পাইয়া দাদা কি ফল লভয়ে ॥

গৱিব কাঙাল দীন ভিখাৱি দেখি যে বিস্তৱ।

স্বাধীনতাৰ জলটি খেয়ে ভৱল কৈ উদৱ ॥ [নাচ বন্ধ কৱ-২]

১ম পক্ষ ॥ চোখ থাকিতে অৰ্থ তুমি, চোখে তোমাৰ ছানি।

নয়ন মেলিয়া দেখ দেশেৱ ছবিখানি ॥

কুঁজা মানুষ সোজা হৈল স্বাধীনতাৰ ফলে।

রক্তশূন্য দেহে রক্ত আসিল সবলে ॥

চলায় স্বাধীন বলায় স্বাধীন হৈল জনগণ

দেশেৱ শাসন দশেৱ হাতে হয়েছে অৰ্পণ ॥

[বল স্বাধীনতাৰ জয় (২)]

২য় পক্ষ ॥ দশেৱ হাতে শাসন কোথায় ? গালভৱা সব বুলি।

মন্ত্ৰীৱা সব কৱছে শাসন, দেখ নয়ন খুলি ॥ [নয়ন খুলে দাখ ২]

- ১ম পক্ষ ॥ (আরে) মন্ত্রী গড়ে মন্ত্রী ভাণ্ডে দেশের জনগণ ।  
 সকল কোটের বড়ো কোট জন সাধারণ ॥  
 লোকসভা বিধান সভা পঞ্চায়েত গঠন  
 জনগণের ভোটে সব হয় যে সূজন ॥ (বল- স্বাধীনতার জয় ২)
- ২য় পক্ষ ॥ ঢাকের বায়া ঢাকটি বাজাও জনগণের নামে ।  
 মন্ত্রীরা সব তা দেয় গোঁফে, বসি গোলক ধামে ॥  
 তেলো মাথায় তেল পড়ে জনগণের কি ?  
 সাধারণের কি লাভ হৈল বল তো দেখি ? (দাদা ঢাকের বায়া ২)
- ১ম পক্ষ ॥ পাঁচশালা যোজনা হচ্ছে একের পর এক ।  
 দেশের ছবি বদলে যাচ্ছে চোখটি খেলে দ্যাখ ॥  
 কৃষিকাজে অগ্রগতি খাদ্য স্বয়ম্ভর ।  
 কলকারখানায় ভরে গেছে দেশের অভাসের ॥  
 সর্বশিক্ষা অভিযান বাঢ়ছে শিক্ষার হার ।  
 গ্রামে গঙ্গে দেখি আজি বিদ্যুতের বাহার ॥  
 কতশত উপগ্রহ উড়ছে মহাকাশে ।  
 বিজ্ঞানের জয়বাত্রা দেশের বিকাশে ॥ (চোখ খুলে দ্যাখ -২)
- ২য় পক্ষ ॥ ও দাদা-হাসি পায়-হাসি পায়  
 বলি, দারিদ্র্য সীমার নীচে পড়ে আছে যারা ।  
 স্বাধীনতার কোন্ সে সুফল পেলে বল তারা ॥  
 (হাসি পায়, দাদা হাসি পায়)
- ১ম পক্ষ ॥ রাঁধতে তোমার সয় গো দাদা বাঢ়তে তোমার সয় না ।  
 দুশো বছর অধীন ছিলে, তা কেন বল না ॥  
 রস্তমাংস নিল ইংরাজ, রাখিল কংকাল ।  
 কংকালেতে বৌবন আনতে লাগে কিছুকাল ॥ (একটু সবুর কর ২)
- ২য় পক্ষ ॥ আশা তরী আর কত কাল বাইবে জনগণ ।  
 দরিদ্রের দুঃখ কি গো হইবে মোচন ॥ (দাদা, বল না ২)
- ১ম পক্ষ ॥ দাদা, বন্ধ কর কুম্ভীরাশু, কাঁধে কাঁধ নিলাও ।  
 বাকাবাগীশ না হইয়ে, কাজে হাত লাগাও ॥  
 জাতি-ধর্ম বিভেদ ভুলে গাও ঐকতান ।  
 স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতি, বড়েই সম্মান ॥ (দাদা বড়েই সম্মান ২)
- ২য় পক্ষ ॥ চোখটি আমার খুলে দিলে দাদা মহাশয় ।  
 তোমার সুরে সুর মিলিয়ে (গাইব) স্বাধীনতার জয় ॥  
 (কোরাস বল স্বাধীনতার জয় ৫ বার)

## তরজা গান

(আকাশবাণীতে প্রচারিত এবং দুরদর্শনে সম্প্রচারিত)

বিষয় : ছেটো পরিবার সুখী পরিবার

- ১ম পক্ষ ॥ শোন যত দেশবাসী বলি বারংবার।  
সুখে বাঁচার একটি মন্ত্র, ছেটো পরিবার ॥ (পরিবার ছেটো রাখ ২)
- ২য় পক্ষ ॥ তন্ত্রমন্ত্র কত যন্ত্র করলে আবিহার।  
ছেটো পরিবারের মন্ত্র আবার কি প্রকার ॥  
(বল, শুনে কান ডুড়াই ২)
- ১ম পক্ষ ॥ কল্যাণ হবে পরিবারের (কর) জন্মেরই শাসন।  
ছেটো পরিবারে হয় দুঃখেরই নাশন। (কর, জন্মেরই শাসন ২)
- ২য় পক্ষ ॥ রাজ্যশাসন করে নারিস দুঃখ ঘূঁঢ়াইতে।  
চোরাই পথে পা ফেলেছিস সুখফল খাওয়াতে ॥  
(আর কত দেখাবি ২)
- ১ম পক্ষ ॥ মূর্খ-মূর্খ-মূর্খ  
মূর্খের মত কথা বলিস, ওরে ধৃতরাষ্ট্র।  
অধিক সন্তান এনে কেন দিস ওদের কষ্ট ॥  
জন্মশাসন করলে যে হয় ছেটো পরিবার।  
সুখে থাকে সন্তানেরা আনন্দ অপার ॥ (ওরে ধৃতরাষ্ট্র ২)
- ২য় পক্ষ ॥ আটকুড়া-আটকুড়া—  
নিজে বোধ হয় আটকুড়া তুই অযাত্রা ঠাকুর।  
আটকুড়া বানাতে লোকে, গাহিস নতুন সুর ॥  
খোদার উপর খোদকারী তুই কেন করিস দাদা?  
জন্মমৃত্যু শগবানের হাতে আছে বাঁধা। (খোদকারী করিস না । ২)
- ১ম পক্ষ ॥ নইরে আমি আটকুড়া, দুটি মোর সন্তান।  
মোটা কাপড় মোটা ভাতে (ঘরে) আনন্দেরই বান ॥  
(নাই কোন ভাবনা ২)

জানিরে তোর হাঁড়ির খবর, বরাহ প্রবর।  
ওঁয়া ওঁয়া কাঙ্গা ঘরে বচ্ছের বচ্ছে ॥ (ব্যাটা বরাহ প্রবর ২)  
তোর খোদি ভুতু টুনু মুনু ছ'গণ্ডা নন্দন।  
অন্নবন্তু দিতে নারিস নিত্য যে ক্রন্দন ॥ [অমন বাপের মুখে ছাই-২]

- ২য় পক্ষ ॥ ভাগ্যে যাহা লেখা আছে কে খণ্ডাবে বল্।  
বেশি বেশি পুত্র কন্যা সবই কর্মফল ॥ (দাদা, সবই কর্মফল-২)
- ১ম পক্ষ ॥ যেমন কর্ম তেমন ফল সর্বশাস্ত্রে কয়।  
নিজের ভাগ্য নিজে মোরা গড়ি সুনিশ্চয় ॥  
সুখী জীবন গড়তে যদি চাও হে মহাশয়।  
এমন কর্ম কর যাতে সন্তান কম হয় ॥  
প্রথম সন্তান এখনই নয় দ্বিতীয়েতে দেরী।  
তিনের আগে দরজা বন্ধ কর তাড়াতাড়ি ॥ (হও সুখের সংসারী-৫)

## তরজা গান

(ভারতীয় বনাম ইংরাজ)

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

- ভারতীয় ॥ করি জয়ধ্বনি, আজি বল জয় জয়।  
বৃটিশ সিংহ লেজ গুটাল নখদন্ত ক্ষয় ॥  
ও ব্যাটা ইংরাজ, পাখি যেন বাজ, ছো মেরে করে উদর পূরণ।  
আইল বণিকের বেশ, মাথায় ইস্কুপের পাঁচ, দখল করে দিল্লির  
সিংহাসন ॥
- ভারত জননী, পৃথিবীর রানী, ধনধান্যে ভরা যে ভাঙ্গার।  
ইংরাজ সদাগর, দুইশত বছর, লুটেপুটে করে ছারখার ॥
- ইংরেজ ॥ মিছে কর তিরঙ্গার, আমি ইংরাজ সরকার, অন্ধ চোখে দিই  
আমি দৃষ্টি।  
ছিলে না সভ্য, করেছি সুসভ্য দিয়ে নব জ্ঞান বিজ্ঞান কৃষ্টি ॥  
করেছি প্রচলন, আইনের সুশাসন, গড়িয়াছি নতুন ভারত।
- আমার শাসনকাল, ভারতের শ্রেষ্ঠকাল, দিকে দিকে উন্নতির রথ ॥
- তুমি ব্যাটা বাচাল, অপরূপ বাক্যাল, বুন বটে তুমি ষ্ঠেত ইংরাজ।  
সভ্যতার নামাবলী, গায়ে যে জড়ালি অস্তরে হেরি আছিস সাজ ॥
- সুমহান জাতি, ভারতবাসী অতি, সুসভ্য বেদের কাল থেকে।  
জ্ঞানে গরিমায়। শিক্ষামহিমায়, জ্যোতি ছড়ায় বেদের কাল থেকে।  
জ্ঞানে গরিমায়, শিক্ষা মহিমায়, জ্যোতি ছড়ায় বিশ্বের বুকে ॥
- শিখালে দুনীতি, বিভেদের নীতি, শোষণ করিলে জোঁকের মত।  
মারিলে ডাঙ্গা, করিলে ঠাণ্ডা মাতৃমুক্তি কর্মে যাঁরা রত ॥

- ইংরেজ ॥ আহা মিরি মিরি, খুব বাহাদুরি, শত কুসংস্কার ঘুচাল কে? ছিলে এক কোণে, জঙ্গলে ও বনে, নতুন জীবন দানিল কে? নিয়েছি বটে কিছু, দিয়েছি অনেক কিছু, লিখে রাখে ঝগের খাতায়। উপকারীর ঘাড়ে লাথি, এইতো জগত্রীতি, কৃতয় কাবে বলে আর ॥
- ভারতীয় ॥ এহেন উপকার, করো না কারো আর, হাতে পায়ে পরায়ে শিকল। পরাধীন জাতি, কপালপোড়া অতি, রাজভোগে কিবা হবে বল ॥ হইয়া স্বাধীন, দিন আনি খাই দিন, সুখে থাকি জঙ্গলে ও বনে। বুকটি ফুলিয়ে, শিরাটি উচিয়ে, স্বাধীন জাতি চলি হন হনে ॥

## তরজা গান

(আকাশবাণীতে প্রচারিত)

বিষয় : শহীদ প্রণাম

- প্রথম পক্ষ ॥ প্রণাম করি যোড়করে শহীদ মহাপ্রাণ।  
স্বাধীনতা আমল যাঁরা করি জীবন দান ॥

লহ লহ প্রণাম, শহীদ মহাপ্রাণ]

স্বাধীনতা পেলাম মোরা রক্তবরা পথে।

ভারত সন্তান করল লড়াই ইংরাজেরই সাথে ॥

- দ্বিতীয় পক্ষ ॥ কেউ বা পরল ফাঁসির দড়ি হাসি হাসি মুখে।  
কেউ বা বুলেট বুকে নিল মহানন্দে সুখে ॥  
জেলে পচে মরল কত অত্যাচারের ফলে।  
স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা অশুজলে ॥

- প্রথম পক্ষ ॥ প্রথম শহীদ মঙ্গল পাঁড়ে যে প্রণমি তোমারে।  
ফাঁসির দড়ি গলায় নিলে মায়ের মুস্তি তরে ॥  
বীর কুদিরাম, বাঘা যতীন, ধন্য সূর্য সেন।  
বিনয় বাদল দীনেশ কানাই, সাভারকার সত্যেন ॥

- দ্বিতীয় পক্ষ ॥ ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ভারত বীরাঙ্গনা।  
প্রণাম জানাই মাতঙ্গিনী, ভুলব না ভুলব না ॥  
বাংলার মেয়ে প্রীতিলতা শহীদ কল্পনা।  
ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন ভুলব না ভুলব না ॥
- প্রথম পক্ষ ॥ লোকনাথ আর বীর ভগৎ সিং জানাই গো সম্মান।  
জাতির জনক মহাথাজী, শহীদ মহাপ্রাণ ॥  
ভারতগর্ব ইন্দিরাজী দিলেন তাজা প্রাণ।  
ভারতপথিক নেতাজী লহ গো প্রণাম ॥ (সবাই লহ গো প্রণাম ৪বার)

## নৃত্যনাট্য ‘সংহতি’

(নর্থ ইস্ট দূরদর্শন, গৌহাটি কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত)

[ বিভিন্ন রাজ্যের স্বকীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে নৃত্যশিল্পীদের প্রবেশ ]

(সুরে) জননী জগ্নাভূমিক্ষণ স্বর্ণাদপি গরীয়সী (২)

মা .....

নৃত্যশিল্পীদের নৃত্য করতে করতে প্রবেশ

আমরা মহান ভারতের সন্তান ;

এক জাতি এক প্রাণ, এক সূর এক গান

সব সূর মিলে মিশে ঐকতান—ঐকতান ॥

কেউ বা হিন্দু পূজে ভগবানে, আরতি মন্দিরে।

যং ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মেন্দ্র বুদ্ধমুতু স্তুত্যন্তি দিবৈষ্টবৈ বেদৈ

সাঙ্গক্রমোপনিষদে গায়ত্রি যং সমাগমন ॥

আল্লা বলে পড়িছে নমাজ মুসলিম মসজিদে,

আল্লা .....হো আকবৰ।

মন্দিরেরই চূড়ার পাশে মিনার রয়েছে হাসি।

আমরা ভারতবাসী-আমরা ভারতবাসী ॥

কেউ বা বৃক্ষ পূজে বুধ্বেরে বসিয়া যোগাসনে।

বৃক্ষং শরণং গচ্ছামি, ধৰ্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

বৃক্ষং শরণং গচ্ছামি।

খিস্টান জনে করে প্রার্থনা ভক্তি প্রেমের দানে। (আ .....)

শিখ জনে গুৰু দোয়ারাতে নিত্য উপাসনা রত।

বোলে সুনেহান সৎ ত্রী আকাল।

জৈন জনে পূজে মহাবীরে, অহিংস ধর্ম ব্রত।

অহিংসা পরমধর্ম (২)

সকল ধর্মের ঘটেছে মিলন ভারতভূমিতে আসি।

আমরা ভারতবাসী (৬ বার)

সকলের প্রস্থান

## হরিয়ানার প্রবেশ

(music)

হরিয়ানা-হরিয়ানা-হরিয়ানা

মোর বাস হরিয়ানা, শ্যামল সবুজ ভৱা ভূমি

এসো এসো দেশবাসী, চাউল দিব রাশি রাশি  
দুধ দেব হাসি হাসি, যোগাব ঘরে খানা ॥  
হরিয়ানা .....

## রাজস্থানের প্রবেশ (music)

মরণভূমির দেশে থাকি আমি ব্রাজস্থানী।

ବୁନୁବୁଣୁ ବୁନୁବୁଣୁ ମଧୁର ମଧୁର ଧବନି  
ଆମି ରାଜସ୍ଥାନୀ ।

ରାଜସ୍ଥାନୀ ଶିଳ୍ପ ମୋଦେର ଭାରତେର ଗୌରବ  
ସାରା ଦେଶେ ଛଡ଼ାଇ ମୋରା ଶିଳ୍ପେର ସୌରଭ  
ବୀରଗାଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଦେର ସୋନାର ରାଜସ୍ଥାନ  
ପ୍ରାଣଟି ଦେବ ହାସିମୁଖେ ରାଖତେ ଦେଶେର ମାନ ॥

উত্তরপ্রদেশ  
(music)

গঙ্গা যমুনার দেশে আমি থাকি উত্তরপ্রদেশে  
বিরাট রাজ্য আথে আর ধানে দিগন্তে যেন মেশে ॥  
প্রতি ঘরে ঘরে চিনির যোগান আমরা দিতেছি নিঃ।  
চাল আর ডাল দিই, দিই কত মশলা, খুশিতে ভরে চিন্ত।  
হায় রাম .....

## কাশীর (music)

আ ..... ও .....

ভৃস্বর্গ থেকে নেমে আসি আমি কাশ্মীরবাসী, আমি কাশ্মীরবাসী,  
আখরোট আপেল চেরি হেথায় ফলে রাশি রাশি ॥  
কাপেট আর গালিচা বানাই নয়ন ভোজানো শাল  
নেবে এসো করি আহ্বান বাজিয়ে মিলন তাল ॥

### কেরালা

(music)

সাগর দুহিতা তোমাদের বোন, নামটি গো কেরালা।  
 নারকেলবীথি কুঙ্গকানন শ্যামলবরণ ঢালা ॥  
 যা কিছু আছে দিইগো সবারে, নারকেল জাত দ্রব্য  
 সকলের দানে নাচে আর গানে আমরা হয়েছি সভ্য ॥

### মহারাষ্ট্র

(music)

দক্ষিণ পশ্চিমে আমি করি বাস, মহারাষ্ট্র রাজ্য  
 আছি গো আমিও তোমাদের সাথে প্রাণে প্রাণে মেশে ॥  
 কলে কারখানায় কাজ করি মোরা বানাই বস্ত্ররাশি,  
 পাঠাই বস্ত্র তোমাদের ঘরে ফোটাই মুখে হাসি ॥

### পশ্চিমবঙ্গ

(music)

একতরার

ভোলা মন .....

তোমরা সকলে কতই দিতেছে আজ বাংলা দেবে কিছু  
 সুগন্ধি চা পাটের দ্রব্য নিয়ে যাব তব পিছুগো,  
 মোদের ঘরে এসে, সবে লহ এসে ঠাই,  
 জাতিধর্ম ভুলে এসো সবাই আমরা ভাই ॥

### আসাম

(music)

লা-লা-লা-লা .....

পূর্ব প্রান্তে আমাদের বাস প্রাচীন আসাম রাজ্য  
 দেশের মানুষে জ্বালানি যোগানো আমাদের প্রিয় কার্য ॥

লা-লা-লা-লা

মাটির নীচে তৈলখনি বিলাই সারা দেশে  
 মোদের দেওয়া চা পান করি তোমরা ওঠ গো হেসে ॥ (লা-লা-লা)

**ত্রিপুরা**

(music)

পাহড় দুহিতা শ্যামলবনানী মোদের ত্রিপুরা ।  
 ছেট রাজ্যে মোরা করি বাস কতই মনোহরা ॥  
 বাঁশবেতের শিল্প মোদের বিশ্বজোড়া নাম ।  
 সকল রাজ্যে পাঠাই মোরা মোদের ক্ষুদ্রদান ॥  
 বাঁচি গো আমরা সবারে দানে মিলেছি নাচে গানে ॥

**পাঞ্চাব**

(music)

আরে-বু-আহা .....বোলে-বোলে .....আও-আহা .....  
 পঞ্জনদীর দেশ পাঞ্চাব, আমি তার অধিবাসী,  
 ক্ষেতে ও খামারে কাজ করি মোরা ফলাই গমের রাশি ॥  
 আও-আহা.....বোলে-বোলে.....  
 ভাবনা কেন কর গো বন্ধু-এ গম সবার তরে,  
 সকল রাজ্যে পাঠাব গম ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে ॥  
 আও-আহা.....বোলে .....কাহে নারে .....কাহে না.....  
 (সকলের প্রস্থান)

**(সকলের পুনঃপ্রবেশ)**

(music)

শতকোটি মিলেছি এভূমে যুগ্ম্যগান্ত থেকে  
 প্রাণের বাঁধনে বেঁধেছি আমরা বুকের মাঝারে রেখে ;  
 আ ..... ও .....  
 হিমালয় থেকে ভারত সাগর, গুজরাট থেকে মণিপুর ।  
 সকলের তরে সকলে আমরা বাজে মিলনের সূর ॥  
 নেপথ্যে (জঙ্গীর অট্টহাসি) হাঃ হাঃ হাঃ (তিনবার)

**জঙ্গীর প্রবেশ**

জঙ্গী ॥  
 আমি সন্ত্রাস, আমি মহাত্রাস, মৌলবাদী জঙ্গী.  
 করি চক্রান্ত হীন যত্যযন্ত্র হিংসা নিত্য সঙ্গী (আমি সন্ত্রাস .....)

মোদের খেলা, ধৰংসলীলা, ঘটাই বিস্ফোরণ (বিকট শব্দ)

ভারতের বুকে নাচি মহাসুখে, (করি) হত্যা অপহরণ ॥

(আমি সন্ত্বাস)

সমবেত ॥ দূর হ—দূর হ তুই ওরে দুশ্মন, ভারত শাস্তির দেশ।

ঐক্যবন্ধ ভারতবাসী, করবো তোদের শেষ ॥

জঙ্গী ॥ খুনোখুনি, হানাহানি আমাদের কর্ম (২), আগ্রাসী হানাদার।

কাশ্মীরে কারগিলে, আগুন জ্বালাতে দিই হানা বারেবার

(মোরা দিই.....)

সমবেত ॥ ওরে দুশ্মন, ওরে জঙ্গী, আগ্রাসী বর্বর,

কারগিলে মোরা করেছি রচনা তোদের মৃত্যুকবর ॥

মাতৃভূমির ডাক এসেছে (২) ছুটছে ভারত সেনা

কঢ়ে কঢ়ে শোন ধ্বনি—বন্দে মাতরম.....(২) বন্দে মাতরম (৪)

জঙ্গী ॥ যাবো না—যাবো না, যাবো না, ভারত ছেড়ে থাকবো কারগিলে  
হিংসা আগুন কেবলই জ্বালব জঙ্গী সবে মিলে (৩ বার)

সমবেত ॥ খতম কর, খতম কর জঙ্গী শয়তান, কারগিলেতে ভারত সেনার  
সফল অভিযান।

আঘাত হানিব তোর বুকে আজি ওরে শয়তান ঘোর

পাঠাবো আজিকে যমের বাড়ি চিহ্ন রবে না তোর (৩)

(জঙ্গীর আর্তনাদ ও মৃত্যু)

### ভারত মাতার প্রবেশ

সমবেত ॥ ভারত মাতার জয়, ভারত মাতার জয় (৫ বার)

(সুরে) সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা হামারা

সারে জাঁহাসে আচ্ছা। হিন্দুস্তা হামারা .....

জয় হে-জয় হে-জয় হে-জয় জয় জয় জয় হে ॥

# ନୃତ୍ୟନାଟ୍ୟ “ଦୂଷଣ ବିଜୟ”

(দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

(নাচতে নাচতে ও গাইতে গাইতে একদল ছেলেমেয়ের প্রবেশ)

পৃথিবীর এত শোভা এত রূপ  
 শামল সবুজ মাখা হাসি  
 এত সুব এত গান, নেচে উঠে মন প্রাণ  
 পৃথিবীকে তাই ভালোবাসি ॥  
 নীল আকাশে ফুটে চন্দ্ৰ-তাৱা  
 শৱতেৰ কৌমুদী হৃদয় হৱা  
 সোনালেখা লিখে যায়  
 সূর্য ধৰণী গায়  
 ছড়ায কিৱণ রাশি রাশি ॥  
 ঐ যে নদীৰ বয় কুলু কুলু স্বন  
 তিয়াসায় জল দিয়ে বাঁচায় জীৱন  
 প্রাণবায়ু বয়ে চলে কতই খেলো খেলে  
 মোদেৰ মথে ফটে হাসি ॥

(প্রস্থান)

## (নদীরপী বালিকার প্রবেশ)

আমি চপল চঞ্চল বালিকা  
নেচে নেচে আসি  
কলকল হাসি  
গলে বুপোলি মুক্তা মালিকা ॥  
তৃষিত কঠে করি জলদান  
বাঁচগো তোমরা মোরে করি পান,  
মোর ডলে তব নিত্যস্নান  
রচি শ্যামল বনবীথিকা ॥  
দুকূল বহিয়া আমি আনি নীর  
ঘৃচাই দহন জালা খর ধরণীর  
বারি বুপে ফিরি কেলে জননীর  
আমি চির শুভদৰ্শিকা ॥

করেছি ধরারে আমি শস্যশ্যামল  
 দিই আমি উপহার কত ফুল ফল  
 আমার বিহনে ধরা হবে যে অচল  
 আমি সাগরের অভিসারিকা ॥

(প্রস্থান)

### নৃত্যনাট্য “দূষণ বিজয়”

(বায়ুরূপী ছেলের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

আমি বায়ু, আমি নির্মল বায়ু  
 আমি বিশুদ্ধ প্রাণ।  
 যাই যে ছদ্মে নিতি আনন্দে  
 করি যে জীবন দান ॥  
 আমি জীবজগতের প্রাণ,  
 আমি মানবকুলের প্রাণ  
 আমার বিহনে জীব জগতের  
 হবে যে অবসান ॥  
 প্রতি নিশ্চাসে যত প্রাণীকুল  
 আমারে করিছে প্রহণ,  
 প্রাণবায়ু আমি যোগাই সবারে  
 করি মৃক্ষ বায়ু দান ॥ (প্রস্থান)

(একদল মেয়ের তরুবালা সেজে প্রবেশ। পাতার মুকুট, পাতার মালা অলংকার অঙ্গে  
 শোভা পাচ্ছে)

### তরুবালাদের নৃত্যগীত

শ্যামল বরনা, নয়ন শোভনা, আমরা তরুবালা  
 পত্রপুষ্পে সাজায়েছি ধরা, এনেছি অর্ধা-ডালা ॥  
 অন্নবন্ধ যোগাই মোরা, ধরারে শস্যশ্যামল।  
 আমাদের দানে, তোমাদের প্রাণে, বাড়াও পৃষ্ঠিবল ॥  
 অঙ্গার বিষে ভরে যে ভুবন, সে বিষে মোরা করিগো শোষণ,  
 মোরা ধরণীরে করি যে নির্বিষ, যুচাই ধরার জ্বালা ॥

সবুজে সবুজে ভরেছি পৃথিবী, দিই যৈ শিংখ ছায়া,

সবি অত্যাচার নমনীরবে, আমরা যে অবলা ॥

(দূষণ দানবের প্রবেশ। কালো কাপড়ে আবৃত দেহ। ভয়ংকর চেহারা)

### দূষণ দানবের নৃত্যগীত

হা-হা-হা-হা

হো-হো-হো-হো ।

আমায় তোমরা চিনবে কি হে

দিব পরিচয়,

দূষণ দানব নামটি আমার

সবাই করে ভয় ॥ (হা-হা .....)

ঘুরে বেড়াই এই দুনিয়া

করবে কে রে মান,

জলে স্থলে অতুরীক্ষে

আমার আনাগোনা ॥ (হা-হা .....)

বাতাসটাকে কজা করা

আমার প্রধান কাজ

কালো অঙ্গার দিই ছড়ায়ে

শুধু বায়ুর মাঝ

নদী পুকুর খাল বিল

যত জলাশয় ।

কঠিন বর্জ্য আবর্জনা ছড়াই মহাশয়

(হাঃ হাঃ .....)

হরেক রকম বিষাক্ত গ্যাস

ছড়াই সারা ভূবন,

কলকারখানার কালো ধূমে

ভারি সারা গগন ॥

(হাঃ হাঃ .....)

মাইক বাজাই, হর্ন বাজাই

বাজিপটকা কত

## আমার গানের মালা

কানে তালা লাগাই সবার  
নিত্য অবিরত ॥  
আমি আনি ক্যান্সার, সদি কাশি  
আমি আনি হাঁপানি,  
আমাশয় ডাইরিয়া হাটের রোগ,  
আমি-ই তো দিই গো আনি ॥ (হাঃ হাঃ .....)  
পরম শত্ৰু হয় যে আমার  
গাছ বৃক্ষ বন,  
এদের কেটে ধৰ্মস কৱলে  
(আমার) সুখের জীবন ॥  
আয়রে আয়রে আয়  
আয়রে আয়রে আয়  
সঙ্গী আমার দোসর আমার  
যত কাঠুরিয়া ।  
বৃক্ষ যত কর ধৰ্মস  
কুঠারে ছেদিয়া ॥ (হাঃ হাঃ হাঃ .....)  
(প্রস্থান)

(কুড়োল কাঁধে কাঠুরিয়াদের প্রবেশ)

## গান ও নৃত্য

চল চল বনে বনে গাছ কাটিতে যাই,  
বাপাবাপ মারি কোপ ভারি মজা ভাই ।  
বন কেটে করি সাফ, গাছ বলে বাপ্ বাপ্  
ভূতলেতে যায় গড়াগড়ি ।  
গাছ করি পাচার বন হয় ছারখার  
আনন্দে যাই ফিরি বাড়ি ॥  
গরিবের প্রয়োজন, ধনীদের প্রলোভন  
কুঠার নিয়েছি মোরা কাঁধে  
ঐ যে তরুৰ দল, কাটবো অবিরল  
ধৰ্মস করিব মন সাধে ॥ (কাঠুরিয়াদের প্রস্থান)

(তরুবালাদের প্রবেশ। ভীত সন্তুষ্ট)  
(গান ও নৃত্য)

আসিছে গো ঐ মন্ত্রহস্তী দলিতে কমল কাননে,  
ত্রাসে কাঁপে হিয়া উঠি চমকিয়া,  
হেরি যে শিয়রে শমনে ॥  
অবলা দুর্বলা মোরা তরুবালা থাকি নীরবে নির্জনে ।  
কোন্ সে দোষে কাটিবে সরোয়ে, পাঠাবে শমন ভবনে ॥  
আমার মূক, প্রতিবাদ করিনে, সহি মৃত্যু যন্ত্রণা,  
ওগো কাঠুরিয়া, ধারি তব পায়, মোদের মেরো না মেরো না ॥

(কুঠার কাঁধে কাঠুরিয়াদের প্রবেশ। তরুবালাদের ওপর কুঠারের কোপ বসাতে লাগল)

কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ দেরী কেন আর ॥  
সব কটাকে পাঠাবো আজ যমের দুয়ার ॥  
কাট্ কাট্ কাট্ কাট—(কুড়াল চালাতে লাগল)  
(তরুবালাদের গান)

আহা—প্রাণ যায়-প্রাণ যায়—  
রক্ষা করো, রক্ষা করো কে আছে কোথায় ॥  
ওগো কাঠুরিয়া করি গো মিনতি,  
আহা-হা প্রাণ যায়  
নিজের পায়ে মারছ কুড়াল, বৃংবাবে যে শেষে তায় ॥  
কাঠুরিয়া ॥ নাকি কান্না, শুনতে ঘেঁঘা, মর তোরা মর—  
তোদের বেচে টাকা পাবো, আর সহে না তর—  
মর-মর-মর (আনন্দে কুড়াল চালাতে লাগল)  
তরুবালার এক এক করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল)

(সকলের প্রস্থান)

(দৃষ্টি দানবের প্রবেশ)

হা-হা-হা-হা

হা-হা-হা-হা

তরুবাজি যমালয়ে আমার পোয়াবাবো,  
শত্রুত নিধন হলো, মোর শাসন শুরু ।

## আমার গানের মালা

বিষেবিয়ে ভরবো ধরা কোনো বাধা নাই  
 পৃথিবীর সর্বনাশ, আর কে বুঝে ভাই ॥  
 রোগেশোকে মানুষ যত হবে জরো জরো। (প্রস্থান)

(নদীরূপী বালিকার প্রবেশ)  
 (মুখের ও শরীরের রঙ কালো)

আমার আজ একি দশা হলো  
 নির্মল বারি বিয়ে বিয়ে ছেয়ে গেলো ॥  
 নোংরা ময়লা আবর্জনা কেন আমার বুকে  
 শুধু ছিলাম, দৃষ্টি হলাম, বইছি আমি দৃঃখে।  
 দৃষ্টি দানব প্রাস করেছে, কে করিবে ত্রাণ,  
 আমার জল পান করে যে, যাচ্ছে তোমার প্রাণ ॥

(প্রস্থান)

[বায়ুর প্রবেশ। মুখের রঙ ও দেহের রঙ কালো]

হায়! হায়! হায়!  
 আমার কি দশা হলো হায়!  
 কালো অঙ্গারে ছেয়েছে দেহ, কী যে বিষম দায় ॥  
 দৃষ্টি দানবের কবলে পড়ে ছাড়ছি বিয়ের বাণ,  
 নানা রোগে শোকে মরছে মানুষ নাই যে পরিত্রাণ  
 নাই যে পরিত্রাণ (ত) —

প্রস্থান

[ ঝুঁঁণ, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের হাঁফাতে হাঁফাতে ও কাশতে কাশতে প্রবেশ ]

মারণ রোগে ধরেছে মোরে  
 বাঁচার পথ যে নাই।  
 ক্যান্সারের কবলে পড়ে  
 কত যন্ত্রণা পাই ॥  
 মৃত্যু আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে  
 নাই যে পরিত্রাণ ॥  
 তিলে তিলে মরণের পথে  
 হয়েছি আগুয়ান-(ত)

(প্রস্থান)

[পৃথিবীর কয়েকজন ছেলে মেয়ের নৃত্যগীত করতে করতে প্রবেশ]

এই সুন্দর পৃথিবীটা কেন আজি এমন হলো।

জলে বিষ, স্থলে বিষ, বিষে বিষে ছেয়ে গেলো ॥

বায়ু গুলো বিষে নীল, নিঃশ্বাস নেওয়া হলো দায়

নিত্য জলের দূষণ, মোরা করি কি উপায়,

শব্দের আঘাতে কানে লাগে তালা

তাপ বাড়ে দিনে দিনে, ভয়ংকর জ্বালা ।

সবুজের সুয়মা কোথায় হারালো—

কারণটা খুঁজে দেখি চলো সবে চলো ॥

যে ঘটালো পৃথিবীর এই দুর্দশা ।

সবে মিলে ঘটাবো তার পাপদশা ॥

[এমন সময় হুংকার দিয়ে দূষণ দানবের প্রবেশ]

দূষণ দানব ॥

(অট্টহাসি) আমি পৃথিবীর রাজা, আমি যে রে সম্রাট় ।

দূষণ দিয়ে সাজিয়ে চলেছি আমার রাজ্যপাট ॥

জল দূষণ বায়ু দূষণ শব্দ দূষণ তবে ।

খুশি ভরা মন, নাচি অনুক্ষণ, মানুষ বেঘোরে মরে ॥

ছেলেমেয়ের দল ॥

চিনেছি চিনেছি তোরে দানব দূষণ ॥

তুই মোদের চিরশত্রু তুই দুশমন ॥

আজ তোর ভবলীলা করবো ওরে সাঙ্গ

নিশ্চিহ্ন করবো তোর কালো নিকষ অঙ্গ ।

(দূষণদানবকে আক্রমণ)

[নীত্যের তালে তালে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দূষণ দানবের জোর লড়াই।  
ছেলেমেয়েরা দূষণকে ধিরে ধরে হত্যা করল। ভয়ংকর আর্তনাদ করে দূষণ লুটিয়ে  
পড়ল। ছেলেমেয়েরা আনন্দে নৃত্য করতে লাগল]

বাজাও বাজাও তৃণীভৱী দূষণে করেছি বধ ।

জলবায়ু নির্মল হলো, আর তো নাই মোদের আপদবিপদ ॥

যেথায় সেখায় ফেলবো নাকে নোংরা আবর্জনা

কঠিন বর্জ্যের ব্যবহার করবো না করবো না ॥

কালো ধোঁয়া বন্ধ করবো, জলে ধয়লা ফেলবো না ।

উচ্চ শব্দে বাজিপটকা, মাইক আর হৰ্ণ বাজাবো না ॥

বনভূমি করবো সৃজন, করবো বৃক্ষের বন্দনা ।

দূষণমৃক্ত পরিবেশ করবো যে রচনা ॥

ନୃତ୍ୟନାଟ୍ୟ  
‘ବିଦ୍ୟାଂ ଦେହି’  
(ଦୂରଦର୍ଶନେ ସମ୍ପ୍ରଚାରିତ)

[এই ন্যূনত্ব নাট্যটি মহাকবি কালিদাসের জীবনী অনুসরণে রচিত। কথিত আছে যে মহাকবি কালিদাস প্রথম জীবনে ছিলেন মহামূর্খ। এমন মূর্খ যে, তিনি একটি গাছের ডালে বসে সে ডালেরই গোড়া কাটছিলেন। যা হোক ঘটনাক্রমে কালিদাসের সঙ্গে দেশের রাজকন্যার বিয়ে হয়। রাজকন্যা ছিলেন পরম বিদৃষী। বিয়ের আগে তাঁকে জানানো হয় কালিদাস মহাপণ্ডিত। কিন্তু বিয়ের পরে রাজকন্যা বৃষতে পারেন, কালিদাস একটি গণ্মুর্খ। ক্রোধভরে রাজকন্যা কালিদাসকে পদাঘাত করেন ও বাড়ি থেকে বের করে দেন। কালিদাস আত্মহত্যা করতে মনস্থ করেন। শেষে বিদ্যাদেবী সরস্বতী কালিদাসকে কৃপা করেন। কালিদাস মহাপণ্ডিতরূপে খ্যাতি লাভ করেন। এই ন্যূনত্বাটের মূল প্রতিপাদা বিষয় হল নিরক্ষর মূর্খজনও সাধনার ফলে, বিদ্যাচর্চার ফলে মহাপণ্ডিতে পরিণত হতে পারেন। সরস্বতীর কৃপা লাভ করার মানেই হল বিদ্যাচর্চা করা, পড়াশুনো করা। লেখাপড়া করলেই সরস্বতীর কৃপা লাভ করা। যায়।]

ରାଜବେଶ ପରିହିତ ରାଜ-ଜାମାତା କାଲିଦାସେର ପ୍ରବେଶ ।

কালিদাসঃ  
 আমি কাটতাম ঘোড়ার ঘাস  
 কপাল গুণে পেলাম আমি  
 রাজার তালুক খাস ॥  
 রাজার জামাই এখন আমি  
 রাজকনার হই যে স্বামী  
 গোফের আগায় তেল মাখিয়ে  
 করছি সুখে বাস ॥  
 গঙ্গমূৰ্খ আমি বটে  
 পঞ্চিত বলে নামাটি রটে  
 বিদ্যাবুদ্ধি নাই কো ঘটে  
 তাইতো মনে ত্রাস ॥  
 দিষ্টা দিষ্টা লুচি মণি  
 খেয়ে করি পেটটি ঠাণ্ডা  
 রাজভোগে রাজ সুখে  
 কাটবে বাব মাস ॥

তাক্ডুমাডুম ধিতাং তাক  
 চিচিং ফঁক চিচিং ফঁক  
 হাসি খেলা নাচা গানা  
 ধিতাং তাক ধিতাং তাক [ কালিদাসের নৃত্য ]  
 [ রাজ কন্যার প্রবেশ ]

রাজকন্যা : [ কালিদাসের নৃত্য দেখে ]

হায় হায় হায় !  
 কী বিষম দায়,  
 ছিঃ ছিঃ লাজে মরি,  
 কার গলাতে দিলাম মালা  
 অগ্নিসাক্ষী করি।  
 কেমন ধারা পঞ্জিত তুমি  
 ভেবে নাহি পাই,  
 জ্ঞান গম্য আছে কী তা  
 জানতে আমি চাই।  
 পড়েছ কী বেদ বেদান্ত  
 স্মৃতি শ্রুতি যত  
 কহ দেখি দু' চারটা শ্লোক  
 ওহে ও পঞ্জিত ॥

[ কালিদাস বোকার মতো হাসতে থাকে ও মাথা চুলকাতে থাকে ]

রাজকন্যা : হাসছো কেন বোকার মতো

পঞ্জিতেরই সেরা,  
 দাঁড়কাক কী তুমি মশাই  
 ময়ূর পুচ্ছে ঘেরা ?  
 সত্য যদি তুমি পঞ্জিত  
 শ্লোক একটি চাই  
 নইলে হেথায় মিলবে নাকো  
 তোমার কোনো ঠাই ॥  
 এঁ—কী সরোনাশ, একী প্রমাদ  
 শোলোক তো জানি না  
 (আবার) কিছু একটা না বললে যে  
 মানটা বাঁচে না ॥

কালিদাস (স্বগতঃ)

রাজকন্যা :

কালা নাকি বোবা তুমি  
শুনতে নাহি পাও,  
শোক বলতে না পারিলে  
যাও হে চলে যাও।

কালিদাস :

বলছি শোনো একটি শোলোক  
ওগো রাজকন্যে,  
আমার শোলোক জটিল অতি  
শুনে হবে ধন্যে।

অং বং কং চং বং মং

জং ঝং ঝং —

রাজকন্যা :

হে আকাশ ফেটে পড়ো  
হে বাতাস স্তৰ্থ হও  
হে পৃথিবী দ্বিধা হও  
আমি প্রবেশ করি। [ কিছুক্ষণ স্তৰ্থ ]

দূর দূর ওরে আকাট মূর্খ  
শঠ প্রবঙ্গক,  
পাঞ্জিৎ বেশে বঞ্জিলে মোরে  
. বিবাহ ছিম হোক।

ও পাপ মুখ আর দেখতে চাইনে  
আগুন জ্বালে তোরে দেখে,  
পদাঘাত করি ওরে ও মূর্খ

দূর হ এ-গৃহ থেকে ॥ [ রাজকন্যার প্রস্থান ]

কালিদাস :

ধিক ধিক ওরে শতধিক মোরে  
কী ছার এ জীবনে  
পদাঘাত করে রমণী মোরে  
মিছে বাঁচা এ ভুবনে ॥  
এত লাক্ষ্মা এত অপমান  
ছিল কেন মোর কপালে,  
সহে না সহে না মরমের জ্বালা  
মরণ লেখা যে ভালো।

সরোবর জলে এই ছাঁ প্রাণ

আজ করব বিসর্জন,

জীবনের সাথে শত অপমান

আজি হবে যে সমাপন ॥ [ প্রস্থান ]

[ সরোবরতীর। কালিদাসের পুনঃ প্রবেশ ]

কালিদাস :

বিদায় জনক, বিদায় জননী

বিদায় পৃথিবী,

গঙ্গা তোমার শান্ত কোলে

চির বিশ্রাম লভি ।

[ সরোবর জলে লাফ দিতে উদ্যত ]

[ বীণা পুষ্টকধারিণী দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব ]

কালিদাস :

কে তুমি গো জ্যোতির্ময়ী

মৃত্যুপথে দাঁড়ালে ।

পরিচয় তব দেহ দেবী মোরে

জীবন সম্ধ্যাকালে ॥

সরস্বতী :

বৎস, মা করু প্রাণ পরিত্যাগং

অহমের বাগদেবী সরস্বতী

জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদায়িনী চাহম্ ।

কালিদাস :

তুমি দেবী বাণী বীণাপাণি

তোমায় প্রণাম করি,

তব অনুমতি মাগি দেবী আমি

জীবন যাব ছাড়ি ।

সরস্বতী :

আত্মহত্যা মহাপাপ,

জান না তুমি কালিদাস

দৃঃখ তোমার ঘুচাব সকলি

অজ্ঞানতা করিব নাশ ।

কালিদাস :

আশার আলো জ্বলিলে গো দেবী

অভাজনের জীবনে

বর দেহ দেবী, দেহ মোরে বর

পাই যেন জ্ঞান বিজ্ঞানে ।

আমার গানের মালা

সরস্বতী :

যে-জন করে গো বিদ্যাচর্চা  
আমি দিই তারে বর,  
যে-জন করে গো জ্ঞানের সাধনা  
ধরি আমি তার কর।  
কর কালিদাস বিদ্যাচর্চা  
এক মনে এক ধ্যানে  
অঁধার কাটিবে, আলোক ফুটিবে  
তোমার এ ছার জীবনে ॥

কালিদাস :

শপথ করিন্ত দেবী বীণাপাণি  
করব জ্ঞানের সাধনা,  
সকাল সন্ধ্যা দিবসে নিশ্চীথে  
শুধুই তোমার আরাধনা ॥  
তব রাঙা পায়ে দিব অঞ্জলি  
দেহ বর দেবী দেহ বর।  
মূর্খতা যত দূর হোক হোক  
ধর গো আমার দুটি কর।

সরস্বতী :

কর তবে তুমি বিদ্যাচর্চা  
নিরলস সাধনা।  
মোর বরে তুমি হবে মহাজ্ঞানী  
মহাপঞ্জিত জনা ॥

কালিদাস :

নমি বাণী, নমি বীণাপাণি  
নমি কমলাসিনী ॥  
ছন্দে ছন্দে বীণার মন্ত্রে  
নব লয় আনো ধরাতে  
তমসা কালিমা দূর কর দূর  
বাণী বিদ্যাদায়নী ॥  
দুর্লোক বাসিনী মরাল বাহিনী  
এসো মা ধরায় নামিয়া,  
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো গো জননী  
দেবী বিজ্ঞানদায়নী ॥

নব বসন্তে পিক ধরে তান  
 গুঙ্গরে যত অলিকুল,  
 কাননে কাননে বরগডালা  
 বরণিতে সিতবরণী।  
 কমল আসনা কমল ভূষণা  
 অমল কমল হাসিনী,  
 অঙ্গলি লহ হৃদয় পুষ্প  
 নারায়ণী বাগ্বাদিনী। [ প্রণাম ]  
 [ দেবী সরস্বতীর প্রস্থান ]

[ কালিদাস আসনে বসলেন। পুথি পাঠ ও লেখায় আঘ নিমগ্ন হলেন।  
 নেপথ্য থেকে গান : মূর্খ কালিদাস আহার নিদ্রা ছাড়ি  
 করিছে বিদ্যার সাধনা।  
 বিদ্যা ধ্যান, বিদ্যা জ্ঞান  
 বিদ্যালাভ শুধু কামনা ॥  
 খুলে গেল তার জ্ঞানের দুয়ার  
 লেখার ঝর্ণাধারা ছুটে  
 রচে কত নাট্য রচে মহাকাব্য  
 মনের আঁধার গেছে টুটে ॥  
 গন্ধমূর্খ কালি হলো মহাপশ্চিত  
 বিদ্যাচর্চার ফলে ।  
 নিরক্ষর সবে করো লেখাপড়া  
 জ্ঞানের আলো চিতে জ্বলে ॥

[ সমাপ্ত

## নৃত্যনাট্য

### আঁধার শেষে আলোর দেশে (দূরদর্শনে সম্প্রচারিত)

[ এই নৃত্যনাট্যটির মূল বিষয় হল—নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান। আমাদের দেশে এখনও সত্ত্বে শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। মানুষের এই নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির মানুষ তাদের নানাভাবে ঠকাচ্ছে, বঙ্গিত করছে, শোষণ করছে। এজনে আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামা কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই কর্মসূচিকে সফল করতে হলে প্রথমে যা দরকার, তা হলো বয়স্ক নিরক্ষর মানুষদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। এই নৃত্যনাট্যটি বয়স্কদের শিক্ষা লাভে আগ্রহী করে তুলতে সাহায্য করবে।

নৃত্যনাট্যে যে কটি চরিত্র আছে, তাদের পোশাক-আশাক চরিত্র অনুযায়ী করলেই চলবে।

গানগুলো পল্লীগীতির সুরে গীত হওয়া বাঞ্ছীয় ]

[ বয়স্ক বৃক্ষ কৃষকের প্রবেশ ও গানের সঙ্গে নৃত্য ]

বৃক্ষ :

অন্ধজনে দেহ আলো গো

আমি চোখ থাকিতে অন্ধ,

লেখা পড়া করলাম নাগো

জানের দরজা বৰ্ণ।

বাল্যকালে ঘোরাফিরি পাঠে নাহি মন

হেলায় ফেলায় হারাইলাম বিদ্যারঞ্জ ধন

এখন নিজের দোষে ঢুবে মরলাম

তাগ্য অতি মন্দ।

এখন দিন যায় মাস যায়

ঠেকি প্রতি পদে

বুড়া হইয়া রইলাম মূর্খ

পড়েছি বিপদে,

এখন দিন হারাইয়া অজ্ঞান মন

কেন তুমি কান্দ ॥

(গ্রামের সমাজ শিক্ষিকার প্রবেশ)

সমাজ শিক্ষিকা :

কেন তুমি কান্দ দাদা

মিছে দুঃখ করো,

নিজের দোষে নিজে মরলে

কেন নাহি পড়।

বাল্যকালটা শিক্ষার সময়  
 জানে সর্বজনে,  
 সময় হারাইয়া তুমি  
 আজি কান্দ কেনে,

বৃদ্ধ কৃষক :  
 ওগো, আজি কান্দ কেনে ॥  
 বল না বল না দিদি  
 মনে বাথা পাই,  
 মূর্খের তুল্য সমান দুঃখী  
 পৃথিবীতে নাই।  
 কালো অঙ্কর নাই যে পেটে,  
 ঠকায় সকল জনে,  
 পাঁচ আনিলে সাত যে লেখে  
 দাদন মহাজনে।  
 মেয়ের চিঠি ভায়ের চিঠি  
 আসে কতই চিঠি  
 চিত্ত দহে আগুন জ্বালা,  
 নাই যে চোখের দীর্ঘ ॥

সমাজ শিক্ষিকা :  
 বুঝি বুঝি তোমার দুঃখ  
 ওহে মহাশয়,  
 মূর্খ জনের শতেক বিপদ  
 জানিও নিশ্চয়।  
 হিসেবপত্র রাখতে নার  
 অঙ্ক নাহি জান,  
 দশজনেতে ঠকায় তোমায়  
 নাই যে তোমার জ্ঞান।  
 ওই যে তোমার ছেট্ট নাতি  
 পাকা হিসেব করে,  
 টাকা পয়সার হিসেব জানে  
 কে ঠকাবে তারে ॥  
 বলি কে ঠকাবে তারে ॥

[ কৃষকের ছেট্ট নাতির প্রবেশ। নাতির বয়স নয়-দশ ]

নাতি :

হেট্টো বটে আমি মশাই  
 অঞ্জক তবু জানি,  
 যোগ বিয়োগ, গুণ ভাগ  
 শিখেছি সবখানি।  
 বাজার করি হিসেব করে  
 টানা আনা পাই,  
 দোকানদারের সাধ্য কী যে  
 আমারে ঠকায়।  
 ওই যে দাদু, আমার বুড়ো দাদু  
 চক্ষে দেখেন স্পষ্ট,  
 চিঠিপত্র পড়তে গেলে,  
 চক্ষু দুটো নষ্ট ॥ [ নাতির প্রস্থান ]

সমাজ শিক্ষিকা :

দেখলে দাদা, শিক্ষার জোরে  
 নাতির বুকের পাটা,  
 শিক্ষা পেলে, ভয়টা কারে  
 জোব কদমে ইঁটা।  
 এসো দাদা আমার সাথে  
 ধরো শেলেট বই,  
 দুদিন পরে বলবে তুমি  
 আমি মৃখ নই ॥

[ বৃদ্ধ কৃতক ও সমাজ শিক্ষিকার প্রস্থান ]

[ গাঁয়ের মহাজনের প্রবেশ। সুদখোর মহাজন মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা। চোখে  
 শয়তানি দৃষ্টি। বগলে ছাতা। গলায় তুলসী মালা। কপালে লম্বা তিলক। ]

মহাজন :

আমি মহাজন, আমি গাঁয়ের মহাজন  
 ঢড়াসুদে খাটাই টাকা  
 দেই যে গো দাদন।  
 আমার দয়ায় মজুর চাষী  
 বেজার মুখে ফুটে হাসি,  
 ঘোর বিপদে আমি তাদের  
 নির্ধনেরই ধন।  
 চুপি চুপি আমি বলি

(ওই) মূর্খদেরে নিয়ে খেলি  
 (ওদের) টিপ সইয়ের বরে আমার

বাড়তেছে মুলধন।  
 ধর্মে কর্মে আমার মতি  
 দেববিজে বড়ই প্রীতি  
 নিত্য সন্ধ্যা ফোটা তিলক  
 (করি) ঈশ্বর স্মরণ ॥

[ মহাজনের প্রস্থান ]

[ গাঁয়ের কৃষক দলের প্রবেশ ]  
 ও, আমরা কৃষক, আমরা চাষী  
 ক্ষেত মজুরের দল।

দিবানিশি খাটনি খেটে  
 ফলাই যে ফসল ॥  
 আমরা চষি জমিজমা  
 ভাতের জোগাড় করি,  
 করি সুখী সর্বজনে গো  
 আমরা দুঃখে মরি।

লেখাপড়া জানি নে গো  
 মূর্খ বলে সবে,  
 অস্থকারে আছি পড়ে গো  
 দুঃখ পাই এ ভবে ॥

[ সমাজ শিক্ষিকাঙ্গ প্রবেশ ]

সমাজ শিক্ষিকা :  
 ও কৃষক ভাই, ও মজুর ভাই,  
 একটি কথা তোমারে জানাই,  
 লেখাপড়া জানলে পরে  
 কৃষিকাজে লাগে ভাই ॥  
 পড় যদি কৃষির বই  
 পাবে নতুন জ্ঞান,  
 বেশি বেশি সোনার ফসল  
 সেও বিদ্যার দান।  
 সারের কথা, বীজের কথা

আমার গানের মালা

রোগের প্রতিকার,  
পৃথিতে সব আছে লেখা  
পড়লে উপকার।

মূর্খ যদি থাকে চাবী  
প্রাচীন পথে চল—  
ফসল ফলে অল্প স্বল্প  
খাটুনি বিফল।

তাই তো বলি ও চাবী ভাই  
পড়া শুরু কর,  
চাষবাসের নতুন নিয়ম  
জেনে হালটি ধর ॥

বৃক্ষক দল :

ছিঃ ছিঃ মরি লাজে  
আমরা বয়স্ক যে অতি,  
এই বয়সে লেখাপড়া  
হাসবে যে গো নাতি ॥

[ গাঁয়ের গৃহবধূ মহিলাদের প্রবেশ ]

গৃহবধূরা :

আমরা ঘরের বৌ  
আমরা গাঁয়ের নারী।  
সুখে দুঃখে দিনটি কাটে গো  
বড়োই সংসারী ॥

সকাল থেকে রাত্রি নিশা  
কাজের অন্ত নাই,  
ঘর নিকোনো রাধন বাঢ়ন  
ঝাড়োই ও মাড়োই।

ঝি-পুত লালন পশুর পালন  
পূজা দেবাচনা।

সকল কাজের আমরা কাজী গো  
পড়ার ধার ধারি না।  
আমরা গাঁয়ের নারী ॥

সমাজ শিক্ষিকা :

কুলবতী কুলের নারী  
সতী সীমান্তিনী ; .

কলুর ঘানি নিতা ঠেল  
 ঘরেতে বন্দিনী ॥  
 শিক্ষা নাহি দীক্ষা নাহি  
 যেন ঘরের দাসী,  
 নিত্য আমি শুনি তোমার  
 দুঃখের বারোয়াসী।  
 কুসংস্কারে ডুবে আছো  
 ওগো মা জননী,  
 শিশুপালন নাহি জান  
 সক্তান ধারিণী।  
 আপনি ভোগ, শিশু ভোগে  
 মৃত্যু পথযাত্রী,  
 লেখাপড়া শিখ কিছু  
 কাটবে কাল রাত্রি।  
 পাঁচালী খান পড়তে নার  
 মনসা মঙ্গল ;  
 নাম সইটা দিতে নার  
 টিপ সই সম্বল।  
 তাই তো তোমায় হেলা করে  
 শশুর ভাসুর সভা,  
 তুমি অধীন নও তো স্বাধীন  
 তাই তো পশের দ্রব্য।  
 বাঁচতে যদি চাও গো নারী  
 ঘুচায়ে দুর্দশা  
 লেখাপড়া শুরু কব  
 জাগবে প্রাণে আশা ॥  
 গৃহবধূরা :  
 এমন কথা বল না হে  
 বড় শরম লাগে,  
 পাক ধরেছে কৃষা কেশে  
 কহি তোমার আগে।

তিনটি কাল যে গেছে চলে  
বাকী একটি কাল,  
মা-দিদিমা আমরা সবে  
লাজে গন্ত লাল ॥

## সমাজ শিক্ষিকা :

[ চার্ষীর দল ও গৃহবধুদের উদ্দেশ্য ]  
শোন শোন ও চার্ষী ভাই  
শোন শোন ঘরের বধু—  
যত বাঁচি ততো শিখি গো  
পড়াতে হও রত ॥  
লেখাপড়ার নাই যে বয়স  
শিশু যুবক বুড়ো,  
বই খাতাটি লও গো হাতে  
লজ্জা নাহি করো।  
ওই যে দেখো পাশের গাঁয়ের  
যতেক বুড়ো চার্ষী  
সাঁকের বেলা বই বগলে  
মুখে তাদের হাসি ।  
তাদের মিষ্টি মিষ্টি হাসি ॥

## কৃষক দল :

আমরা — আমরা —  
আমরা পড়ব আমরা লিখব  
অন্ধকারে থাকবো না।  
বুড়ো বলে লাজে ভয়ে  
পিছিয়ে পড়ে রইবো না ॥  
বাতি জ্বলে পুঁগি খুলে  
পড়ব অ-আ-ক-খ,  
লিখব অ-আ-ক-খ।  
শতকিয়া নাম্ভতা গণিত  
শিখবো সবে দেখ।  
কে আর ঠকাবে মোদের  
মালিক মহাজন,  
ভানের আলো জালবো মোরা  
খুলোছে নয়ন ॥

গৃহবধূরা :

মোরা আর নই অবলা।  
 লেখাপড়া শিখে মোরা  
     হবো গো সবলা ॥  
 লয়ে পুঁথি পাততাড়ি  
     যাব রাতের ইস্কুলে ;  
 পড়ব কত, শিখব কত  
     জীবন হবে সফলা।  
 পণে মোরা না বিকোব  
     সইবো না লাঞ্ছা,  
 লেখা পড়া শিখে মোদের  
     নতুন জীবনে চলা ॥

সমাজ শিক্ষিকা :

এসো এসো মা বোনেরা  
     ছাড়ি লাজ শর্ম,  
 চোখ ফুটিবে মুখ ফুটিবে,  
     যাবে ভীতি ভৱ।  
 এসো এসো যুবক বুড়ো  
     জ্বালাও জ্বানের বাতি  
 কালি কলম পুঁথি নিয়ে  
     হও গো আমার সাথী ॥

[ সকলে মৃত্য করতে করতে প্রস্থান ]

[ গাঁয়ের মহাজনের প্রবেশ ]

মহাজন :

ও তোরা কে কে নিবি, কে কে নিবি  
 কে কে নিবি আয়।  
     টাকা কে কে নিবি আয়।

অল্প সুদে দেবো টাকা  
     নিবি যদি আয় ॥

[ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে ]

আজ কেন গো এমন হেল  
     চাষী মজুর কোথায় রেল,  
 ওয়ে নেয় না দাদান, নেয় না টাকা  
     কী যে বিষম দায় ॥

আমার গানের মালা

এসো এসো চায়ী মজুর  
করবো সবার দুঃখেরই দূর,  
বিপদকালের বন্ধু আমি  
ভুলেছ কী তায় ॥

[ কৃষকদলের প্রবেশ ]

কৃষকদল :  
ও দাদা মহাজন, কেন বিরস বদন  
আজকে তুমি বাসি ফুলের মালা।  
কেউ যাবে না তোমার কাছে  
ঘূরবে না আর পাছে পাছে  
রাঘব বোয়াল তুমি দাদা  
পেটটি তোমার জালা।  
বুবোছ, পেটটি তোমার জালা ॥  
তুমি দাদা ছিনে জোঁক  
রঞ্জে তোমার বড়োই ঝোঁক  
রঞ্জ শূন্য করলে মোদের  
চিন্তে বড় জালা ॥

মহাজন :  
উপকারীর ঘাড়ে লাথি  
সর্বশাস্ত্রে কয় ;  
উর্পকার যা করেছি সব  
ভুলেছ নিশ্চয়।  
তোমরা ভুলেছ নিশ্চয় ॥  
খরায় ঝরায় মাথায় ছাতি  
কে দিল দাদন,  
ভুখা ছিলে দিলাম টাকা  
তাই তো বাঁচন।  
বড় বড় বুলি মুখে  
কে শিখালো আজি,  
ভাঙা কাঁসর ঢঙচঙিয়ে  
উঠলো যেন বাজি ॥

[ মহাজনের রাগভরে প্রস্থান ]

| গৃহবধূ দলের প্রবেশ |

কৃষক ও গৃহবধুঃ চোখ ফুটেছে মুখ ফুটেছে  
জেগেছে চেতনা।  
আজকে আমুৰা কাজেৰ ফাঁকে  
কৱছি পড়াশোনা ॥

পড়াশোনা নয়কো শুধু  
শিখছি শিল্প কাজ,  
বাঁশ বেতেৰ নানান জিনিস  
গড়ছি মোৰা আজ ॥

ঠকঠকাঠক্ তাঁত চালাই  
বুনি কাপড় শাড়ি,  
দুটি পয়সা কামাই কৱি  
নিত্য ফিরি বাড়ি।

কৃষক দলঃ মহাজনেৰ ধাৰ ধাৰিলা  
আছে কৰ্পোৱেশন,  
মোদেৰ গড়া জিনিস কেনে  
ঠকায় না কখন।

গ্রামীণ বাজেকে পাই গো টাকা  
যখন প্ৰযোজন,  
মহাজনেৰ শোষণ থেকে  
মুক্ত যে এখন।

নিত্য কিছু পয়সা জমাই  
স্বল্প যে সংক্ষয়,  
দুর্দিনেতে লাগবে কাজে  
আৱ কৱি না ভয়।

গৃহবধুঃ মহিলা সঙ্গেতে মোৰা কৱি আলোচনা  
মায়েৰ স্বাস্থ্য শিশু পালন  
হয়েছে গো জানা।  
শিখছি মোৰা কীভাৱে হয়  
পৱিবাৰ কল্যাণ.  
ঘৱে ঘৱে বইছে মোদেৰ  
আনন্দেৱই বান।

শিক্ষা পেয়ে ভুলছি মোরা  
অন্ধ কুসংস্কার,  
অস্পৃশ্যতায় করব ঘৃণা  
বিভেদ নহে আর।  
গলায় গলায় ভাবটি মোদের  
কাঁধে কাঁধে হাত ;  
জাতি-উপজাতি মিলি  
ভুলি জাত পাত।  
অন্ধ ছিলাম এবার আলো  
পেয়েছি সকলে,  
বন্ধ ছিলাম মুক্ত হলাম  
জীবন সফলে ॥

## [ নৃত্য করতে করতে সকলের প্রস্থান ]

**ন্ত্যনাট্য  
বসন্তোৎসব  
(দুরদর্শনে সম্প্রচারিত)**

**স্তোত্র :**

চিন্তাবিষ্টস্য তস্যাথ নিঃখাসো যো বিনিঃসৃতা

তস্মাদ্বসন্তঃ সঞ্জাতঃ পুষ্পবাত বিভূষিত ॥

**ভাষ্য :** সৃষ্টিকর্তা পিতামহ ব্ৰহ্মা একদা ছিলেন গভীৰ চিন্তামগ্নি। নিৰ্গত হচ্ছিল দীৰ্ঘ শ্বাসবায়ু। ব্ৰহ্মার শ্বাসবায়ু থেকে আবিৰ্ভূত হলেন কান্তি দ্যুতিময় বসন্ত।

**ন্ত্যগীত**

[ বনবালাদের ]

হে বসন্ত ব্ৰহ্মাসূত ঝতুৱাজ সুন্দর।

নবজীবন চিৰযৌবন কামদেব সহচৰ ॥

পূৰ্ণচন্দ্ৰসম তব মুখচন্দ্ৰ

শ্রেত শঙ্খসম কৰণৰন্ধ

শ্যামকেশদাম পীন স্পূল যুগ কৰ ॥

কুণ্ডল যেন সম্ধ্যা কিৱণমালা

সৰ্বাঙ্গে শোভিত বৰ্ণপুষ্পমালা

স্বৰ্গ সমুজ্জল তব অঙ্গকান্তি

সহাস্য অধৰ আননে প্ৰশান্তি

সৰ্বসূলক্ষণ তনুতব দুঃখহৰ ॥ [ প্ৰস্থান ]

**ভাষ্য :** বসন্তের আগমনে বসন্তপ্ৰিয়া প্ৰকৃতিদেবী রঙে-ৱসে-বৰ্ণে-গচ্ছে আবিৰ্ভূতা।  
নবযৌবনের উচ্ছলতায় তিনি যেন প্ৰিয় মিলনে উন্মুখ—

[ প্ৰকৃতি রাণীৰ ন্ত্যগীত ]

অভিসারে প্ৰকৃতি বাসন্তিকা।

নবযৌবনে কাঁপে বনবীথিকা ॥

এসো তুমি প্ৰাণপ্ৰিয় বসন্ত

রঙে বঙে রাঙাব হৃদয়প্রান্ত

তব দ্বাৱে এসেছি গো অভিসারিকা ॥

[ বসন্তেৰ প্ৰবেশ ও নৃত্য ]

আহা মৱি ! বৱাননে বাসন্তিকা

দশ দিশি উজলিলে বুপমণিকা ॥

সাজাব তোমার ফুলভূষণে  
 পলাশের আলতা চরণে,  
 কঠে পরাব আজি মাধবীর মালা  
 কবরীতে অশোকের দিব দোলা।  
 এসো এসো প্রাণসঞ্চী বাসন্তিকা  
 দশদিশি উজলিলে বৃপমণিকা ॥

- বাসন্তিকা :  
 বরমালা আমি গাঁথিয়া এনেছি চিকণ কিশলয়ে।  
 মাধবীলতায় বেঁধে নেব আজি হৃদয় সাথে হৃদয়ে ॥
- বসন্ত :  
 এসো বাসন্তিকা সঞ্চী—
- বাসন্তিকা :  
 এসো বসন্ত সখা—
- উভয়ে :  
 আবীরে রাঙাব আজি তনুমন।  
 হোলি উৎসবে হবো মগন ॥

[ নৃত্যগীত করতে করতে প্রস্থান ]

ভাষ্য : প্রিয় মিলনের ঝতু বসন্ত এসেছে রঙে রসে উচ্ছুলতায় পূর্ণ হয়ে। আনন্দের জোয়ারে দশদিশ পুলকিত। কিন্তু নিকুঞ্জবনে কৈ, মোহনবঁশী—রাধা নামে সাধা বঁশী বাজে না কেন? ব্রজনন্দিনীর চোখে মুখে বিরহের বেদনার ছায়া।

[ রাধার প্রবেশ ও নৃত্য ]

আজি বসন্ত দিনে সখা তুমি গো কোথায়।  
 কেঁদে কেঁদে ওঠে মন রঙ মুছে যায় ॥  
 কোকিল-কোকিলা দোঁহে করিছে কৃজন,  
 ভ্রম-ভ্রমী দোঁহে করে প্রেম গুঙ্গন  
 কোথা হে কৃষ্ণ তুমি শ্রী রাধার জীবন

বসন্ত বুঁধি বৃথা যায় ॥

ভাষ্য : মোহন বঁশীর প্রাণ কাড়ানিয়া সুর ভেসে আসল। গোপীবল্লভ মন্থ শ্রীকৃষ্ণ এলেন রসমঞ্জে। ললিতা-বিশাখা সখীরা রাধারাণীসহ আবির কৃঙ্কুম, পিচকারি নিয়ে রসিকশেখরকে ঘিরে নৃত্যগীতে বনভূমি মুখরিত করে তুলল।

### সখীদের নৃত্যগীত

আজি খেলব হোলি শ্যাম সঙ্গে।  
 আবির কৃঙ্কুম দেব ও কৃষ্ণ অঙ্গে ॥  
 রাধাকে বসায়ে বামে ফুলের দোলায়  
 দোলাব সখী সবে দখিন হাওয়ায়।

অগুরুচন্দন ভরি মারিব পিচকারি

রাঙাৰ রাধা শ্যাম রঙে রঙে ॥

[ কৃষ্ণের ওপর পিচকারি মারতে লাগল ]

(কৃষ্ণের গান ও নৃত্য)

আৱ মেৰো না—

আৱ মেৰো না, মেৰো না পিচকারি।

পীতবসন অবুণ হলো

রঞ্জের ভাৱ আৱ সইতে নারি ॥

(সখীদের গান ও নৃত্য)

বধু হে, আজ মানব না, মানব না

মানব না কোনো বাধা।

একা তোমায় পেয়েছি শ্যাম

পলাইয়ে যাবে কোথা ॥

এসো ওহে শ্যামনাগৰ কৰবো রঙে জৰোজৰ,

খেলব হোলি, হৃদয় খুলি বামে লয়ে শ্রীরাধা ॥

(রাধা, কৃষ্ণ ও সখীদের নানা বর্ণেভঙ্গে নৃত্যগীতের মাধ্যমে হোলিখেলা )

## গান

হোলি খেলে ব্ৰজবালা (দেখো গো)।

মদনমোহন শ্যাম, কান্তকৃষ্ণ সনে ॥

মারে সবে পিচকারি, শ্যামের অঙ্গা ভি,

আবিৰ কুঙ্কুম ছিটায়, কালো নদলালা ॥

রঞ্জে রসে একাকাৰ নারীপুৱৰ বোৰা ভাৱ

দেহ-মনে এক যে হোলো কৃষ্ণ গোপবালা ॥

[ হোলি খেলতে খেলতে প্ৰস্থান ]

**গীতি-আলেখ্য**  
**মিলন উৎসব-খারচি**  
**(আকাশবাণীতে প্রচারিত)**

(তরজা গানের সুরে)

শোনেন শোনেন শোনেন সবে। যত বচ্ছুগণ।  
 খারচি উৎসবের কথা। করিব বর্ণন ॥  
 ত্রিপুরার রাজবংশ। দেবদিজে মন।  
 চতুর্দশ দেবের পূজা। করেন প্রচলন ॥  
 ত্রিপুর নামে মহারাজ। ছিলেন অত্যাচারী।  
 দেবদিজে ভস্তি নাই। ভোগ আর বিলাস ভারী ॥  
 আঞ্চলিক সুখের তরে করে। প্রজাদের লাঞ্ছনা।  
 ঘরে ঘরে কান্দে প্রজা। নিত্য যে যন্ত্ৰণা ॥  
 লাঞ্ছিত সব প্রজাগণে। উপায় না হেরিয়া।  
 মহাদেবের শরণ মাগি। হত্যা দিল গিয়া ॥  
 অশুভজনে প্রজাগণে। করিছে প্রার্থনা।  
 রক্ষা করো ভোলানাথ। করি আরাধনা ॥

কথা : রাজা ত্রিপুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রজাগণ মহাদেবের শরণ নিলেন। তারা দিনরাত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হলেন।

**গান**  
**(লোকগীতির সুরে)**

জয় জয় জয় জয় দেব মহেশ্বর।  
 রক্ষা কর প্রজাগণে ভোলা দিগন্দর ॥  
 ত্রিপুর রাজা অত্যাচারী বড় যে পাষণ্ড। ....(ছেলেরা)  
 ধরে মারে প্রজাগণে, নিত্য কারাদণ্ড ॥ (মেয়ে)  
 দেব দিজে ভস্তি নাই, অধর্মেতে মন।  
 নিবিচারে চালায় রাজা, নারী নির্যাতন ॥ (ছেলে,মেয়ে)  
 জাগো তুমি বুদ্ধরূপে ওহে ত্রিশূলধারী। (ছেলে)  
 মোহাও মোদের অশু শিব, ত্রিপুরে সংহারি ॥ (মেয়ে)

**তরজা গানের সুরে**

প্রজাগণে ডাকে শিবে      আকুল অন্তরে  
 শিবের আসন উঠল টলে কৈলাস শিখরে ॥

ত্ৰিনয়নে আগমন জলে      বাজিল উদ্বৰু।  
 পলয় নাচে উঠল নেচে      শিঙায় গুৰুগুৰু ॥  
 ত্ৰিপুৱ ভূমে শুলপাণি      হলেন অবতীৰ্ণ।  
 ত্ৰিশূলেৰ খোঁচায় রাজা      কৱে ছিলভিম ॥  
 ত্ৰিপুৱ নিধন কৱিলেন      দেব ত্ৰিপুৱাৰি।  
 প্ৰজাগণেৰ চক্ষে বহে      আনন্দেৰ বারি ॥  
 হীৱাৰতী মহারানী      ছিলেন সন্তানহীনা।  
 রাজ্য রক্ষা কোৰা কৱে      বড়ই ভাবনা ॥  
 পুনৱায় প্ৰজাগণে      কৱে যে প্ৰাৰ্থনা।  
 রাজ্য রক্ষা কৱো হে শিব মোদেৰ কামনা ॥  
 আশৃতোয়েৰ বৱে রানী      হলেন পুত্ৰবতী।  
 ত্ৰিলোচন নামে পুত্ৰ      পেলেন হীৱাৰতী ॥  
 আনন্দেৰ বন্যা বহে      প্ৰজাদেৰ ঘৱে।  
 ত্ৰিলোচনেৰ নামে রানী      রাজাশাসন কৱে ॥  
 একদিন এক মহাকাণ্ড      বড়ই অঘটন।  
 হানেৰ তৱে রানী হীৱা      কৰছিলেন গমন ॥  
 পথিমধ্যে বন মাবে      কৰ্তনেৱই ধৰনি।  
 সমস্বৰে কান্দে কোৰা      শুনতে পেলেন রানী ॥  
 রক্ষা কৱো মহারানী      মোদেৰ প্ৰাণ যায়।  
 তুমি ছাড়া এ সংকটে      কে রক্ষিবে হায় ॥

কথা : রাণী অবাক বিশ্বায়ে দেখতে পেলেন। চৌদজন ফুটফুটে বালক-বালিকা এক  
 শিশুল গাছে চড়ে বসে প্ৰাণভয়ে আৰ্ত চিঢ়কাৰ কৱছে। এক বিশাল আৰুণ্য, মন্ত্ৰ মহিষ  
 ঐ বালক-বালিকাদেৰ হত্যা কৱতে উদ্যত। বালক-বালিকাৰা সভয়ে, মহারানী হীৱাৰতীৰ  
 কাছে প্ৰাণৱক্ষাৰ আবেদন কৱতে লাগল।

### (গান)

ও রাণী, বাঁচাও বাঁচাও মোদেৰ প্ৰাণ।  
 মন্ত্ৰ মহিষ আসছে তড়ে, কৱো রাণী পৰিত্রাণ ॥  
 (মোৱা) চৌদ বালক-বালিকা, শিশুল গাছে বসিয়া  
 কৱি রাণী তোমায় মিনতি ॥  
 তোমাৰ বুকেৰ বিয়াখানি, মোধেৰ পিঠে বিছাও রানী  
 মন্ত্ৰ মহিষ হারায় যে শকতি।  
 মোষে কৱি নিধন, বাঁচাও মোদেৰ জীৱন,  
 রাণী তোমাৰ হবে যে কল্যাণ ॥

## তরজা গানের সুরে

দয়াবতী হীরামতী	বালকে রাখিতে ।
আদেশিলেন রক্ষীগণে	মহিয়ে বধিতে ॥
মোমের পিঠে রিয়াখানি	ছুঁড়ে দিলেন রাণী ।
পলকে মোমের শক্তি	কোথা গেল জনি ॥
রক্ষীগণে বেঁধে ফেলে	ভীষণ মহিয়ে ।
এক কোপেতে কাটে মহিয	মনের হরয়ে ॥
বালক-বালিকা চৌদ	করে অবতরণ ।
হীরাবতীর সমুখেতে	দিল দরশন ॥

কথা : রাণী হীরাবতী তখন বালক-বালিকাদের পরিচয় জানতে চাইলেন।

### (গান)

কে গো তোমরা চৌদ বালক-বালিকা ।  
 অঙ্গে হেরি কতই শোভা, গলে পৃষ্ঠমালিকা ॥  
 মন্ত মহিয কী কারণ, করছে তোমা বিতাড়ন,  
 কোথা হৈতে হেথায় এলে, আমার বনবীঘিকা ॥  
 পরিচয় কর দান, সংশয়ের অবসান,  
 বাঁচাব তোমাদের প্রাণ, আমি প্রজাপালিকা ॥

কথা : তখন চৌদ বালক-বালিকা রাণীকে নিজেদের পরিচয় প্রদান করলো।

### (গান)

বালক বালিকা নই গো দেব চতুর্দশ ।  
 অশুভ শক্তির আধার, এই যে মন্ত মোষ ॥  
 হর হরি গঙ্গা উমা কার্তিক গজানন ।  
 অগ্নি সাথে অঙ্গি এলাম লক্ষ্মী নারায়ণ ॥  
 ব্ৰহ্মাসহ কামদেব হেথায় আগমন ।  
 পৃথিবীবী, বাণী দেবী চতুর্দশ জন ॥  
 মূর্তি গড়ি মোদের রাণী করহ স্থাপন ।  
 সুখ হবে শান্তি হবে, অশুভ নাশন ॥  
 বালক-বালিকা মোরা, দেব চৌদজন ॥

### (পাঁচালী পাঠের সুরে)

চতুর্দশ দেবতার পেয়ে পরিচিতি ।  
 হরষিত হইলেন রাণী হীরাবতী ॥

দলে দলে প্ৰজাগণ কৱেন আগমন।  
 চতুর্দশ দেবে সবে কৱে আবহন ॥  
 আষাঢ় মাস শুক্ৰ পঞ্চ অষ্টমী যে তিথি।  
 চতুর্দশ দেবে নিয়ে চলেন হীৱাৰতী ॥  
 কুলেৰ দেবতা বৃপে পাইতে পূজন।  
 রাণী সাথে চৌদ্দ দেব কৱেন গমন ॥

## (গান)

শুভ শৰ্ষু বাজাও গো  
 দাও গো উলুধুনি।  
 চতুর্দশ দেবতা চলেন  
 ত্ৰিপুৱ রাজধানী ॥  
 মাথায় মাথায় পাতার ছাতা  
 প্ৰজাৱই আনন্দ।  
 কাঁধে চড়ে চৌদ্দ দেব  
 পৰন বহে মন্দ ॥  
 ঢাক বাজে ঢোল বাজে  
 বাজে গো কাসৱ।  
 নিয়ে চলেন দেবে সবে  
 পৱন ভক্তিৰ ॥  
 জয় জয় জয় জয় দেব চতুর্দশ।  
 জয় জয় জয় জয় দেব চতুর্দশ ॥

## তৰজা গানেৰ সুৱে

শশীকলা সম বাড়ে	পুত্ৰ বিলোচন।
দেৰছিজে ভক্তি অতি	ধৰ্মপথে মন ॥
উপযুক্ত কালে রাজা	হৈল ত্ৰিলোচন।
সমাৱোহে চৌদ্দ দেবেৰ	কৱেন পূজন ॥
মুণ্ডমুৰ্তি চতুর্দশ	কৱিলা গড়ন।
চন্দ্ৰমৌলী মুকুট শিৱে	বড়ই শোভন।
সাগৱন্ধীপ থেকে আনেন	চণ্ডাই ও দেউৱাই।
পুৱেহিতেৰ কাৰ্যভাৱ	নিলেন কাঁধে ভাই ॥
ত্ৰিলোচন কৱেন পূজা	অতি নিষ্ঠাভৱে।
সপ্তদিবস চলে পূজা	মহা আড়ম্বৱে ॥
ধনী গৱীৰ যত প্ৰজা	কৱে যোগদান।
ত্ৰিপুৱাৰ ঘৱে ঘৱে	আনন্দেৱই বান ॥

চতুর্দশ দেবের পূজা	হৈল প্রচলন।
প্রতি বছর করেন পূজা	ত্রিপুর-রাজগণ ॥
কৃষ্ণকিশোর মহারাজা	পুরান আগরতলায়।
চতুর্দশ দেবের মন্দির	করলেন স্থাপনায় ॥
আয়াড় মাসে অষ্টমীতে	অতি সাড়েস্বরে।
সপ্তদিবস মহা উৎসব	দেবতা মন্দিরে ॥
লক্ষ লক্ষ নরনারী	জাতি উপজাতি।
কাঁধে কাঁধে মিলে সবে	জানায প্রণতি ॥
খারচি উৎসব অঙ্গনেতে	প্রাণের মিলন।
ধর্মবর্ণভাষা ভুলি	মিলে সর্বজন ॥

কথা : পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে খারচি উৎসব এক মহা-মিলনের মহোৎসব। প্রতি বছর আয়াড় মাসে লক্ষ লক্ষ জাতি উপজাতির মানুষ উৎসব-প্রাঙ্গণে মিলিত হন। পরম্পরারের প্রতি প্রীতি-ভালোবাসার বরণতালা নিয়ে। আনন্দমুখরিত চৌদ্দেবের পুণ্যঅঙ্গন পরিণত হয় সংহতির মহোৎসবে।

### (গান)

মহোৎসবে মিলি মোরা  
 চৌদ্দেবের অঙ্গনে।  
 জাতি উপজাতি মোরা  
 মিলি প্রাণে প্রাণে ॥  
 চৌদ্দেবের পুণ্যভূমি  
 সংহতির মেলা।  
 প্রাণে প্রাণে মহামিলন  
 আনন্দেরই দোলা ॥  
 বিভেদ ভুলি সবে পুঁজি  
 চতুর্দশ দেবে।  
 ত্রিপুরার ঘরে ঘরে  
 শান্তি বিরাজিবে ॥.  
 এসো জাতি উপজাতি  
 চৌদ্দ দেবের অঙ্গনে  
 ধর্মবর্ণভাষা ভুলি প্রীতির বন্ধনে।  
 সবে মিলি গড়ি মোরা  
 সুমধুর সংহতি  
 চতুর্দশ দেবে সবে জানাই গো প্রণতি ॥

সমাপ্ত

## ত্রিপুরার বর্তমান বিশিষ্ট অনুপজাতি ও উপজাতি সঙ্গীতশিল্পীদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

রবি নাগ ॥ সঙ্গীতাচার্য রবি নাগ ত্রিপুরার একজন প্রখ্যাত প্রবীণ কঠসঙ্গীত শিল্পী। উচ্চাঞ্জা ও রাগসঙ্গীতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। তিনি আজীবন সঙ্গীত-সাধক। এ রাজ্যে তিনি বেশ কঠি সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের জনক। তাঁর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী সঙ্গীতজগতে কৃতিত্বের স্থান্তর রয়েছেন। রাজা সরকার তাঁকে নজরুল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। তাছাড়াও শ্রী নাগ বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আগরতলার প্যালেস কম্পাউন্ডে তাঁর বাসস্থান। সন্তরোধ্বর এই সঙ্গীতগুরু এখনও সঙ্গীতশিক্ষা দান করে চলেছেন। অকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের তিনি সঙ্গীত-পরীক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

রঞ্জিত ঘোষ ॥ বর্তমান ত্রিপুরার একজন প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পী ও প্রখ্যাত সঙ্গীতশিক্ষক। তবলা শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত জীবনের শুরু। পরে কঠসঙ্গীতে কৃতিত্বের অধিকারী হন। ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান প্রভৃতি গানে তিনি সুদৃঢ়। আকাশবাণী ও দুরদর্শনে বহু গান পরিবেশন করেছেন। এ-গ্রন্থে উল্লিখিত বেশ কঠি শ্যামাসঙ্গীতে তিনি সুরারোপ করে আকাশবাণী, আগরতলা থেকে পরিবেশন করেছেন। তিনি শিক্ষাবিভাগে কর্মসূচিকে কর্মরত থেকেও সঙ্গীতসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। আগরতলার ধলেশ্বর অঞ্চলে তাঁর বাসভবন ও সঙ্গীত শিক্ষালয় অবস্থিত। অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর সঙ্গীত শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠাভরে পালন করে চলেছেন। রাজা সরকার তাঁকে শটান দেববর্মন স্মৃতিপুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

ড. মণাল চক্রবর্তী ॥ ত্রিপুরার একজন খ্যাতিমান গজল-গায়ক। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে কঠসঙ্গীতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লিভ। পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সঙ্গীতে পি-এইচ.ডি ডিপ্লি লাভ করেন। গুরুগম্ভীর সুরেন্দ্র কঠের অধিকারী ড. চক্রবর্তী আগরতলা দুরদর্শন ও আকাশবাণী আগরতলার নিয়মিত কঠসঙ্গীত শিল্পী। লঞ্ছী, বেনারস, এলাহাবাদ, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে নানা সঙ্গীত অধিবেশনে গজল, ভজন, খেয়াল ইত্যাদি পরিবেশন করে যথেষ্ট খাতি অর্জন করেন। তিনি সরকারি শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্রে সঙ্গীতের লেকচারার হিসেবে কর্মরত। এ-গ্রন্থের বেশ কিছু গানে তিনি সুর প্রয়োগ করে দুরদর্শনে গেয়েছেন। দুরদর্শনের ন্যূনাটো সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। তিনি একজন প্রথিতযশা মঞ্চশিল্পীও বটে। ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক

থেকে তিনি সিনিয়র ফেলোশিপ লাভ করে ত্রিপুরা রাজ্য বিল কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন।

ননীগোপাল চক্রবর্তী ॥ আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রে মিউজিক কম্পোজার হিসেবে কর্মবত ননীগোপাল চক্রবর্তী ত্রিপুরার একজন অসামান্য প্রতিভাবান কঠসঙ্গীত শিল্পী। উচ্চাঞ্চ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শ্রী চক্রবর্তী পারদশী। আকাশবাণীও দূরদর্শনে তাঁর সঙ্গীত প্রচারিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতে তিনি সুরারোপ করেছেন। ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্য সরকার তাঁকে শটীন দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। ‘সঙ্গীত প্রবীণ’ ডিগ্রিধারী এই শিল্পী নজরুলগীতি ও ভজনগানে শ্রোতাদের মন জয় করেছেন। শিলচর সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করে তিনি প্রশংসা কৃতিয়েছেন।

অমিয় মুকুল দে ॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী ও শিক্ষক হিসেবে অমিয় মুকুল দে ত্রিপুরা রাজ্যে এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ত্রিপুরায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ‘রবীন্দ্র পরিষদে’র জনক তিনি। রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা ও অনুশীলনে তাঁর অবদান ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরীক্ষক হিসেবে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ বিশ্বভারতীতেও সমাদৃত হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ এই সাধক রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সমীর কান্তি দাশ ॥ ত্রিপুরায় রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে একজন খ্যাতিমান গায়ক, শিক্ষক ও সঙ্গীত পরিচালক হলেন সমীর কান্তি দাশ। প্রবীণ এই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ‘সুরবর্ণা’ নামক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ। কর্মজীবনে তিনি আগরতলার রামঠাকুর কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা শ্রী দাশকে বিবিধ পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করেছেন। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন ও পরিচালনা করে দর্শকচিন্তা জয় করেছেন। অমায়িক ও সহৃদয় এই শিল্পী আকাশবাণীর রবীন্দ্রসঙ্গীত-এর পরীক্ষক বৃপ্তে কাজ করেছেন। তাঁর কৃতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অসংখ্য।

অমিয় দাস ॥ ত্রিপুরা রাজ্য লোকসঙ্গীতের শিল্পী ও শিক্ষক হিসেবে অমিয় দাস একটি চিরস্মরণীয় নাম। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লোকসঙ্গীতের মূর্ছনায় অগণিত শ্রোতার মন জয় করে নেন। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে অমিয় দাস অপরিহার্য ছিলেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের এই নিয়মিত শিল্পী বহির্ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে জনচিত্তে জোয়ার এনেছেন। কর্মজীবনে তিনি স্থানীয় প্রাচা ভারতী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি আকাশবাণীর অনুমোদিত একজন

লোকসঙ্গীত শিল্পী। ‘লোকশ্রী’ নামক লোকসঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের স্বষ্টা ও সঞ্চালক তিনি। প্রবীণ এই লোকগীতি শিল্পীর মানের ক্যাসেট উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে।

**শিব প্রসাদ ধর ॥** ত্রিপুরার অন্যতম বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব শিবপ্রসাদ ধর। সুকঠের অধিকারী শ্রীধর আধুনিক গানে, আকাশবাণী থেকে ‘বি-হাই’ মানপ্রাপ্ত শিল্পী। তা ছাড়া, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ভঙ্গিগীতিতেও আকাশবাণী থেকে অনুমোদন লাভ করেছেন। সঙ্গীতে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী আকাশবাণী অনুমোদিত সুরকার হিসেবে যথেষ্ট কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। এই গ্রন্থে উল্লিখিত বেশ কিছু গানের সুরারোপ তিনি করেছেন এবং এ-বইয়ে উদ্ধৃত গান আকাশবাণীতে দূরদর্শনে পরিবেশন করেছেন। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী রয়েছেন। বহির্ত্রিপুরায় বিভিন্ন শহরে, বাংলাদেশে, তিনি সঙ্গীত পরিচালনাও কঠসঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকচিত্ত জয় করেছেন। ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে তাঁর অবদান চিরভাস্ত্র হয়ে থাকবে।

**ড. উত্তম সাহা ॥** ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত জগতে অন্যান্য প্রতিভার অধিকারী ড. উত্তম সাহা যদিও চীকৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা কর্মের সঙ্গে যুক্ত, তবুও লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ড. সাহার অবদান অসমান্য। লোকগীতির জন্য উপযুক্ত ঈশ্বরপদত্ব কঠে তিনি জনচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। লোকগীতিতে আকাশবাণীর অনুমোদিত এই শিল্পীর লোকসঙ্গীত দূরদর্শন এবং আকাশবাণী থেকে নিয়মিত সম্প্রচারিত হয়। লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান তিনি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে চলেছেন। বহির্ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে; যেমন—কলকাতা, হায়দরাবাদ, বিহার প্রভৃতি স্থানে, এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশে ও নর্থ কোরিয়ায় তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। ত্রয়োদশ বিশ্বযুব উৎসবে তিনি উত্তর কোরিয়ার পিয়ংইয়ং শহরে সঙ্গীত পরিবেশন করে প্রশংসা কৃত্যেছেন। ‘ত্রিপুরা ফোক একাডেমি’ প্রতিষ্ঠানটি তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর গানের ক্যাসটও প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংসদ কর্তৃক ফোক ট্যালেন্ট পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন।

**শুভাংশু চক্রবর্তী ॥** এই গ্রন্থের গীতিকার অশ্বিকুমার আচার্যের রচিত বহু তরজাগানে, দেশাভিবোধক গানে, আনন্দান্বিক গানে এবং গীতিন্যতালেখে শুভাংশুবাৰু কঠসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। উদান্ত কঠের অধিকারী শ্রী চক্রবর্তী আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে নিয়মিত গান পরিবেশন করেন। লোকগীতিতে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত এই শিক্ষক ত্রিপুরার ঐতিহ্যপূর্ণ সরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় “উমাকান্ত একাডেমী”তে কর্মরত। ত্রিপুরার বাইরে, দিল্লি, কলকাতা, গোহাটি এবং আরও নানা স্থানে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। লোকগীতি ছাড়াও ভূপেন হাজারিকার গান গেয়ে দর্শকদের মন মাতান। তিনি লোকগীতিতে আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী। অভিনয়েও তিনি সিদ্ধহস্ত।

গোপাল চক্রবর্তী ॥ শ্যামাসঙ্গীতের শিল্পী হিসেবে ত্রিপুরায় একডাকে ঘাঁকে মানুষ চেনে, তিনি বিশিষ্ট কঠসঙ্গীত শিল্পী গোপাল চক্রবর্তী। শ্যামাসঙ্গীতে তিনি আকাশবাণীর বি-হাই মানপ্রাপ্ত শিল্পী, রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে বহু উৎসব অনুষ্ঠানে শ্যামাসঙ্গীত ও নজরুলগীতি পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। নজরুল-গীতিতেও তিনি আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী। নিয়মিত দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে অনুষ্ঠান করে থাকেন। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত বেশ কিছু সঙ্গীতে তিনি সুরোরোপ করেছেন ও কঠ দান করেছেন। লোকগীতি ও তরজাগানে এবং বিভিন্ন নৃত্যগীতালেখ্যে শ্রীচক্রবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করে লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কর্মজীবনে তিনি জেলা প্রশাসনে করণিক পদে কর্মরত হয়েও সারা রাজ্যে শ্যামাসঙ্গীত, নজরুলগীতি, লোকগীতি ইত্যাদি গান পরিবেশন করে চলেছেন।

সুদীপ্ত শেখর মিশ্র ॥ আগরতলা বিখ্যাত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় নেতাজী স্বত্ত্বায় বিদ্যানিকেতনে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত সুদীপ্ত শেখর মিশ্র ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে একটি বিশিষ্ট নাম। সঙ্গীতশিল্পে বহুবিধ গুণের অধিকারী শ্রী মিশ্র একাধারে আকাশবাণীর অনুমোদিত গায়ক ও সুরকার। নজরুলগীতি ও আধুনিক গানে তিনি আকাশবাণীর বি-হাই মানপ্রাপ্ত শিল্পী। তা ছাড়া বিজেন্দ্রগীতি ও রঞ্জনীকান্তের গানে তাঁর আকাশবাণীর অনুমোদন রয়েছে। শিল্পী ভক্তিগীতিও পরিবেশন করেন। এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ বেশ কিছু আধুনিক গানে তিনি সুরোরোপ করেছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে তিনি নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। সঙ্গীতশিক্ষক হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে।

হীরালাল সেনগুপ্ত ॥ ত্রিপুরার শিল্প-সংস্কৃতির আকাশে এক অলোকসামান্য বাস্তুত্ব হীরালাল সেনগুপ্ত। তিনি একাধারে সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার, গায়ক ও গীতিকার। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী গীতিকার ও সুরকার হিসেবে রাজ্যসরকারের শচীন দেববর্মন স্থৃতি পুরস্কার এবং রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তা ছাড়া বেসরকারি স্তরে, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি পুরস্কার ও নানা সম্মানে বৃত হয়েছেন। ত্রিপুরার প্রথম ছায়াছবি ‘রূপাস্তর’ এবং ‘এই সময়ের রূপকথা’ চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। পাপেট থিয়েটার ‘চেতনাই’-এও সঙ্গীতে পরিচালক হিসেবে প্রশংসা অর্জন করেছেন। কক্ষবরক সঙ্গীতে তাঁর গানের ক্যাসেট কলকাতার HMV থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দশ বছর সঙ্গীত নাটক একাডেমির সদস্য ছিলেন, আকাশবাণীতে লোকসঙ্গীতের পরীক্ষক ছিলেন এবং বর্তমানে NEZCC-র সদস্য। উপজাতিদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন। গণসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের দল নিয়ে ভারতের বিভিন্নস্থানে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর অভিনয় দক্ষতাও অসামান্য। দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আদিবাসী উপজাতিদের সংস্কৃতি নিয়ে বর্তমানে তিনি গবেষণার কাজ নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছেন।

**ঝর্ণা দেববর্মন** ।। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গীত শিল্পকলার বিশিষ্ট ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ধারারই সুযোগ উত্তরাধিকারী, বর্তমানে বৰ্ষীয়ান কঠসঙ্গীত শিল্পী ঝর্ণা দেববর্মন। ত্রিপুরার সহ্গীত জগতে শিল্পীর অবদান অসামান্য। শ্রীমতী দেববর্মন আধুনিক গানে আকাশবাণী কর্তৃক বিহাই মানপ্রাপ্ত। তা ছাড়া ভজন এবং শাস্ত্ৰীয় সঙ্গীতেও তিনি আকাশবাণী কর্তৃক অনুমোদিত শিল্পী। নিয়মিত দূরদৰ্শন ও আকাশবাণীতে সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে থাকেন। শুধু ত্রিপুরা নয়, বহির্ত্রিপুরাতেও শ্রীমতী দেববর্মন সঙ্গীত পরিবেশন করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কলকাতার বিখ্যাত H.M.V. কোম্পানি শ্রীমতী দেববর্মনের গানের ক্যাসেট প্রকাশ করেছে। এই প্রচ্ছে উল্লিখিত আধুনিক গান তিনি আকাশবাণীতে পরিবেশন করেছেন।

**বিশ্বনাথ চন্দ** ।। ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে বিশ্বনাথ চন্দ একটি বিশিষ্ট নাম। দীর্ঘকাল তিনি এ রাজ্যের সঙ্গীতজগতকে সমৃদ্ধ করে, বর্তমানে তিনি পাশ্চয়বঙ্গে বসবাস করেছেন। ত্রিপুরাতে আকাশবাণীর ‘এ’ গ্রেড প্রাপ্ত শিল্পী শ্রীচন্দ। শায়ামসঙ্গীতে তিনি এই অসামান্য দৰ্ঢভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। শায়ামসঙ্গীত ছাড়াও আধুনিক, ভজন, নজরুল গীতিতে তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য আছে। তিনি এ-প্রচ্ছের গীতিকারের রচিত বহুগানে সুরারোপ ও কঠদান করেছেন। তাঁর গীত শায়ামসঙ্গীতের ক্যাসেটে এ-বইয়ে উল্লিখিত গানও রয়েছে। শ্রীচন্দ আকাশবাণী ও দূরদৰ্শন কেন্দ্রে নিয়মিত সঙ্গীতপরিবেশন করেছেন। মঙ্গেও তিনি খুবই জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন।

**রঞ্জনা বড়ুয়া** ।। ত্রিপুরার কিম্বৱকঙ্গী কঠসঙ্গীতের শিল্পী রঞ্জনা বড়ুয়া তাঁর কঠমাধুর্যে রাজ্যের সঙ্গীত জগতে বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন। তিনি আধুনিক গানে আকাশবাণীর ‘এ’ গ্রেড প্রাপ্ত, এবং নজরুল গীতি ও ভজন বিভাগে বিহাই মানপ্রাপ্ত শিল্পী। তাঁর গানের বেশ কিছু ক্যাসেট বেরিয়েছে। বহির্ত্রিপুরায়ও তিনি তাঁর যাদু-মেশানো কঠের জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। আকাশবাণী ও দূরদৰ্শনের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন তিনি। ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে তিনি চিরভাস্ত্র হয়ে থাকবেন।

**অরিন্দম রায় চৌধুরী** ।। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পদস্থ কর্মী অরিন্দম রায় চৌধুরী ত্রিপুরার সঙ্গীতশিল্পের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল নাম। সুরেলা কঠের অধিকারী শ্রী রায়চৌধুরী আধুনিক গানে আকাশবাণীর বিহাই গ্রেডপ্রাপ্ত শিল্পী। তা ছাড়া এই প্রতিভাধর শিল্পী নজরুলগীতি, শায়ামসঙ্গীত এবং লোকগীতিতে আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ করেছেন। তিনি নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদৰ্শনে অনুষ্ঠান করে চলেছেন। এই প্রচ্ছে উল্লিখিত বেশ কিছু গানও দূরদৰ্শনে সম্প্রচারিত কয়েকটি নৃতাগীতিআলোখ্যে কঠসঙ্গীতে মুখ্য ভূমিকা প্রাহণ করেছেন। তাঁর গীতিমাধুর্য শ্রোতাদের মৃৎ করে।

**রাজেন্দ্র চন্দ্র দাস** ।। বৰ্ষীয়ান সঙ্গীতশিল্পী রাজেন্দ্রচন্দ্র দাস ত্রিপুরার একজন বিশিষ্ট শাস্ত্ৰীয় সঙ্গীত শিল্পী। সুরকার হিসেবেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। শাস্ত্ৰীয় সঙ্গীতে

তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁকে বিশিষ্ট শিক্ষাগুরুর মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তিনি দীর্ঘকাল ছাত্রাব্রাহ্মীদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষাদান করে চলেছেন।

**তাপসী দন্ত ॥** ত্রিপুরা সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী তাপসী দন্ত একজন সুকৃষ্টি গায়িকা। চাকুরিজীবন থেকে অবসর নিলেও সঙ্গীত জগতে তিনি এখনও সঙ্গীব। শ্যামাসঙ্গীতে তিনি আকাশবাণীর বি-হাই গ্রেড প্রাপ্তা শিল্পী। তা ছাড়া, আধুনিক ও ভজন গানেও তিনি আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী। এই প্রল্পে উদ্ধৃত কিছু শ্যামাসঙ্গীতে তিনি আকাশবাণীতে পরিবেশন করেছেন। বর্তমানে এই শিল্পী বর্ষীয়ান হলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে চলেছেন।

**অমিত দাস ॥** ছাত্রজীবন থেকেই শ্রী অমিত দাসের সঙ্গীত প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল। উদাত্ত কঠের অধিকারী শ্রী দাস রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক গানে আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী। তাঁর পিতাও ত্রিপুরার একজন বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পী ছিলেন। শ্রীদাস নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করে থাকেন। কর্মজীবনে ব্যক্তিকর্মী হয়েও শিল্পী অমিত দাস সঙ্গীতচর্চা ও সঙ্গীত পরিবেশনে খুবই নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন।

**তিথি দেববর্মা ॥** ত্রিপুরার বর্তমান প্রজন্মের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে তিথি দেববর্মা একজন স্বনামধন্য শিল্পী। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতে আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী। তাঁর পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত খুবই উচ্চমানের এবং সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। তিনি নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনের এবং বিভিন্ন সরকারি উৎসব-অনুষ্ঠানে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বহির্ত্রিপুরার মানাসথানে, বাংলাদেশে এবং সর্বভারতীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি অজস্র প্রশংসা কৃতিয়েছেন। কলকাতার-ই টিভিতেও তাঁর সঙ্গীত সম্প্রচারিত হয়েছে।

**অমর ঘোষ ॥** ত্রিপুরার একজন অসামান্য জনপ্রিয় কঠসঙ্গীত শিল্পী অমর ঘোষ। গুরুগম্ভীর কঠের অধিকারী এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানসম্পদ এই শিল্পী আকাশবাণী থেকে নজরুলগানীতিতে বি-হাই গ্রেড প্রাপ্ত। তা ছাড়া আধুনিক গানেও তিনি আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ করেছেন। তিনি নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠান করে থাকেন। এই প্রস্থকারের দূরদর্শনে সম্প্রচারিত কয়েকটি নৃত্যগীতালোখ্যে তিনি গানে চমৎকার সুরোরোপ করেছেন ও মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। রাজোর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উৎসব অনুষ্ঠানে এই জনপ্রিয় শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তিনি সঙ্গীত শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপ্ত আছেন।

**হীরেন দেববর্মা ॥** আগরতলা সরকারি মিউজিক কলেজ-এর প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী হীরেন দেববর্মা যাট-সত্তর দশকের এক অলোকসামান্য আধুনিক গানের শিল্পী ছিলেন। তিনি আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে নিয়মিত আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন। তিনি

ত্রিপুরার একজন মঞ্চসফল আধুনিক গানের গায়ক। বিভিন্ন জলসায় ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানে এই শিল্পী তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভাব উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

ফাল্গুনী দেববর্মা ॥ ত্রিপুরার একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হলেন ফাল্গুনী দেববর্মা। আকাশবাণী থেকে নজরুলগীতিতে অনুমোদনপ্রাপ্ত এই শিল্পীর জনপ্রিয়তা দ্বিগীয়। সুকষ্টের অধিকারী এই শিল্পী নজরুলগীতি, আধুনিক বাংলা গান নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশন করে জনচিত্রে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মধুরিমা ভট্টাচার্য ॥ বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। আগরতলার আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বি-হাই গ্রেড প্রাপ্তা শিল্পী। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করে থাকেন।

শক্তি চৰবৰ্তী ॥ ছাত্রাবস্থায়ই শ্রীমতী চৰবৰ্তীর কঠসঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করত। পরে তিনি শাস্তিনিকেতনে সঙ্গীতশিক্ষার জন্য যান এবং শাস্তিনিকেতন থেকে সঙ্গীতে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। কৈশোরে শ্রীমতী চৰবৰ্তী এই গ্রন্থকারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আকাশবাণী থেকে লঘু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শিল্পী বি-হাই গ্রেড প্রাপ্তা। দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে নিয়মিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। ভজন, ঠুংরি এবং অন্যান্য গানেও তিনি পারদর্শী। সঙ্গীত শিক্ষিকা হিসেবে তিনি ত্রিপুরার বাইরে কর্মরত।

অনিন্দিতা রায় ॥ সুমিষ্ট কঠের অধিকারী শিল্পী অনিন্দিতা রায় ত্রিপুরার একজন জনপ্রিয় শিল্পী। শিল্পী ‘ভজন’ গীতিতে আকাশবাণীর বি-হাই গ্রেড প্রাপ্তা। তা ছাড়া আধুনিক ও নজরুলগীতিতে শ্রীমতী রায় আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ করেছেন। তিনি নিয়মিত দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে অনুষ্ঠান করে থাকেন। শিল্পীর সঙ্গীতের প্রতিভা উচ্চ প্রশংশিত।

উজ্জয়িনী রায় ॥ ত্রিপুরার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে উজ্জয়িনী রায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। সুমধুর কঠের অধিকারী শ্রীমতী রায় আধুনিক গানে আকাশবাণীর বি-হাই গ্রেড প্রাপ্তা শিল্পী। তা ছাড়া নজরুলগীতি এবং লোকগীতিতেও তিনি আকাশবাণীর অনুমোদন পেয়েছেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কুমারী রায় ‘সুরকার’ হিসেবেও আকাশবাণী থেকে অনুমোদন লাভ করেছেন। তিনি দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। তাঁর কঠমাধুর্য শ্রোতাদের মনোগ্রাহ করে। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা প্রায় বিশ্বব্যাপ্তি লাভ করেছে। লক্ষণ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গানের সি.ডি। কলকাতা থেকে আধুনিক ও ভজন গানের সি.ডি। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষায় চলচ্চিত্রে কঠদান। কন্নড় ভাষায় ৮টি চলচ্চিত্রে, তামিল ভাষায় ২টি চলচ্চিত্রে এবং বর্তমানে মালয়ালি চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের

দোহাতে একক অনুষ্ঠান করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। লভনে পাড়ি দেবার প্রস্তুতি নিচেন।

**দীপা চক্রবর্তী ॥** তরুণী শিল্পী দীপা চক্রবর্তীর সঙ্গীতপ্রতিভা উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি আকাশবাণী থেকে নজরুল গীতিতে বিহাই গ্রেড প্রাপ্তা শিল্পী তা ছাড়া গজল ও আধুনিক গানে শিল্পী আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ করেছেন। তিনি দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকেন। দীপা চক্রবর্তী একজন জনপ্রিয় শিল্পী।

**অপর্ণা চৌধুরী ॥** ত্রিপুরার তৃবুণ সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে অপর্ণা চৌধুরী বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রতিভাময়ী এই শিল্পী নজরুলগীতিতে আকাশবাণীর বিহাই ডিগ্রি প্রাপ্তা। তা ছাড়া আধুনিক ও শ্যামাসঙ্গীতে ও তিনি আকাশবাণীর অনুমোদন প্রাপ্তা। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে তিনি নিয়মিত অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। তা ছাড়া তিনি একজন মঞ্চসফল সঙ্গীতশিল্পী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

**রাধী রায় ॥** আধুনিক গানে আকাশবাণীর বিহাই গ্রেড প্রাপ্তা শিল্পী রাধী রায় ত্রিপুরার অন্যতম বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। আধুনিক গান ছাড়াও নজরুলগীতি এবং লোকগীতিতেও শ্রীমতী রায় আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী। তিনি শ্যামাসঙ্গীত এবং ভজন সঙ্গীতেও পারদর্শী। তিনি গানের ক্যাসেটও প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থকারের রচিত গান তিনি ক্যাসেটবন্ধ করেছেন। শ্রীমতী রায় নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। একজন সফল সঙ্গীতশিল্পী।

**মিতালী ঘোষ ॥** বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী রঞ্জিত ঘোষের কন্যা মিতালী ঘোষ নিজস্ব সাঙ্গীতিক প্রতিভার গুণে ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে স্থান করে নিয়েছেন। তরুণী এই শিল্পী আকাশবাণী থেকে আধুনিক ও নজরুল গীতিতে অনুমোদন লাভ করেছেন। তিনি নিয়মিত অনুষ্ঠানও আকাশবাণী ও দূরদর্শনে পরিবেশন করছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

**বুমা চক্রবর্তী ॥** ত্রিপুরার উদীয়মান সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে বুমা চক্রবর্তী বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আধুনিক, রবীন্দ্র ও নজরুলগীতি তিনি তিনটি বিভাগে তিনি আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ করেছেন। সুকন্ঠ-গায়িকা বুমা চক্রবর্তী নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করছেন। দূরদর্শনে সঙ্গীতের বিশেষ অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত শিল্পীর গান খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত গান পরিবেশন করে থাকেন।

**বুমা চক্রবর্তী ॥** তেলিয়ামুড়া থেকে আগত বুমা চক্রবর্তী ছাত্রাবস্থা থেকেই সঙ্গীত পরিবেশন করে অন্যন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আধুনিক ও নজরুল-গীতিতে শ্রীমতী চক্রবর্তী আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী। তাই তিনি নিয়মিতভাবে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে আধুনিক ও নজরুলগীতি পরিবেশন করেন। শ্রীমতী চক্রবর্তীর সুরমূর্ছনায়

বয়েছে ইন্দ্রজালের ছেঁয়া। তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে এই প্রশ্নের প্রস্তুকার শ্রী অশ্বিকুমার আচার্য, দূরদর্শনে সম্প্রচারিত তাঁর বহু নৃত্যনাট্যে, এই শিল্পীর সঙ্গীত ব্যবহার করে অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়িয়েছেন। ‘গানে গানে ত্রিপুরা’ ও ‘আগরতলা আমার আগরতলা’ শীর্ঘক দৃটি পর্বে দশটি গানের তাঁর গাওয়া দৃটি রয়্যালিটি স্টেডের প্রোডাকশন দূরদর্শন কর্তৃক অনুমোদিত ও সম্প্রচারিত হয়েছে। গানগুলি এই প্রস্তুকার কর্তৃক রচিত। পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কর্তৃক ব্যবস্থিত অঞ্জলভিত্তিক লোকসঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী চক্রবর্তী ত্রিপুরাতে প্রথম স্থান অধিকার করে কলকাতায় নিজেকে তুলে ধরার সুযোগ পান। ‘বনগীতি’ নামক সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের সঞ্চালিকা ও শিক্ষিকা শ্রীমতী চক্রবর্তী ইতিমধ্যে সঙ্গীতজগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

বাসবী কিলিকদার।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করেও যিনি ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে স্বকীয় প্রতিভায় বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন, তিনি সকলের সুপরিচিত বাসবী কিলিকদার। এই প্রস্তুকারের রচিত শ্যামাসঙ্গীত দিয়েই তাঁর আকাশবাণীতে সঙ্গীত পরিবেশনের যাত্রা শুরু। পরে এই গীতিকারের বহু গান ও গীতিনৃত্যালয়ে শ্রীমতী কিলিকদার কঠ দান করে অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আকাশবাণী থেকে আধুনিক গানে অনুমোদিত শিল্পী শ্রীমতী কিলিকদার নজরুলগীতি, ভঙ্গীগীতি ও ভজনগীতিতেও বিশেষ পারদর্শী। আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে নজরুল গীতি ছাড়াও তিনি ভজন পরিবেশন করেছেন। শুধু সংস্কৃত উচ্চারণের ধারা বজায় রেখে শ্রীমতী কিলিকদার দূরদর্শনে “গীতা-গীতি” গেয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের কেরালায় বাংলা লোকগীতি গেয়ে শিল্পী কেরালার মানুষের মন জয় করেছেন। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাসবী কিলিকদারের পরিবেশিত ভঙ্গীগীতি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তিনি আকাশবাণীর শিশু বিভাগের অনুষ্ঠানের একজন সঞ্চালিক।

শুভ্রা চক্রবর্তী।। মনোহারী কঠের অধিকারী শ্রীমতী শুভ্রা চক্রবর্তী আধুনিক গানে ও নজরুল গীতিতে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। তিনি এই দুই বিভাগে আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পীও বটে। আকাশবাণীও দূরদর্শনে শিল্পী নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই প্রস্তুকারের রচিত এবং আগরতলা দূরদর্শনে সম্প্রচারিত গীতি নৃত্যালয়ে তিনি কঠ দান করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

পুষ্পিতা চক্রবর্তী।। পেশায় আয়ডভোকেট। প্রতাহ কালো কোট গায়ে ঢিয়ে আদালত চত্তরে ছুটোছুটি করেন। এই পেশার পাশাপাশি সঙ্গীতেও শ্রীমতী পুষ্পিতা চক্রবর্তীর নেশা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। সব রকমেঁ গানেই শিল্পী সাবলীল। আধুনিক, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত লোকগীতি, কীর্তন সব শাখাতেই তাঁর যাতায়াত। বিশেষত তাঁর কঠের পরিবেশিত কীর্তন সহজেই শ্রোতৃবন্দের মন কেড়ে নেয়। তিনি দূরদর্শন, আকাশবাণী এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। তাঁর

গীত গানের ক্যাসেটও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই গ্রন্থকারের রচিত ও দূরদর্শনে সম্প্রচারিত কয়েকটি গীতিন্ত্যালেখিকা শ্রীমতী চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করে কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পী বিশেষ ডিপ্রিং লাভ করেছেন।

**শুক্রা ভট্টাচার্য ॥** রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক অনন্য শিল্পী শুক্রা ভট্টাচার্য। আকাশবাণী থেকে হাতে গোনা যে কজন ত্রিপুরাতে বি-হাই গ্রেড পেয়েছেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য তন্মধ্যে অন্যতম। শিল্পী আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছেন।

**চৈতালী দন্ত ॥** ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে চৈতালী দন্ত একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি আকাশবাণী থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বি-হাই মান প্রাপ্ত শিল্পী। নিয়মিত আকাশবাণীতে এবং দূরদর্শনেও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

**গোপা কর ॥** সঙ্গীতের কীর্তন বিভাগে, ত্রিপুরা রাজ্যের অদ্বিতীয় শিল্পী শ্রীমতী গোপা কর। দীর্ঘকাল ত্রিপুরার আকাশবাণী ও দূরদর্শনে তিনি কীর্তন পরিবেশন করে চলেছেন। তাঁর কীর্তন গানের বিশিষ্ট ঢং ও গায়কী এককথায় অপূর্ব। আকাশবাণী থেকে তিনি কীর্তন গানে অনুমোদিত শিল্পী। এই গ্রন্থে সংযোজিত কয়েকটি ভঙ্গিগীতি তিনি আকাশবাণীতে পরিবেশন করে প্রশংসন লাভ করেছেন। কীর্তনের পাশাপাশি ভঙ্গিগীতিতেও তিনি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

**শুক্রা রায়চৌধুরী ॥** রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের গানে আকাশবাণীর অনুমোদিত এই শিল্পী সঙ্গীতে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত তিনি অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাঁর গান মানুষকে মুগ্ধ করে।

**মানিক চক্রবর্তী ॥** উদয়পুরের এই প্রবীণ শিল্পী লোকগীতিতে আকাশবাণীর অনুমোদিত। তিনি উদয়পুরের সঙ্গীত জগতে সঙ্গীতশিক্ষক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেও তাঁর পাণ্ডিত্য রয়েছে। আকাশবাণীতে নিয়মিত অনুষ্ঠান করেছেন। বর্তমানে চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত।

**বিনয়ভূষণ দেব ॥** উদয়পুর মহকুমার কাকড়াবন শিক্ষিক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত শিল্পী সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর নৈপুণ্য ছিল। দক্ষতা ছিল নজরুল গীতিতেও।

**বিমল চক্রবর্তী—ত্রিপুরার সঙ্গীত জগতের একজন সুখ্যাত শিল্পী বিমল চক্রবর্তী।** ভজন গানে তিনি আকাশবাণীর অনুমোদিত। শ্যামাসঙ্গীত এবং নজরুল গীতিতেও পারদর্শিতার জন্য তিনি আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ করেছেন। আকাশবাণীতে নিয়মিত অনুষ্ঠান করেন। দূরদর্শনেও তাঁর অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছে।

**মুগাল নাথ শর্মা**—খোয়াই নিবাসী শিল্পী মুগাল নাথ শর্মা সঙ্গীতজগতে উন্নতরোভূত নিজের আসন পাকা করে নিয়েছেন। আকাশবাণী থেকে নজরুলগীতিতে অনুমোদিত এই শিল্পী শ্যামাসঙ্গীত, ভজন ইত্যাদিতেও পারদশী। নিয়মিত আকাশবাণীতে অনুষ্ঠান করেছেন। দূরদর্শনেও অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছে। তাঁর গানের ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পী কলকাতা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করে সুখ্যাতি পেয়েছেন।

**কণিকা চক্রবর্তী (দেববর্মা)**—ত্রিপুরার সঙ্গীতে শিল্পী কণিকা চক্রবর্তী (দেববর্মা) বিশেষ অবদান রয়েছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে এবং ভজন গানে তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করেছেন। ত্রিপুরা সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁর কঠস্বর মনোমুগ্ধকর।

**রতন সেনগুপ্ত**—ত্রিপুরার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে যে ক'জন শিল্পী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁর সেনগুপ্ত অন্যতম। তিনি দীর্ঘকাল আগরতলার সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মৃগ্ধ করেছেন। ভজন গানেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন।

**সুশাস্ত লোধি**—নজরুলগীতি, ভজন, গজল ইত্যাদি সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে শিল্পী সুশাস্ত লোধের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করে থাকেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান-মঞ্চে তাঁর পরিবেশিত সঙ্গীত শ্রোতাদের মৃগ্ধ করেছে।

**কাবেরী গুপ্ত**—সুমধুর কঠের অধিকারিণী শিল্পী ত্রীমতী কাবেরী গুপ্ত। রবীন্দ্রসঙ্গীতে আকাশবাণী থেকে বি-হাই গ্রেড পেয়েছেন। তা ছাড়া শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেও তিনি আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ করেছেন। শিল্পী নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করে থাকেন। এই প্রচ্ছকার রচিত আকাশবাণীর বিশেষ গীতিআলেখ্যে তিনি কঠদান করে প্রশংসিত হয়েছেন। তিনি স্থানীয় একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী রয়েছেন।

**সুতপা গোস্বামী**—নজরুল গীতিতে আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী সুতপা গোস্বামীর সুরেলা কঠ শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। নজরুলগীতি ছাড়া, আধুনিক এবং ভজন গান শিল্পী পরিবেশন করেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে শিল্পী নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকেন।

**নিবেদিতা চক্রবর্তী**—তরুণ শিল্পীদের মধ্যে এ রা' জা নিবেদিতা চক্রবর্তী একটি বিশিষ্ট নাম। কঠসঙ্গীতে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য এই তরুণী শিল্পী সঙ্গীতে জাতীয় জুনিয়র মেধাবৃত্তি লাভ করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরুলগীতি এই দুই বিভাগেই শিল্পী আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ করেছেন। সর্বভারতীয় যুবউৎসবে সঙ্গীতে প্রথম স্থান

লাভ করে অসামান্য কৃতিত্বের উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে চলেছেন।

**গোপা চক্রবর্তী**—ত্রিপুরার মেলাঘরের শিল্পী গোপা চক্রবর্তীর সঙ্গীত প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক তাঁকে সিনিয়র ফেলোশিপ সম্মানে বৃত্ত করেছেন। খেয়াল ও ভজন গানে শিল্পীর অসামান্য পারদর্শিতা তাঁকে খ্যাতি দান করেছে। শিল্পী আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের আনন্দ দান করছেন।

**শুভত্রী দেবরায়**—কৈলাসহরের সঙ্গীত শিল্পী শুভত্রী দেবরায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আকাশবাণী থেকে অনুমোদন লাভ করেছেন। তরুণী এই শিল্পী তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেছেন। তিনি আকাশবাণীতে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকেন। শিল্পীর সঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

**শ্রেয়সী দাস**—কিশোরী শিল্পী শ্রেয়সী দাস ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। এই শিল্পী তাঁর অপূর্ব কঠ মানুষের জন্য জাতীয় জুনিয়র মেধাবৃত্তিতে ভূমিত হয়েছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পী পারদর্শী। আকাশবাণীর শিশুমেলায় শিল্পী কঠসঙ্গীত পরিবেশন করছে।

**দেবারতি ভট্টাচার্য**—অপূর্ব ছন্দোময় কঠের অধিকারিণী তরুণী শিল্পী দেবারতি ভট্টাচার্য আগরতলার একজন উদীয়মান সঙ্গীত প্রতিভা। সর্বভারতীয় “সোনি মাটিনি আইডল”-এ ত্রিশজনের মধ্যে নির্বাচিত হয়ে কুমারী ভট্টাচার্য সাড়া ফেলে দিয়েছেন। ছাত্রাবস্থায়ই শিল্পীর সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশ। কোকিলকঠী এই প্রতিভাময়ী শিল্পী ভজন, আধুনিক, নজরুল এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিভাগে পারদর্শী। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ত্রিপুরার বাইরেও বিভিন্ন স্থানে তিনি কঠসঙ্গীত পরিবেশন করে প্রশংসা লাভ করেছেন। শিল্পী জাতীয় জুনিয়র বৃত্তিও লাভ করেছেন।

**পদ্মমৌলীশ্বর আদিত্য**—আগরতলার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম পদ্মমৌলীশ্বর আদিত্য। শিল্পী তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার জন্য জাতীয় জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেছেন। ভজন, নজরুল এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শিল্পীর দক্ষতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। তিনি নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

**সংহিতা সাহা**—আকাশবাণীর মুববাণী অনুষ্ঠানের অনুমোদিত শিল্পী সংহিতা সাহা সুকঠের অধিকারিণী। তিনি যুববাণীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং নজরুলগীতি পরিবেশন করেন। তাঁর অতুলনীয় সঙ্গীত প্রতিভার জন্য তিনি জাতীয় জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। আকাশবাণীতে এবং দূরদর্শনে কুমারী সাহা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

**শতরূপা ধর—**বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শিবপ্রসাদ ধর-এর কন্যা শতরূপা ধর আগরতলার তরুণী শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। ভবিষ্যতের এক স্বর্ণোজ্জল সম্ভাবনা শিল্পীর মধ্যে বর্তমান। আকাশবাণীর ‘কাকলি’ অনুষ্ঠানে শিল্পী নিয়মিত অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সঙ্গীতে তার অসামান্য প্রতিভা তাকে জুনিয়র জাতীয় বৃন্তি লাভের সম্মান এনে দিয়েছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, নজরুলগীতি এবং আধুনিক গানে কুমারী ধরের কঠ সাবলীল ও মাধুর্যমণ্ডিত। শিল্পী দূরদর্শনেও অনুষ্ঠান করে থাকে।

**তনুজা দেববর্মা—**সুকচ্ছের অধিকারী তনুজা দেববর্মা আকাশবাণী কর্তৃক আধুনিক গানে অনুমোদিত। তিনি নিয়মিত আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। তাঁর কঠ-মাধুর্য জনসাধারণকে মৃগ্ধ করে। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠান মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করে জনপ্রিয় হয়েছেন।

**পাঞ্জলী দেববর্মা—**ত্রিপুরার সঙ্গীত জগতে পাঞ্জলী দেববর্মা সম্প্রতি বিশেষ সাড়া ফেলে দিয়েছে। কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পী ‘ইন্দ্রনীল সেন’-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে কঠ দান করে ক্যাসেট প্রর্দান করেছেন। কলকাতায় অনুষ্ঠান করেছেন। তাঁর সুমধুর কঠের আকর্ষণীয় দক্ষতা রয়েছে আধুনিক গানে নজরুল গীতিতে।

**পূর্ণিমা গাঞ্জুলী—**সত্ত্বেও আশীর দশকে যে তরুণী সঙ্গীত শিল্পী আগরতলার সঙ্গীত জগতে তার যাদুকরী কঠের জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনি পূর্ণিমা গাঞ্জুলী। শিল্পী আধুনিক, নজরুলগীতি, ছায়াছবির গান ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন। শিল্পী আধুনিক, নজরুল গীতি, ছায়াছবির গান ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন। আকাশবাণীর যুববাণীতে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। মধ্যে তার জনপ্রিয়তা ছিল উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রীমতী গাঞ্জুলী প্রচুর প্রশংসন কৃতিয়েছেন। এই গ্রন্থকারের পরিচালনায় পূর্ণিমা বহু অনুষ্ঠানে দাঁশ নিয়েছেন। তার গানে মৃগ্ধ হয়ে ত্রিপুরার তদনীকুন রাজ্যপাল জেনারেল কে. ভি. কৃষ্ণরাও শিল্পীকে একটি মূল্যবান হারমোনিয়াম উপহার দেন। বর্তমানে পূর্ণিমা কলকাতাবাসী।

**প্রাণেশ সোম—**খোয়াই নিবাসী প্রাণেশ সোম লোকগীতির এক অসামান্য শিল্পী। লোকগীতিতে আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকেন। দূরদর্শনের বিশেষ অনুষ্ঠানেও শিল্পীকে গান পরিবেশন করতে দেখা যায়। লোকগীতির বৈশিষ্ট্য শিল্পীর কঠে বিশেষভাবে পরিষ্কৃট হয়ে ওঠে। শ্রী সোম কলকাতা ও বিভিন্ন স্থানে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সুখান্তি অর্জন করেছেন।

**মালতী দেব—**ত্রিপুরায় লোকগীতি শিল্পী হিসেবে শ্রীমতী মালতী দেব বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি লোকগীতিতে আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী। তাঁর কঠে লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য অনবদ্যভাবে ফুটে ওঠে। শিল্পীর কঠস্বরের মাধুর্য খুবই আগম্য। —১৪

চিন্তাকর্যক। তিনি নিয়মিত আকাশবাণীতে এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উৎসব অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। নজরুল গীতিতেও তাঁর দক্ষতা রয়েছে।

**গুরুদীপন আচার্য**—তরুণ শিল্পী গুরুদীপন আচার্য ত্রিপুরার সঙ্গীত জগতে বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে চলেছেন। তিনি আধুনিক এবং রবিস্তু সঙ্গীতে আকাশবাণী থেকে অনুমোদন লাভ করেছেন। নিয়মিত আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করে থাকেন। এই গ্রন্থকারের রচিত ‘গানে গানে ত্রিপুরা’ এবং ‘আগরতলা, আমার আগরতলা’ শীর্ষক সঙ্গীতবিষয়ক দূরদর্শনের রয়্যালিটি প্রোগ্রামে কঠ দান করেছেন। ‘লোকনাথ বহুচারী’ শীর্ষক গানের ক্যাসেটে গান গেয়েছেন। শ্রী আচার্যের মধ্যে ভবিষ্যতের স্বর্ণ-সম্ভাবনা প্রসৃপ্ত সঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবেও শ্রীআচার্য খ্যাতিমান।

**দেবৰত ঘোষ**—তেলিয়ামুড়া থেকে আগত উচ্চমানের শিল্পী দেবৰত ঘোষ। তরুণ এই শিল্পীর কঠসঙ্গীত বর্তমানে এ রাজ্যে খুবই জনপ্রিয়। আকাশবাণীর যুববিভাগে আধুনিক ও নজরুল গীতিতে শ্রী ঘোষ অনুমোদন লাভ করেছেন। এই গ্রন্থে রচিত বেশ কয়েকটি গান ও গীতি আলেখ্যে শ্রী ঘোষ দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে শিল্পীর গান দর্শকবৃন্দ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। শিল্পী নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীত শিক্ষাদানকেই শিল্পী জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

**ডালিয়া দাস**—ব্যক্তিগত জীবনে উপরি-উল্লিখিত শিল্পী দেবৰত ঘোষের সহধর্মী শ্রীমতী ডালিয়া দাস ত্রিপুরার একজন স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী। কঠে তাঁর অপূর্ব সুর-মাধুর্য। আধুনিক, নজরুল, রাগপ্রধান ইত্যাদি গান তিনি পরিবেশন করেন। আধুনিক গানে তিনি আকাশবাণী কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছেন। ত্রিপুরা ও বহির্ত্রিপুরায় বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে, সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসাবে তিনি গান গেয়ে থাকেন। এই গ্রন্থকারের বেশ কটি গীতিআলেখ্য এবং নৃত্যনাট্যে তিনি কঠদান করে অশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রন্থকার রচিত দূরদর্শনের রয়্যালিটি প্রোগ্রামে শ্রীমতী দাস গান গেয়েছেন। প্রতিভাময়ী এই শিল্পী রাজ্যে খুবই জনপ্রিয়।

**নৃপতি ভৌমিক**—ত্রিপুরার বিশিষ্ট প্রবীণ শিল্পী। শ্যামাসঙ্গীতে আকাশবাণীর অনুমোদিত। আবার সুরকার হিসেবেও তিনি আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ করে, বিভিন্ন গীতিকারের গানে সুর দিয়ে চলেছেন। আকাশবাণীতে নিয়মিত এখনও শ্যামাসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই গ্রন্থকারের বেশ কটি আধুনিক গানে তিনি সুরারোপ করেছেন যেগুলি আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি সঙ্গীত শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপ্ত আছেন।

**মনোরঞ্জন দেব**—প্রধানত সুরকার হিসেবে শ্রী মনোরঞ্জন দেব রাজ্যে বিশেষ পরিচিত। এই গ্রন্থকারের বই আধুনিক ও অন্যান্য গানে শ্রীদেব সুরোরাপ করেছেন

যেগুলি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়েছে। শ্রীদেব তবলা বাদনেও সুদক্ষ। হারমোনিয়াম বাদলেও তাঁর নৈপুণ্য রয়েছে।

**গীতশ্রী সাহা**—সুরেলা কংগের অধিকারিণী শ্রীমতী গীতশ্রী সাহা আধুনিক, নজরুল-গীতি এবং অন্যান্য বিভিন্ন গানে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। দূরদর্শনে এবং আকাশবাণীতে তিনি নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁর গান মানুষকে যথেষ্ট আনন্দ দান করে। এই গ্রন্থকারের রচিত “দৃষণ বিজয়” নৃত্যগীতি আলেখ্যটির গানের সুব দিয়েছেন গীতশ্রী সাহা এবং গানে অংশও নিয়েছেন। দূরদর্শনে সম্প্রচারিত ও উচ্চ প্রশংসিত “দৃষণ বিজয়”-এর গানগুলি তাঁর সুরেই গীত। আধুনিক ও নজরুলগীতিতে শিল্পী আকাশবাণীর অনুমোদনপ্রাপ্ত।

**মঞ্জুশ্রী পাল মুখোপাধ্যায়**—শিল্পী কলকাতার দমদম অঞ্চল-এর অধিবাসী। প্রবাদপ্রতীম সঙ্গীতাচার্য রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ ছাত্রী। স্বামীর সঙ্গে সুত্রে বেশ কিছু বছর আগরতলাতে কাটান এবং এখানের সঙ্গীতজগতে প্রতিভাব উজ্জ্বল চাপ রাখেন। অপূর্ব মুঝেঝে কংগের অধিকারিণী এই শিল্পী নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, আধুনিক গান, সঙ্গীতের প্রায় সব বিভাগেই নেপুণ্যের সঙ্গে গান পরিবেশন করতে সমর্থ ছিলেন। এই গ্রন্থকারের রচিত “সংহতি” “আঁধার শেষে আলোর দেশে” প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের গানগুলিতে কঠদান করেছেন এবং সুরারোপণ করেছেন। এই নৃত্যনাট্যগুলি উন্নত পূর্বাঞ্চলীয় দূরদর্শনে এবং আগরতলা দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়ে বিশেষ প্রশংসা কৃতিয়েছে। শিল্পী এই গ্রন্থকারের নৃত্যনাট্য দলের সঙ্গে দিল্লীতে গান পরিবেশন করে দর্শকদের প্রচুর হাততালি কৃতিয়েছেন।

**পদ্মা সরকার**—ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে এবং সঙ্গীতের অনুষ্ঠান পদিচালিকা হিসেবে শ্রীমতী পদ্মা সরকার এক উল্লেখযোগ্য নাম। শ্রীমতী সরকার আধুনিক ও নজরুল গীতিতে খুবই দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করেছেন। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠান এঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। তাঁর অভিনয়প্রতিভাও চমৎকার।

**যুথিকা রায়**—রাজোর প্রাচীনতম ছাত্রীদের বিদ্যালয় মহারাণী তৃলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী যুথিকা রায় একজন বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী। লোকসঙ্গীতে তিনি আকাশবাণীর অনুমোদিত। দূরদর্শনেও লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থকারের রচিত বিভিন্ন গান ও গীতিআলেখ্য শ্রীমতী রায় কঠদান করেছেন।

**শিখা মজুমদার**—মূলত দক্ষ অভিনেত্রী শ্রীমতী শিখা রায় নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা করেন এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকগীতি, নজরুলগীতি এবং আনুষ্ঠানিক গীতি গেয়ে থাকেন। এই গ্রন্থকার রচিত বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি পরিবেশন করে তিনি

পুরস্কার লাভ করেছেন। এই গ্রন্থকারের রচিত দূরদর্শনের নৃত্যনাট্যের গানেও শিল্পী কঠিদান করেছেন।

**পাঞ্চলী দেববর্মা**—সুগায়িকা পাঞ্চলী দেববর্মা রবীন্দ্রসঙ্গীতে আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। তাঁর বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীতের গান দর্শক ও শ্রোতৃবন্দ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।

**জয়ন্তী দাস**—মধুর কঠের অধিকারিণী জয়ন্তী দাস মূলত নজরুল গীতির শিল্পী। আকাশবাণী কর্তৃক শিল্পী নজরুলগীতিতে অনুমোদিত। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করে থাকেন। এই গ্রন্থকারের রচিত ও পরিচালিত বিশেষ গীতিআলেখের অনুষ্ঠানে শিল্পী চমৎকার শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছেন—যা আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

**সুজাতা চৰবৰ্তী**—ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে গ্রীষ্মতী সুজাতা চৰবৰ্তী তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আকাশবাণী কর্তৃক নজরুলগীতি ও আধুনিক গানে শিল্পী অনুমোদন লাভ করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও তাঁর দখল রয়েছে। তিনি নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানেও তাঁর সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

**অর্পণা দত্ত**—সুকল্পী অর্পণা দত্ত একজন অসামান্য তরুণী শিল্পী। আকাশবাণীর যুববাণী অনুষ্ঠানে নিয়মিত আধুনিক গান পরিবেশন করেন। দূরদর্শনেও অনুষ্ঠান করেছেন। এই গ্রন্থকারের রচিত ও পরিচালিত দূরদর্শনের শ্যামাসঙ্গীতের নৃত্যগীত আলেখে কঠিদান করে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। আধুনিক ছাড়াও নজরুল গীতি, শ্যামাসঙ্গীত, ছায়াছবির গানে তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে।

**দীপ্তনু দেববর্মন**—আগরতলার উদীয়মান শিল্পী দীপ্তনু দেববর্মন নিজের সাঙ্গীতিক প্রতিভার দৌলতে এ রাজ্যের সঙ্গীত জগতে বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। আধুনিক গানে, আকাশবাণীর অনুমোদনপ্রাপ্ত এই শিল্পী নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করে থাকেন। বিভিন্ন মঙ্গেও আধুনিক গান পরিবেশন করে শিল্পী যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেছেন।

**তল্লা দেববর্মা**—আধুনিক গানের অন্যতম শিল্পী তল্লা দেববর্মা। সুমধুর কঠের অধিকারিণী এই শিল্পী আকাশবাণী থেকে আধুনিক গানে অনুমোদনপ্রাপ্ত। আধুনিক ছাড়াও তিনি অন্যান্য গান গেয়ে থাকেন। দূরদর্শনেও তাঁর অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছে।

**মিতা সরকার**—আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী মিতা সরকার নজরুলগীতিতে আকাশবাণীর অনুমোদিত। শিল্পীর কঠে পরিবেশিত নজরুলগীতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

**বীতা চক্রবর্তী**—এ রাজ্যের অন্যতম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বীতা চক্রবর্তী রবীন্দ্রসঙ্গীতে আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ করেছেন। তিনি আকাশবাণীতে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীতও পরিবেশন করে থাকেন।

**নীতা গোস্বামী**—অতুলপ্রসাদের গানের অভাব ত্রিপুরা রাজ্যে যে শিল্পী পূর্ণ করে রেখেছেন তিনি নীতা গোস্বামী। আকাশবাণী থেকে অতুলপ্রসাদের গানে অনুমোদন- প্রাপ্ত এই শিল্পী আকাশবাণীতে নিয়মিত অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশন করেন। দূরদর্শনেও অনুষ্ঠান করেছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতেও শিল্পীর দক্ষতা উল্লেখযোগ্য।

**সুত্রত দেবনাথ**—রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিভাবান শিল্পী সুত্রত দেবনাথ। আকাশবাণী থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুমোদনপ্রাপ্ত। নিয়মিত আকাশবাণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। শিল্পীর জনপ্রিয়তা রয়েছে।

**দুলাল দেবনাথ**—লোকগীতির এক অসামান্য শিল্পী দুলাল দেবনাথ। আকাশবাণী থেকে লোকগীতিতে অনুমোদনপ্রাপ্ত। লোকগীতির বিশিষ্ট কঠের অধিকারী শিল্পী নিয়মিত আকাশবাণী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

**পঙ্কজ মিত্র**—নজরুল গীতির একনিষ্ঠ সাধক ও প্রচারক সঙ্গীতশিল্পী পঙ্কজ মিত্র। নজরুল চর্চায় এ রাজ্যে শ্রীমত্রের অবদান অসামান্য। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের জীবদ্ধশায় ঢাকায় কবির বাসভবনে গিয়ে স্মৃতি-বিস্মৃত কবিকে তাঁর গান শুনিয়ে এসেছেন। নজরুল চর্চাকেন্দ্র ‘অগ্রবীণা’র প্রতিষ্ঠাতা-সঞ্চালক তিনি নিজে। নজরুলচর্চার প্রসারের লক্ষ্যে তিনি সাংস্কৃতিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন। নজরুলগীতির প্রতি তাঁর অনুরাগ উল্লেখযোগ্য।

**ননীগোপাল দেবনাথ**—মোহনপুরের অধিবাসী শ্রী ননীগোপাল দেবনাথ লোকগীতির এক অনন্য শিল্পী। লোকগীতিতে আকাশবাণীর অনুমোদন প্রাপ্ত এই শিল্পী লোকগীতি পরিবেশন করে শ্রোতাদের অপরিসীম আনন্দ দান করেন। আকাশবাণীতে শিল্পী অনুষ্ঠান করে থাকেন।

**ননীগোপাল দেবনাথ**—খোয়াই নিবাসী শ্রী ননীগোপাল দেবনাথ আকাশবাণী থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত লোকগীতি শিল্পী। ব্যঙ্গিত জীবনে পেশায় তিনি আড়তোকেট হয়েও সঙ্গীতজগতের একজন একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর গীত লোকসঙ্গীত দর্শকদের মৃগ্ধ করে। তিনি নিয়মিত আকাশবাণীতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

**দীপক আচার্য**। নজরুলগীতিতে উচ্চ প্রশংসিত শিল্পী শ্রী দীপক আচার্য। আকাশবাণী কর্তৃক নজরুল গীতিতে অনুমোদনপ্রাপ্ত। সুরেলা কঠের অধিকারী এই শিল্পীর অসামান্য জনপ্রিয়তা রয়েছে। নজরুলগীতি ছাড়াও তিনি অন্যান্য গানে পারদর্শী। আকাশবাণীতে শিল্পী নিয়মিত গান গেয়ে থাকেন। দূরদর্শনেও তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

**শান্তি সিন্হা** ॥ কমলপুর মহকুমার হালাহালির অধিবাসী শ্রীমতী শান্তি সিন্হা একজন বিখ্যাত লোকসঙ্গীতের শিল্পী-আকাশবাণী থেকে তিনি লোকগীতিতে অনুমোদনপ্রাপ্ত গায়িকা। তিনি নিয়মিত আকাশবাণীতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

**মণীল্ল দাস** ॥ কমলপুর মহকুমার হালাহালির অন্যতম লোকসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমণীল্ল দাস। আকাশবাণী থেকে তিনি লোকগীতিতে অনুমোদন লাভ করেছেন। তিনি আকাশবাণীতে নিয়মিত লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর লোকসঙ্গীতের কঠ শ্রোতাদের যথেষ্ট আনন্দ দান করে।

**সুরেখা দন্ত** ॥ মণিপুরী শিল্পী সুরেখা দন্ত আগরতলার সঙ্গীত জগতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। লোকসঙ্গীত তাঁর অপূর্ব কঠ জনসাধারণকে সহজেই তৃপ্ত করে। আকাশবাণী থেকে লোকগীতে অনুমোদন লাভ করেছেন। রাজা সরকারের ক্রীড়াদপ্তরের অধীনে কর্মরতা এই শিল্পী নজরুলগীতি, ভজন ইত্যাদি গানেও সুদক্ষ এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত কয়েকটি দূরদর্শনের ন্যতানাট্টে পরিবেশিত শ্রীমতী দত্তের কঠসঙ্গীত উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। রাজোর বিভিন্ন মঞ্জে এবং ত্রিপুরার বাইরেও বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন।

**রাধেশ্যাম গোপ** ॥ কমলপুর নিবাসী রাধেশ্যাম গোপ একজন উচ্চমানের লোকসঙ্গীত শিল্পী। আকাশবাণী থেকে তিনি লোকসঙ্গীতে অনুমোদনপ্রাপ্ত শিল্পী। নিয়মিত আকাশবাণীতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন উৎসর অনুষ্ঠানে তাঁর পরিবেশিত লোকগীতি দর্শকদের তৃপ্তি দান করে।

**হারাধন ঘোষ** ॥ আকাশবাণী থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত লোকসঙ্গীতের অন্যতম শিল্পী হলেন হারাধন ঘোষ। তাঁর পরিবেশিত লোকসঙ্গীত খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তিনি আকাশবাণীতে নিয়মিত লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।

**রাধেশ্যাম ঘোষ** ॥ লোকসঙ্গীতের এক অনন্য শিল্পী রাধেশ্যাম ঘোষ। আকাশবাণী থেকে লোকসঙ্গীতে অনুমোদনপ্রাপ্ত এই শিল্পীর লোকগীতি খুবই জনপ্রিয়। তিনি নিয়মিত আকাশবাণীতে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

**সবিতা দাস** ॥ আগরতলার বিশিষ্ট যাত্রাভিনেতা ননী গোপাল দাসের কন্যা সবিতা দাস লোকসঙ্গীতে ত্রিপুরা রাজো বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ত্বরণী এই লোকশিল্পী বিভিন্ন প্রকার লোকগীতিতে সুদক্ষ। তাঁর লোকসঙ্গীতের অনন্যকঠ তাঁকে রাজ্য ও বহিরাজ্য অনেক খ্যাতি এনে দিয়েছে। ভুবনেশ্বরে, গৌহাটিতে তাঁর পরিবেশিত লোকগীতি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। শ্রীমতী দাস আকাশবাণী থেকে লোকগীতি তরজাগান ও মনসামঞ্জল গানের অনুমোদিত শিল্পী। তিনি নিয়মিত আকাশবাণী এবং দূরদর্শন থেকে লোকগীতি পরিবেশন করেন। এই গ্রন্থকার রচিত বহু সঙ্গীতশিল্পী দূরদর্শনের ন্যতানাট্টে, সিরিয়োলে এবং আকাশবাণীতে পরিবেশন করেছেন।

**সাবিত্রী ঘোষ** ॥ নিজে চমৎকার সব লোকসঙ্গীত রচনা করে আগরতলার আকাশবাণীতে যে শিল্পী পরিবেশন করেন তিনি লোকসঙ্গীত শিল্পী সাবিত্রী দাস। দারিদ্র্য কবলিত এই শিল্পীর দেহ-মন-প্রাণ সঙ্গীতে নিবেদিত। আকাশবাণী থেকে লোকসঙ্গীতে অনুমোদন লাভ করেছেন। আকাশবাণীতে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিবেশিত গীতিআলেখো এবং বিভিন্ন সঙ্গীত অনুষ্ঠানে শিল্পী কঠিনান করেছেন।

**শম্পা ভূষণ** ॥ রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকগীতি, ভজন ইত্যাদি গানের শিল্পী শম্পাভূষণ দীর্ঘকাল সঙ্গীত জগতের অধিবাসী। আগরতলার যোগেন্দ্রনগরে পিত্রালয়ে তাঁর সঙ্গীতের শিক্ষালয় রয়েছে। এই গ্রন্থকারের বহু গান, গীতিআলেখো তিনি কঠিনান করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি দূরদর্শনেও সম্প্রচারিত হয়েছে। অভিনয় শিল্পেও তাঁর দক্ষতা রয়েছে। দূরদর্শনে এবং আকাশবাণীতে প্রচুর অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি সঙ্গীতে পরিবেশন করেন।

**সুবল দাস** ॥ স্বভাব গীতিকার ও লোকগীতির গায়ক সুবলদাস বৈশ্বব আগরতলার লোকপ্রিয় এক অনন্যশিল্পী। রাজা সরকারের প্রচার দপ্তরের লোকসঙ্গীতের শিল্পী হিসেবে সুবল দাস এ রাজ্যে এক অতি পরিচিত নাম। সারা রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী অজস্র সাধুবাদ পেয়েছেন। তাঁর লোকসঙ্গীতের কঠে শ্রোতারা মন্ত্রমৃগ্ধ হয়।

**বিশ্বরমণ দন্ত** ॥ কবিয়াল বিশ্বরমণ দন্ত ত্রিপুরার এক বিশিষ্ট কবিগানের শিল্পী। লোকগীতিতেও স্বভাবকৰি শ্রীদন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, বহিরাজ্যে, আকাশবাণী ও দূরদর্শনে কবিগান পরিবেশন করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন।

**সুতপা হোমচৌধুরী** ॥ আকাশবাণী থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত গোকর্ণগীতির শিল্পী ত্রিপুরার লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আকাশবাণী থেকে নিয়মিত লোকসঙ্গীতে পরিবেশন করেন। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানেও লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী খাতি অর্জন করেছেন।

**নিরঞ্জন অধিকারী** ॥ লোকসঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পী নিরঞ্জন অধিকারী, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঙ্গে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে অগণিত মানুষের প্রশংসা কৃতিয়েছেন। এই গ্রন্থকারের রচিত গানেও শিল্পী কঠিনান করে বাহবা পেয়েছেন। শিল্পীর কঠিস্বর, লোকসঙ্গীতের খুবই উপযোগী বলে তাঁর গান সহজেই মানুষের হৃদয়কে প্রশংস করে।

**বনশ্রী দেবনাথ** ॥ কিশোর শিল্পী বনশ্রী দেবনাথ আকাশবাণীর যুববাণী অনুষ্ঠানে নিয়মিত লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। দূরদর্শনেও বহু অনুষ্ঠানে শিল্পী কঠসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছে। দূরদর্শনের একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রয়্যালিটি প্রোগ্রামে শিল্পী অংশ নিয়েছেন। বাস্তিগত জীবনে শিল্পী বিশিষ্ট বাঁশীবাদক বাবুল দেবনাথের কন্যা।

**সুপ্রিয় ভৌমিক ॥** রবীন্দ্রসঙ্গীতের অবিসংবাদিত শিল্পী সুপ্রিয় ভৌমিক ত্রিপুরা তথা আগরতলায় এক সুপরিচিত নাম। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়ক হিসেবে এই প্রবীণ শিল্পী এক সময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। দীর্ঘকাল আগরতলার মহাদ্বা গান্ধি মেমোরিয়াল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গেও দীর্ঘকাল যুক্ত রয়েছেন। বর্তমানে আগরতলা পূর পরিষদের নির্বাচিত কাউন্সিলার। কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগৎ থেকে তিনি এখনও অবসর গ্রন্থ করেননি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষালাভ তিনি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ। শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশনের মাধুর্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

**ডলি দাস ॥** সুন্দর কঠের অধিকারীণী ডলি দাস ত্রিপুরার একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্পী। তিনি আধুনিক গানে আকাশবাণী থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত। আধুনিক গান ছাড়াও ভজন, রবীন্দ্র সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে তাঁর সঙ্গীত সম্প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থকারের রচিত নৃত্যগীতি আলোখো ডলি দাস কঠ দান করেছেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। বাস্তিগত জীবনে শিক্ষিকা শ্রীমতী দাস সঙ্গীত জগতেও আগ্রহ সহকারে বিচরণ করেন।

**তপন চক্রবর্তী ॥** ত্রিপুরা পুলিশে কর্মরত তপন চক্রবর্তী একজন সঙ্গীত শিল্পী। ভজন গানে, বিশেষত অনুপ জালেটার গাওয়া ভজনগানগুলি শিল্পী খুবই দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করে থাকেন। ভজন ছাড়াও নজরুলগীতি, দেশাভাবোধক এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানিক সঙ্গীতে শ্রীচক্রবর্তী বিশেষ পারদর্শী। এই গ্রন্থকারের রচিত „ও পরিচালিত নৃত্যনাট্যের সঙ্গীতে শিল্পী কঠদান করেছেন। গ্রন্থকারের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে, নানা অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শন শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

**পার্থ দেব ॥** ত্রিপুরা পুলিশের ৫ম টি.এস.আর. বাহিনীর কর্মী পার্থ দেব বিশেষ সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী। বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি বিভিন্ন ভাষায় শ্রীদেব সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তার কঠের সবলতা ও সাবলীলতা তাকে সঙ্গীতজগতে জনপ্রিয় করেছে। তিনি দূরদর্শনের বিশেষ অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবি গান পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থকারের রচিত গান তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন।

**দীপঙ্কর নাথ ॥** আগরতলার তরুণ সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে দীপঙ্কর নাথ একটি বিশিষ্ট নাম। সুমিষ্ট কঠের অধিকারী শ্রীনাথ আধুনিক, লোকসঙ্গীত, নজরুলগীতি ইত্যাদি সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্যের বিভিন্ন মচ্ছে। অর্কেন্ট্রোর দলে শ্রীনাথ একজন জনপ্রিয় গায়ক। দূরদর্শনেও তাঁর সঙ্গীত সম্প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থকারের পরিচালিত ও রচিত সঙ্গীতকেই জীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

**রাসমণি দাশ (বৈম্যবী) ॥** বৈয়ব সম্প্রদায়ভুক্ত রাসমণি দাস এক সময় ঘরে ঘরে বৈয়ব ভঙ্গিগীতি গেয়ে বেড়াতেন। গলা তাঁর বাঁশীর মতো। সুনেলা কঠে ভাবের মিশ্রণে অপূর্ব বাঞ্ছনা তাঁর গানে। আকাশবাণী থেকে লোকসঙ্গীতে অনুমোদনপ্রাপ্ত এই শিল্পী

আকাশবাণীতে নিয়মিত লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।  
লোকগীতির এক জনপ্রিয় শিল্পী।

**সুতপা হোম চৌধুরী** ॥ আকাশবাণী থেকে লোকসঙ্গীতে অনুমোদন প্রাপ্ত শিল্পী  
সুতপা হোম চৌধুরী রাজোর বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত গায়ক। তাঁর কঠে লোকগীতির  
বিশিষ্টতা অপূর্বভাবে ফুটে ওঠে। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করে থাকেন।  
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাঝেও তাঁর লোকগীতি দর্শক-শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে থাকে।

**ননীগোপাল দেবনাথ** ॥ জিরানীয়ার প্রথ্যাত লোকগীতি শিল্পী ননীগোপাল  
দেবনাথের লোকসঙ্গীত এক কথায় বড়োই উচ্চমানের। বিভিন্ন লোকগীতির আসরে  
এই শিল্পী উদান্ত কঠে লোকগীতি পরিবেশন করে শ্রোতাদের তৃপ্তি সাধন করেন।  
আকাশবাণীর অনুমোদন প্রাপ্ত এই শিল্পী আকাশবাণীতে এবং দূরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে  
অংশ নিয়ে খুবই প্রশংসা পেয়েছেন। এই গ্রন্থকার পরিচালিত টেলিফিল্মে শিল্পী কঠদান  
করেছেন।

**সুধীর মজুমদার** ॥ টি.এস.আর-এর জওয়ান সুধীর মজুমদার জনপ্রিয় গায়ক।  
সুকঠের আধিকারী এই শিল্পী লোকগীতিও ককবরক সঙ্গীতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন  
করেছেন। সারা রাজ্য বহু মঞ্চে তিনি ককবরক সঙ্গীতও লোকগীতি পরিবেশন করে  
তিনি প্রচুর প্রশংসা কৃতিয়েছেন। এই গ্রন্থকারের রচিত উপপন্থার অবসানকল্পে রচিত  
গানে তিনি কঠ দিয়েছেন।

**রাখাল রায়চৌধুরী** ॥ রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তর থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী রাখাল  
রায় চৌধুরী আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার। তিনি একজন সুলেখক ও সাহিত্যিক।  
আকাশবাণীর জন্ম তিনি অনেক গান রচনা করেছেন - মেগুল আবাশবাণীতে বিভিন্ন  
শিল্পীরা গেয়েছেন। গীতিকার শ্রী রায়চৌধুরী গানের কথা খুবই চিন্তাকর্ক ও ছন্দোময়।  
তিনি গজ, উপন্যাস, রম্যরচনা লিখেছেন।

**রঘীন পুরকায়স্থ** ॥ রবীন্দ্র সঙ্গীতে ‘বিভাকর’ ডিগ্রিপ্রাপ্ত উচ্চমানের একজন  
রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রঘীন পুরকায়স্থ। আগরতলা রবীন্দ্র পরিযদের ‘গীতালি’-র  
সম্পাদক এই শিল্পী পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত রাজ্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।  
রবীন্দ্র পরিযদের পক্ষ থেকে এই শিল্পী আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের উদ্ঘোধন অনুষ্ঠানে  
রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। আকাশবাণীতে এবং রাজোর বিভিন্ন সরকারি ও  
বেসরকারি স্তরের অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ কর্ম্বন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রশিক্ষক  
হিসেবে শিল্পী এ রাজ্য খাতিমান। তিনি আগরতলার শিশুবাহার স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য  
ব্রতী রয়েছেন।

**রশিতা পুরকায়স্থ** ॥ বর্তমানে ত্রিপুরার বাইরে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পাঠ্যবতা  
রশিতা পুরকায়স্থ ত্রিপুরার একজন প্রতিভাময়ী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। ‘আকাশবাণী’র

কাকলী' বিভাগে অনুমোদন প্রাপ্ত এই শিল্পী আকাশবাণী ও দূরদর্শনে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রজয়ত্তীর মূল অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতে কঠ দিয়েছেন। শাস্ত্ৰীয়সঙ্গীতে বিশারদ ডিগ্রি প্রাপ্ত এই তুরুণীর কঠ মাধুর্য উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। বাস্তিগত সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রথীন পুরকায়স্থের কন্যা।

**নির্মল দেৱ ॥** আগরতলা রবীন্দ্রপরিষদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রশিক্ষক নির্মল দেৱের শিল্পী মানস উচ্চকোটি। তিনি রবীন্দ্রপরিষদে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবে কৰ্মরত আছেন। বাস্তিগত পেশায় তিনি একজন স্কুল শিক্ষক হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের চৰ্চা ও অনুশীলনে এবং সঙ্গীত পরিবেশনে তিনি খুবই নিষ্ঠাবান ও খ্যাতিমান। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঙ্গে তিনি দলগত সঙ্গীতের নেতৃত্বদান করেন। দূরদর্শনের জন্য একটি রয়্যালিটি প্রোগ্রামে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা অসামান্য।

**মিলি সাহা ॥** তুরুণী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিলি সাহা রাজ্যের রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে এম. মিউজ ডিগ্রিপ্রাপ্ত এই শিল্পীর কঠে পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। রবীন্দ্রপরিষদে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষকতা করেন। বিভিন্ন মঙ্গে তিনি বিশৃঙ্খ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

**শীলা দাশগুপ্ত ॥** জয়নগরের গৃহবধূ শীলা দাশগুপ্ত রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পী। রবীন্দ্রসঙ্গীত চৰ্চা ও অনুশীলনে তিনি নিরস্তুর নিজেকে ব্যাপ্ত রাখেন। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মঙ্গে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে প্রশংসা পেয়েছেন। আগরতলা দূরদর্শনের রয়্যালিটি প্রোগ্রামে তিনি একক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া নজরুলগীতি, ভজন ইত্যাদি সঙ্গীতও তিনি করে থাকেন। তাঁর কঠস্বর সুমিষ্ট।

## ককবরক ও উপজাতি সঙ্গীতের কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

**হেমন্ত জমাতিয়া** ॥ ককবরক সঙ্গীতজগতে ত্রিপুরা রাজ্যে হেমন্ত জমাতিয়া বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সুমিষ্ট কঠস্বরের অধিকারী এই শিল্পী আকাশবাণী আগরতলা থেকে আধুনিক ও লঘু সঙ্গীতে অনুমোদনপ্রাপ্ত। দূরদর্শনে এবং আকাশবাণীতে শিল্পী নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। উপজাতি অংশের জনগণের কাছে শ্রী জমাতিয়া এক বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে সমাদর পেয়ে থাকেন।

**কুলই দেববর্মা** ॥ ককবরক লোকসঙ্গীতে শ্রী কুলই দেববর্মা বিশিষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি আকাশবাণী আগরতলা থেকে লোকসঙ্গীতে ‘বি-হাই’ গ্রেড লাভ করেছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে এই জনপ্রিয় শিল্পী নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।

**সুখিনী দেববর্মা** ॥ ককবরক লোকসঙ্গীতে আকাশবাণী থেকে ‘বি-হাই’ গ্রেড প্রাপ্ত শিল্পী। সুকঠের অধিকারী এই শিল্পী নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীতে তাঁর জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য।

**শম্ভু দেববর্মা** ॥ ককবরক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শম্ভু দেববর্মা এক বিশিষ্ট নাম। শিল্পী আকাশবাণী আগরতলা থেকে বি-হাই গ্রেড পেয়েছেন লোকসঙ্গীতে। তাঁর সুরেলা কঠের সঙ্গীত শ্রোতাদের মৃগ্ধ করে। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে তিনি নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।

**সত্যরঞ্জন দেববর্মা** ॥ লঘু সঙ্গীতে আকাশবাণীর বি-হাই গ্রেড প্রাপ্ত শিল্পী হলেন সত্যরঞ্জন দেববর্মা। তাঁর কঠস্বরের যাদু শ্রোতাদের তৃপ্তি দান করে। শ্রী দেববর্মা আকাশবাণী ও দূরদর্শনে ককবরক ভাষায় লঘু সঙ্গীত পরিবেশন করে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়ে থাকেন।

**তরুবালা দেববর্মা** ॥ ককবরক সঙ্গীতের জগতে এক উল্লেখযোগ্য নাম শ্রীমতী তরুবালা দেববর্মা। ককবরক লঘু সঙ্গীতে বি-হাই গ্রেড প্রাপ্ত শিল্পী ত্রিপুরা রাজ্যে খুবই জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে সমাদৃত। দূরদর্শনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, টেলিফিল্মে শ্রীমতী দেববর্মাকে সঙ্গীত পরিবেশন ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। শিল্পী নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

**বিমল দেববর্মা** ॥ ককবরক আধুনিক গানের এক খ্যাতনামা শিল্পী। আকাশবাণী থেকে আধুনিক গানে তিনি অনুমোদন লাভ করেছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে আধুনিক গানে তিনি নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাঁর জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য।

ঝর্ণা আরেং ।। সুকঠের অধিকারিণী ঝর্ণা আরেং ককবরক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। ককবরক লঘু সঙ্গীতে ত্রীমতী আরেং আকাশবাণীর অনুমোদিত শিল্পী। দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে তিনি নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উৎসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে তিনি গান গেয়ে যথেষ্ট প্রশংসনীয় অধিকারী হয়েছেন।

নন্দীগোপাল জমাতিয়া ।। আকাশবাণী আগরতলার অনুমোদিত শিল্পী নন্দাগোপাল জমাতিয়া ককবরক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। লঘু সঙ্গীতে তিনি আকাশবাণীর অনুমোদিত তাঁর কঠের যাদু শ্রোতাদের মন্ত্রমুণ্ড করে। তিনি দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

উষা দেববর্মা ।। ককবরক লঘু সঙ্গীতের বিখ্যাত শিল্পী। আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে লঘুসঙ্গীতে অনুমোদিত শিল্পী। নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করে থাকেন।

মনোদেবী জমাতিয়া ।। ককবরক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার শিল্পী মনোদেবী জমাতিয়ার বিশিষ্ট অবদান রেয়েছে। তিনি আকাশবাণী থেকে ককবরক লঘুসঙ্গীতে অনুমোদন লাভ করেছেন। তাঁর সুরেলা কঠের সঙ্গীত শ্রোতাদের মন্ত্রমুণ্ড করেন। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বিশ্বনাথ দেববর্মা ।। আকাশবাণীর ককবরক সঙ্গীত বিভাগের এক বিশিষ্ট কঠ-সঙ্গীতের শিল্পী বিশ্বনাথ দেববর্মা। তিনি লঘু সঙ্গীতে আকাশবাণী থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা উচ্চপ্রশংসিত। দূরদর্শনে ও আকাশবাণীতে সঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি উপজাতি অংশের মানুষকে যথেষ্ট আনন্দদান করেন।

মাধবী সিন্হা ।। ককবরক লঘু সঙ্গীতের অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী মাধবী সিন্হা। তাঁর কঠের লালিত্য তাঁকে অনন্য জনপ্রিয়তা দান করেছে। তিনি আকাশবাণী থেকে লঘু সঙ্গীতে অনুমোদন লাভ করেছেন। শিল্পী দূরদর্শন ও আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে ককবরক লঘুসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ঘশোয়া হালাম ।। ধর্মনগরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ঘশোয়া হালাম ত্রিপুরার আদিবাসী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি বহুযুক্তি প্রতিভার অধিকারী। বিভিন্ন ধরনের লোকসঙ্গীতের গানে তিনি পারদর্শী। আকাশবাণীতে হালাম সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বাংলাগানেও তাঁর দক্ষতা রয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীত বাজাতেও শিল্পী সিদ্ধহস্ত। দূরদর্শনের বিভিন্ন তথ্যাচিত্রে তাঁর উপস্থিতি ও ভাষ্য তথ্যাচিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।

শর্মিলা দেববর্মা ।। আগরতলা ‘পূর্বাশা’ হস্তশিল্প বিক্রয়কেন্দ্র কর্মরত শর্মিলা দেববর্মা সু-কঠের অধিকারিণী ককবরক গানের খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী। তিনি আকাশবাণীতে সঙ্গীত

পরিবেশন করেন আবার বিভিন্ন মঙ্গে তাঁর সঙ্গীত শ্রোতাদের মন্তব্যক করে। অভিনয়েও তিনি পারদর্শী। ‘সবুজদেশের বিভীষিকা’ এবং ‘স্বপ্নভঙ্গ’ এই দুটি টেলিফিল্মে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে তিনি অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কৃতিয়েছেন।

কমল কলই ॥ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কমল কলই ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জগতে এক উদায়মান তরুণ শিল্পী। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, চিত্রপরিচালনা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শ্রী কলই বিশিষ্ট অবদান রেখে চলেছেন। ককবরক সঙ্গীতে বহু আলবাম তিনি ইতিমধ্যে জনগণকে উপহার দিয়েছেন। নিজে ক্যামেরা চালাতে সিদ্ধহস্ত। তা ছাড়া ফিল্ম সম্পাদনার কাজেও তার অপরিসীম দক্ষতা রয়েছে। এবিষয়ে ভূপাল থেকে তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এই গ্রন্থকারের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে তিনি ‘সবুজ দেশের বিভীষিকা’ ও ‘স্বপ্নভঙ্গ’ শীর্যক দুটি ককবরক টেলিফিল্ম প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন। তার প্রতিভা অতুলনীয়। শিল্পী জনসংযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ককবরক ছায়াছবি নির্মাণেও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

## ত্রিপুরার বিশিষ্ট কয়েকজন যন্ত্রশিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

### ● বেহালা ●

অশোক দাস ॥ ত্রিপুরার খ্যাতনামা বেহালা বাদকদের মধ্যে অন্যতম গুণী শিল্পী অশোক দাস। আকাশবাণী থেকে বি-হাই প্রেডপ্রাপ্ত এই শিল্পী বেলাহা বাদনে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছেন। দুরদর্শনে ও আকাশবাণীতে তিনি একক অনুষ্ঠান করেন এবং যন্ত্রানুষঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরা সরকারের তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরে কর্মরত এই শিল্পী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এবং বহির্বাজোও বেহালা বাদনে যথেষ্ট কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন।

ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক ॥ আগরতলা সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক একজন বড়ো মাপের বেহালা-শিল্পী। তিনি বহু বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে বেহালা বাজিয়ে দর্শকদের উচ্ছ্঵সিত প্রশংসা লাভ করেছেন।

সুবল বিশ্বাস ॥ ত্রিপুরার অন্যতম বেহালা-শিল্পী সুবল বিশ্বাস। নিজের ঐকাস্তিক নিষ্ঠা ও বেহালা বাদনে নিরন্তর অনুশীলনের ফলে শ্রী বিশ্বাস রাজ্যের যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়েছেন। শ্রী বিশ্বাস ভারতবিখ্যাত বেহালা শিল্পী ডি. জি. যোগের কাছ থেকে তালিম নিয়েছেন। আকাশবাণী ও দুরদর্শনে এই শিল্পী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যন্ত্রানুষঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। বাজাসরকারের বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্ণিক পদে কর্মরত এই যন্ত্রশিল্পী বেহালাবাদনে যথেষ্ট কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন।

### ● সেতার ●

কিশোরী সিন্ধা ॥ আগরতলাতে সেতারের শিল্পী হিসেবে যে অল্প কয়েকজন ব্যক্তি রয়েছেন। তন্মধ্যে কিশোরী সিন্ধা অন্যতম। প্রবীণ এই শিল্পীর সেতার বাদনের হাতটি খুবই চমৎকার। আকাশবাণী থেকে অনুমোদিত এই শিল্পী, আকাশবাণী ও দুরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেতারবাদন পরিবেশন করেছেন। বিভিন্ন সঙ্গীত অনুষ্ঠানে যন্ত্রানুষঙ্গে সার্থক অংশ প্রাপ্ত করেছেন।

কালীকিঙ্কর দেববর্মা ॥ সেতার বাদনের এক বিশিষ্ট শিল্পী কালীকিঙ্কর দেববর্মা। উচ্চকোটির সেতার শিল্পী শ্রীদেববর্মা আকাশবাণী ও দুরদর্শনে অনুষ্ঠান করেন। তাঁর একক সেতার বাদন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। প্রবীণ এই শিল্পী ত্রিপুরার যন্ত্রশিল্পের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি সেতার পরিবেশন করেছেন।

**হীরেন চক্রবর্তী** ॥ সফল ও সার্থক যদ্রানুযাঙ্গের শিল্পী হিসেবে ত্রিপুরায় হীরেন চক্রবর্তী এক সৃপরিচিত নাম। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের অজস্র একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে এবং গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ইত্যাদিতে শ্রী চক্রবর্তী সেতারশিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এবং বহিরাজ্যেও শিল্পী সেতার বাদনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সরকারি চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত এই প্রবীণ শিল্পী রাজ্যের বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে চলেছেন। এই গ্রন্থকারের বহু দূরদর্শনের নৃত্যনাট্যে শিল্পী সেতারে অংশ নিয়েছেন।

**সুমেধা দেববর্মা** ॥ ত্রিপুরা রাজ্যের অনাতম বিশিষ্ট সেতার-শিল্পী সুমেধা দেববর্মা। তিনি আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে সেতারশিল্পী হিসেবে, অনুষ্ঠান করেছেন। সেতার-বাদনে একজন সত্তিকারের গুণী শিল্পী শ্রী দেববর্মা নানা বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে সেতার বাদন পরিবেশন করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

**মণাল দেববর্মা** ॥ সেতারশিল্পী হিসেবে মণাল দেববর্মা ও ত্রিপুরা রাজ্য এক উজ্জ্বল বাস্তিত্ব। আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে শিল্পী সেতার বাদন পরিবেশন করেছেন এবং যথেষ্ট প্রশংসা কৃতিত্বের মধ্যে শিল্পী সেতার বাদনে পরিবেশন করেছেন।

**শুভজ্ঞকর ঘোষ** ॥ নিষ্ঠাবান সেতারী শুভজ্ঞকর ঘোষ এক উচ্চকোটির শিল্পী। তাঁর যাদু-হাতের ছোঁযায সেতারের সুরমুর্জনা শোতাদের হৃদয়কে প্রচঙ্গ নাড়া দেয়। যদ্রানুযাঙ্গে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের প্রচুর সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানে শিল্পীর অপূর্ব সেতার বাদন অনুষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করেছে। এই গ্রন্থকারের পরিচালিত দূরদর্শনে বহু নৃত্যগীতি আলেখে শিল্পী শ্রী ঘোষ সেতার বাদনে সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছেন।

### ● সরোদ ●

**অলকেন্দ্র দেববর্মা** ॥ আগরতলা সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সরোদ বাদনের শিক্ষক অলকেন্দ্র দেববর্মা একজন বিখ্যাত সরোদিয়া। সরোদ বাদনে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। শিল্পী দূরদর্শনের দিল্লী কেন্দ্র থেকে শিল্পীর সরোদবাদন সম্প্রচারিত হয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন উচ্চাঞ্জ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এবং আকাশবাণী ও দূরদর্শনের আয়োজিত বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি সরোদ বাজিয়েছেন। এই গ্রন্থকারের পরিচালিত দূরদর্শনের নৃত্যগীতি আলেখেও শ্রী দেববর্মা সরোদ পরিবেশন করেছেন। সরোদ বাদনের ক্ষেত্রে শিল্পীর একনিষ্ঠতা ও একাত্মতা সর্বজনস্মীকৃত। তিনি একমাত্র আকাশবাণীর অনুমোদিত সরোদিয়া।

**চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী** ॥ ত্রিপুরা রাজ্যে সরোদ বাদনের শিল্পী হিসেবে চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী বিখ্যাত। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে যদ্রানুযাঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। সরোদে তাঁর হাতেও দক্ষতার ছাপ রয়েছে।

### ● গীটার ●

**অমর নাথ বণিক** ॥ সঙ্গীত উপরে বর্তমানে গীটার এক অপরিহার্য যন্ত্র। এই যন্ত্র-বাদনের বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে ত্রিপুরায় অমরনাথ বণিক এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। গীটার বাদনে

তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। তাই আকাশবাণী থেকে এই যন্ত্রশিল্পে তিনি বি-হাই প্রেড পেয়েছেন। আকাশবাণী, দূরদর্শনে, অর্কেস্ট্রা পরিচালনায়, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে অমরনাথ বণিক উচ্চকোটির যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। রাজ্যের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি Key Board বাজানোতেও সিদ্ধহস্ত। যন্ত্রসঙ্গীতের ঐক্যতান রচনায় এবং যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালনায় তাঁর সার্থক অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

গোপাল রায় ॥ গীটার শিল্পী হিসেবে গোপাল রায় ত্রিপুরাতে এক অতি সুপরিচিত নাম। দীর্ঘকাল এই শিল্পী গীটার বাদনে কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে চলেছেন। গীটারে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অনান্য জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি প্রচুর প্রশংসন অধিকারী হয়েছেন। আকাশবাণীর অনুমোদনপ্রাপ্ত এই শিল্পী, আকাশবাণীও দূরদর্শনে গীটার বাজিয়েছেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে বহু উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি গীটার বাজিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দদান করেছেন। রাজ্যের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রানুষঙ্গে অংশগ্রহণ করে এই প্রবীণ শিল্পী সাফল্য অর্জন করেছেন।

ভূপেশ বণিক ॥ গীটার বাদনে আগরতলায় যিনি ভগীরথের দার্যাছটি পালন করেছেন, তিনি বর্তমানে বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ শিল্পী ভূপেশ বণিক। শিল্পী যখন আগরতলা বাইরে গীটার বাদনে এগিয়ে আসেন, তখন এরাজো গীটারের বিশেষ প্রচলন ছিল না। শ্রী বণিক বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে, বিভিন্ন আসরে, মধ্যে গীটার বাজিয়ে শ্রোতাদের মৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি গীটার শিক্ষা দিয়ে এরাজো গীটার বাদনের ক্ষেত্রকে ক্রমে ক্রমে উর্বর করে তুলছেন। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র অমরনাথ বণিক গীটার ও কী বোর্ডে এরাজো বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন।

প্রবীর কর ॥ গীটার শিল্পী হিসেবে প্রবীর কর এ রাজ্যের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি। আকাশবাণী থেকে গীটার বাদনে বি-হাই প্রেড পেয়েছেন। আকাশবাণী, দূরদর্শনে গীটার বাদনে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে যন্ত্রানুষঙ্গী হিসেবে গীটার বাজিয়ে অনুষ্ঠানের শৃতিমাধ্য বৃদ্ধি করেন। গীটার শিক্ষক হিসেবেও শ্রী কর সফল।

পঞ্জেজ দাস ॥ আগরতলার অন্যতম গীটার শিল্পী শ্রী পঞ্জেজ দাস আকাশবাণী থেকে গীটার বাদনে বি-হাই প্রেড পেয়েছেন। তিনি একজন জনপ্রিয় গীটার শিল্পী। যন্ত্রানুষঙ্গে এবং একক অনুষ্ঠানে তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে তিনি অনুষ্ঠান করে থাকেন।

শিখা ভট্টাচার্য ॥ গীটার শিল্পী হিসেবে শিখা ভট্টাচার্য এ রাজ্যে একটি পরিচিত নাম। শিল্পী আকাশবাণী থেকে গীটার বাদনে বি-হাই প্রেড প্রাপ্ত যন্ত্রানুষঙ্গে এবং একক অনুষ্ঠান উভয়ক্ষেত্রেই শিল্পীকৃতিতের স্বাক্ষর রেখেছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে গীটার বাজিয়ে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন।

অলকেশ চক্রবর্তী ॥ বাস্কিঙ্গট জীবনে স্কুলে শিক্ষকতা করেন কিন্তু সঙ্গীত শিল্পী অলকেশ চক্রবর্তীর অনুরাগ উৎসাহবাঞ্ছক। গীটার বাদনে আকাশবাণীর অনুমোদন লাভ

করেছেন। তবে কী-বোর্ড প্লেয়ার হিসেবেও শিল্পী অলকেশ চক্রবর্তীর বিশেষ জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উৎসব অনুষ্ঠানে গীটার ও সিন্থেসাইজার বাজিয়ে অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলেন।

**অরবিন্দ বণিক** ॥ শ্রী অরবিন্দ বণিক একজন বিখ্যাত গীটার শিল্পী। আকাশবাণী থেকে গীটার বাদনে অনুমোদন লাভ করেছেন। যদ্রানুষঙ্গ শিল্পী হিসেবে এবং একক শিল্পী হিসেবে আকাশবাণী এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

### ● স্প্যানিশ গীটার ●

**জয়স্ত ভৌমিক** ॥ ত্রিপুরার একজন বিখ্যাত স্প্যানিশ গীটার শিল্পী। আকাশবাণী থেকে অনুমোদন লাভ করেছেন। ত্রিপুরার সঙ্গীত জগতে সঙ্গীতানুষ্ঠানের যদ্রানুষঙ্গ পরিচালনায় ও সুরজাল সৃষ্টিকরার অপূর্ব দক্ষতার অধিকারী এই শিল্পী অসংখ্য কাসেট তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠান, গান্তিআলোখ, ন্যাতানুষ্ঠানে অনুষঙ্গ শিল্পীর হিসাবে শ্রী ভৌমিক বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর পরিচালিত অর্কেষ্ট্র দল রাজ্যে বিশেষ সুখান্তি অর্জন করেছে।

**দিগন্ত দাস** ॥ ব্যাঙ্ক কর্মী দিগন্ত দাস স্প্যানিশ গীটার শিল্পী হিসেবে এ রাজ্যের সঙ্গীতজগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিভিন্ন সঙ্গীত ও ন্যাতানুষ্ঠানে তিনি যদ্রানুষঙ্গাতের ঐক্যতান সৃষ্টিতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

**অভিজিৎ আচার্য** ॥ স্প্যানিশ গীটার শিল্পী হিসেবে অভিজিৎ আচার্যের দক্ষতা খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর যদ্র-সঙ্গীতের জ্ঞান খুবই উচ্চমানের। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিভিন্ন সঙ্গীত ও ন্যাতানুষ্ঠানে যদ্রানুষঙ্গী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থকারের পরিচালিত দূরদর্শনে সম্প্রচারিত ন্যাতানাটো তিনি সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। মঞ্চভিত্তিক অনুষ্ঠানেও শিল্পী গীটার হাতে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন।

### ● কী-বোর্ড ●

**সুভাষ দেবনাথ** ॥ আধুনিক সঙ্গীত ও ন্যাতানুষ্ঠানে কী বোর্ড এক অপরিহার্য সুরমন্ত্র। এই যন্ত্রের সুদক্ষ শিল্পী সুভাষ দেবনাথ সুদীর্ঘকাল ত্রিপুরাতে কী-বোর্ড প্লেয়ার হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। শিল্পীর কী-বোর্ড পরিচালনার দক্ষতা অত্যলম্বী। শব্দব্যন্তি হিসেবেও ত্রীদেবনাথ রাজা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিভিন্ন সঙ্গীত ও ন্যাতানাটোর অনুষ্ঠানে এই শিল্পী বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে কী-বোর্ডে সুরজাল সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মঞ্চে শ্রী দেবনাথ যদ্রানুষঙ্গী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। ত্রিপুরা ছাড়া ঢাকা, শিলং, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে কী-বোর্ড পরিচালনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থকার পরিচালিত সঙ্গীত ও ন্যাতানাটোর গানে শ্রী দেবনাথ কৃতিত্বের পরিচয় বেরখেছেন।

**সৌমেন নন্দী** ॥ ত্রিপুরার অন্যতম খ্যাতিমান কী-বোর্ড শিল্পী সৌমেন নন্দী। কী-বোর্ড শিল্পী হিসেবে শ্রী নন্দীর জনপ্রিয়তা গগনচন্দ্রী। সুলিলিত আচরণযুক্ত এই শিল্পী আ গামা --- ১৫

সর্বক্ষেত্রেই আদরণীয়। দূরদর্শন, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠানে এই শিল্পীর চাহিদা সর্বাধিক বলা চলে। 'কৃজন' নামক শব্দগ্রহণের সৃষ্টিগুরু-স্বত্ত্বাধিকারী শ্রী নন্দীর সঙ্গীত প্রতিভা, সুরজাল সৃষ্টির নৈপুণ্য তাঁকে ত্রিপুরার সঙ্গীতজগতে বিশিষ্ট স্থানে আসন করে দিয়েছে। এই প্রস্তুতকারের পরিচালিত বহু সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানে, দূরদর্শনের কমিশনড্‌প্রোগ্রামে, রয়্যালিটি প্রোগ্রামে যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রী নন্দী যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। ত্রিপুরার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে, বাংলাদেশে শ্রী নন্দী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

পার্থসারথি ঘোষ ॥। পার্থসারথি ঘোষ আধুনিক ত্রিপুরার এক গুণী ও কৃতি কী-বোর্ড শিল্পী। যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর জ্ঞান অপরিসীম। সঙ্গীতানুষ্ঠানে এবং নৃত্যানুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীতে সুর-মূর্ছনা সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে, গীতি-আলেখ্য ও নৃত্যানুষ্ঠানে এই তরুণ শিল্পী কী-বোর্ড পরিচালনার মাধ্যমে চমৎকার সাঙ্গীতিক আবহ রচনা করেন। কী-বোর্ড সঞ্চালনায় তাঁর প্রতিভা তাঁকে এরাজে অসামান্য মর্যাদায় ভূষিত করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে তিনি তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের ছোঁয়ায় সার্থক ও সুন্দর করে তুলেছেন।

### ● তবলা ●

জহর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥। ত্রিপুরার অন্যতম বিখ্যাত তবলিয়া জহর ব্যানাজী তবলা বাদনে অসাধারণ নৈপুণ্য তাঁকে খ্যাতির উচ্চশিখরে পৌছে দিয়েছে। তিনি আকাশবাণী থেকে তবলা বাদনে বি-হাই গ্রেড প্রাপ্ত শিল্পী। কী ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে, কী সাথসঙ্গাতে জহর ব্যানাজী এ রাজ্যে এক অনন্য নাম। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে, নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের মান বাড়িয়ে দেয়। এই প্রস্তুতকারের পরিচালিত দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে শ্রী ব্যানাজী অংশ নিয়েছেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান ছাড়াও, বাংলাদেশে ও দেশের বাইরে শ্রী ব্যানাজী তবলা বাজিয়ে সুখ্যাতি পেয়েছেন।

শ্যামল দেব ॥। তবলা শিল্পী শ্যামল দেব এ রাজ্যে একজন উচ্চমানের শিল্পী। তিনি আকাশবাণী থেকে তবলায় বি-হাই গ্রেড প্রাপ্ত। তবলা বাদনে তাঁর অসামান্য দক্ষতা খুব জনপ্রিয়তা দিয়েছে। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে শ্রীদেব নিয়মিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

মণিলাল চুরুবতী ॥। আগরতলার যোগেন্দ্র নগরের অধিবাসী শ্রী মণিলাল চুরুবতী রাজ্যের একজন অতিপরিচিত তবলা শিল্পী। তিনি আকাশবাণী থেকে তবলায় বি-হাই গ্রেড প্রাপ্ত। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের অসংখ্য গান। গীতিআলেখ্য, নৃত্য ও নৃত্যানুষ্ঠানে তিনি তবলা বাদন করে থাকেন। তবলায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। তবলা-শিক্ষক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে।

চিরদীপ গাঙ্গুলী ॥। আগরতলার এক উদীয়মান তবলা শিল্পী চিরদীপ গাঙ্গুলী তবলা বাদনে তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য তাঁকে বিশেষ গৌরব দান করেছে। তিনি আকাশবাণী থেকে

তবলায় বি-বাই প্রেড প্রাপ্ত। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিভিন্ন সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানে এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের মাধ্যম বৃদ্ধি করে। তিনি ত্রিপুরার বাইরেও বহু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে থাকেন।

**সুরত তালুকদার** ॥ আকাশবাণী থেকে বি-হাই প্রেড প্রাপ্ত তবলা শিল্পী শ্রী সুরত তালুকদার ত্রিপুরার একজন বিখ্যাত বাজিয়ে। তাঁর জনপ্রিয়তা অসমান। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে তিনি নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে সাথসঙ্গত করেন। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, লঘু সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত সর্বক্ষেত্রেই তাঁর পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি তবলা বাদনে অংশগ্রহণ করেছেন।

**মণালকাস্তি চৌধুরী** ॥ তবলা শিল্পী হিসেবে ত্রিপুরা রাজে মণালকাস্তি চৌধুরীর সুযশ রয়েছে। আকাশবাণীর অনুমোদন প্রাপ্ত এই শিল্পী তবলা বাদনে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। আকাশবাণীতে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের সঙ্গে তিনি সাথকভাবে তবলা সঙ্গত করেন। দূরদর্শনের বিভিন্ন সঙ্গীতভিত্তিক অনুষ্ঠানেও তিনি তবলা বাদনে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। শিল্পী বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের মঞ্চেও সাথসঙ্গত করে খাতিলাভ করেছেন।

**মনোরঞ্জন দেব** ॥ তবলা শিল্পী হিসেবে শ্রী মনোরঞ্জন দেবও বিশেষ সু-পরিচিত। আকাশবাণী থেকে তবলায় অনুমোদিত এই শিল্পী তবলাশিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে তিনি বিভিন্ন সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন।

**শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য** ॥ ত্রিপুরা রাজ্যের তবলা শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত শিল্পী শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। আকাশবাণী থেকে তবলা বাদনে এই শিল্পী অনুমোদন লাভ করেন। শিল্পী দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে নিয়মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তবলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

**নারায়ণ বিশ্বাস** ॥ বিশেষ শ্রতিমধুর ও নৈপুণ্যের সঙ্গে যে শিল্পী এই রাজ্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন, তিনি অসামান্য প্রতিভাব অধিকারী তবলা শিল্পী নারায়ণ বিশ্বাস। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত দূরদর্শনের বেশ কয়েকটি নৃত্যগীতিআলেখ্যে এই উচ্চকোটির শিল্পী অসামান্য দক্ষতায় তবলা বাদন উপস্থাপন করেছেন। আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের বেশ কয়েকটি নৃত্যগীতিআলেখ্যে এই উচ্চকোটির শিল্পী অসামান্য দক্ষতায় তবলা বাদন উপস্থাপন করেছেন। আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের রাগপ্রধান, আধুনিক, লঘু শাস্ত্ৰীয় সঙ্গীত, নজুরুল গীতি—সবরকম গানে তিনি সম্পরিমাণ সক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। আকাশবাণীর অনুমোদন প্রাপ্ত এই প্রতিভাধর শিল্পী এরাজ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

**শান্তনু বর্মন** ॥ ত্রিপুরা রাজ্যে ক'জন প্রথিতযশা ও জনপ্রিয় তবলাশিল্প। রয়েছেন, তন্মধ্যে শান্তনু বর্মন উচ্চাসনের অধিকারী। তাঁর তবলার হাত অতীব চমৎকার। তবলা বাজিয়ে তিনি একাধাৰে গায়ক, শ্রোতা সকলকেই প্ৰভৃত আনন্দদান করেন। তাঁৰ হাতেৰ ছেঁয়ায় তবলা মেন কথা বলতে শেখে। বিভিন্ন ধরনের গানে এবং মাচে এই শিল্পী সম্পরিমাণ দক্ষ। এজনা তাঁৰ জনপ্রিয়তাও তুঁজো। তিনি আকাশবাণী থেকে যুববাণী অনুষ্ঠানের জন্ম

অনুমোদন লাভ করেছেন, কিন্তু তিনি নিয়মিত সব বিভাগেই তবলা বাদনে অংশগ্রহণ করেছেন। বহির্ত্রিপুরায়ও তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন।

**হরেকৃষ্ণ রায় ॥** তবলিয়া হিসেবে শিল্পী হরেকৃষ্ণ রায় বিশিষ্ট প্রতিভার অধিকারী। শিল্পী উচ্চদেরের শাস্ত্রীয়সঙ্গীত গায়কদের সঙ্গে, সেতার, সরোদ প্রভৃতি একক যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে খুবই দক্ষতার সঙ্গে সাথসঙ্গত করেন। আকাশবাণী থেকে অনুমোদিত এই শিল্পীর তবলাবাদনের ক্ষেত্রে খুবই জনপ্রিয়তা রয়েছে। আকাশবাণী, দূরদর্শনে তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তবলায় অংশগ্রহণ করেন।

**তমাল সেনগুপ্ত ॥** ব্যক্তিগত জীবনে স্কুল-শিক্ষক তমাল সেনগুপ্ত আগরতলার একজন খ্যাতনামা তবলা-শিল্পী। আধুনিক, ভজন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-সবধরনের গানেই তিনি মুঙ্গিয়ানার সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেন। আকাশবাণী থেকে তবলায় শ্রীসেনগুপ্ত অনুমোদন লাভ করেছেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত অনুষ্ঠানে করেন। তা ছাড়া, ঢাকা, শিলচর প্রভৃতি স্থানেও তবলা বাদনে অংশ নিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এই গ্রন্থকারের পরিচালিত দূরদর্শনের নৃত্যালেখে শিল্পী সার্থকতার সঙ্গে অনুযঙ্গ করেছেন।

**প্রসেনজিৎ নন্দী ॥** উদীয়মান তবলা শিল্পী প্রসেনজিৎ নন্দী ও ইতিমধ্যেই তবলা শিল্পে সম্মুখের সারিতে স্থান করে নিয়েছেন। তবলার বিভিন্ন অলংকার পরিবেশনে শ্রী নন্দী দক্ষতার পরিচয় রাখছেন। আকাশবাণী থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত এই শিল্পীর জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ। আকাশবাণী থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত এই শিল্পীর জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ। আকাশবাণী, দূরদর্শন ছাড়াও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে রাজ্যের বিশিষ্ট গায়কদের সঙ্গে তাঁকে সার্থকতাবে তবলা সঙ্গত করতে দেখা যায়।

**সুভাষ ভৌমিক ॥** আকাশবাণী থেকে তবলায় অনুমোদন পেয়েছেন শিল্পী শ্রী সুভাষ ভৌমিক। বিবিধ ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে শিল্পীকে পারদর্শিতার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতে দেখা যায়। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি চমৎকারভাবে তবলা-বাদন পেশ করেন।

**মৃগালকান্তি দাস ॥** তবলা শিল্পী মৃগালকান্তি দাসেরও তবলায় পেশাদারির দক্ষতা রয়েছে। আকাশবাণী থেকে তিনি তবলা-শিল্পী হিসেবে অনুমোদন লাভ করেছেন। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে শিল্পী সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনিও একজন জনপ্রিয় তবলা-শিল্পী।

**শেখর ভট্টাচার্য ॥** খুবই শাস্ত প্রকৃতি এবং সুলিলিত আচরণ যাঁর স্বভাবে চমৎকার ভাবে ফুটে ওঠে, তিনি হলেন আগরতলার এক অতি পরিচিত তবলাশিল্পী শেখর ভট্টাচার্য। ব্যক্তিগত জীবনে নাবসাকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিলেও সঙ্গীত শিল্পকলাকে জীবনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে রেখেছেন। এই গ্রন্থকারের পরিচালিত দূরদর্শনের নৃত্যাগাতি আলেখ্যে এবং অন্যান্য সঙ্গীতে শিল্পী চমৎকার তবলা বাজিয়েছেন। আগরতলার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পাদেব পরিবেশিত নানা প্রকার গানে, তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করে চলেছেন।

**জয়ন্ত ধর ॥** অধ্যাবসায় ও নিষ্ঠা থাকালে যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় উদীয়মান

তবলা শিল্পী জয়স্ত ধর সে প্রমাণ রেখেছেন। তিনি এই গ্রন্থাকারের রচিত গানের দূরদর্শনের রয়্যালিটি প্রোগ্রামে তবলা বাজিয়েছেন। বিভিন্ন সঙ্গীতের আসরে। আকাশবাণীতে শ্রী ধরকে নৈপুণ্যের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতে দেখা যায়। অমায়িক ও নিষ্ঠাবান তবলাশিল্পী জয়স্ত ধর স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছেন।

**অশ্বিনী বিশ্বাস** ॥ ত্রিপুরার প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে অন্ততম উল্লেখযোগ্য তবলাশিল্পী শ্রী অশ্বিনী বিশ্বাস। বয়সের ভারে ন্যুন এই শিল্পী আজ আর অনুষ্ঠানের আসরে আসন গ্রহণ করেন না। কিন্তু যে-যুগে ত্রিপুরায় উচ্চমানের তবলাশিল্পীর সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য, সে সময় অশ্বিনী বিশ্বাসের মতো শিল্পীরাই রাজের সঙ্গীত জগৎকে সচল রেখেছিলেন। রাজের প্রয়াত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দিকপাল পুলিন দেববর্মনের সঙ্গে শ্রী বিশ্বাস সার্থকভাবে সাথসঙ্গত করতেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে শিল্পীর জনপ্রিয়তা আকাশচূম্বী ছিল। তিনি তদানীন্তন আগরতলার মিউজিক কলেজে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন।

**গোপাল বিশ্বাস** ॥ সুযোগ্য তবলা শিল্পী অশ্বিনী বিশ্বাসের সুযোগ্য পুত্র গোপাল বিশ্বাসও আগ্রহীতলার তবলাশিল্পের জগতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আগরতলার সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে শ্রী বিশ্বাস তবলায় শিক্ষকতা করছেন। তিনিও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং অন্যান্য সঙ্গীতের সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে তবলা পরিবেশন করেন।

**পিনাকপাণি গৃহ্ণ** ॥ সম্প্রতি তবলা শিক্ষকতার চাকুরি থেকে অবসর প্রাপ্ত শ্রী পিনাকপাণি গৃহ্ণ একজন উচ্চ দরের তবলাশিল্পী। তিনি দীর্ঘকাল আগরতলার সরকারি সঙ্গীত মহীবিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। শ্রীগৃহ্ণের তবলা বাদনে ছিল পেশাদারি দক্ষতা। শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি বহু সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তবলা-বাদনে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজে এবং বহিরাজে সর্বত্রই তিনি শিল্পমণ্ডিত তবলা পরিবেশন করেছেন।

### ● বাঁশী ●

**বাবুলু দেবনাথ** ॥ ত্রিপুরার একজন জনপ্রিয় বংশীবাদক বাবুলু দেবনাথ। চাকুরি করেন রাজসরকারের কৃষিদপ্তরে। কিন্তু একজন খাটি সংস্কৃতিচর্চক। বহুকাল বাঁশী হাতে নিয়ে হাজারো রকমের অনুষ্ঠানে হাজির থাকছেন। আকাশবাণী থেকে বাঁশী-বাদনে অনুমোদনপ্রাপ্ত। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে, ন্যাতানুষ্ঠানে বাঁশী মুখে অনুষ্ঠানকে শ্রতিমধুর করে তুলতেন। বাঁশী বাজানোতেও তাঁর পারদর্শিতা দিনকে দিন বেড়েছে। সর্বভারতীয় যুব উৎসবে শ্রেষ্ঠ বাঁশীশিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। পেয়েছেন স্বর্ণপদক এই গ্রন্থকার পরিচালিত বহু দূরদর্শন ও আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে এই শিল্পী বাঁশীতে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাঁশী বাবি স্ব প্রশংসনা পেয়েছেন।

**হারাধন ঝঘিদাশ** ॥ হারাধন ঝঘিদাশ আগরতলার একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ বাঁশী শিল্পী। আকাশবাণী থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত এই শিল্পী দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রসঙ্গীত জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর সুর-জ্ঞান উচ্চ প্রশংসনীয়। দূরদর্শনের পর্দায় বাঁশী মুখে তাঁর ছবি প্রায়ই দৃশ্যামান হয়। আকাশবাণীতে নিয়মিত অনুষ্ঠান করেন। গীতি-আলেখা,

নৃত্যান্ট্য, একক সঙ্গীত, ঐকাতান সর্বক্ষেত্রেই এই শিল্পীর পুরোপুরি দক্ষতা রয়েছে। ত্রিপুরার বাইরেও তিনি বহু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

**অনিল শীল** ॥ একজন উঁচু মানের বংশীবাদক অনিল শীল। আগরতলায় বেশ নামডাক রয়েছে তাঁর। আকাশবাণী থেকে অনুমোদন লাভ করেছেন। এই গ্রন্থকার পরিচালিত নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পী বাঁশী বাজিয়েছেন। বংশীবাদনে তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অসামান্য।

**উত্তম দাস** ॥ ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে কর্মরত বংশী বাদনে সিদ্ধহস্ত শিল্পী উত্তম দাস। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর পরিচালিত অসংখ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাঁশী পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। আকাশবাণীর অনুমোদন প্রাপ্ত এই শিল্পী দূরদর্শনে ও আকাশবাণীতে নিয়মিত সঙ্গীত-নৃত্যাদি অনুষ্ঠানে যত্নানুষঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই শিল্পী তাঁর শিল্পের মনোমুগ্ধকর ছাপ রেখেছেন। এই গ্রন্থকার পরিচালিত দূরদর্শনের একটি নৃত্যান্ট্যে তিনি সুরজাল সৃষ্টি করেছেন।

**নরেন্দ্র শীল** ॥ আকাশবাণীর অনুমোদনপ্রাপ্ত বংশী শিল্পী নরেন্দ্র শীল বাজের একজন কতি বাঁশীবাজিয়ে। আকাশবাণীতে এবং দূরদর্শনে বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন। বাঁশীবাদনে তাঁর দক্ষতা বিশেষ জন-স্বীকৃতি পেয়েছে।

**সুধন দাস** ॥ বাঁশের বাঁশীতে চমৎকার সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করেন বংশীবাদক সুধন দাস। শিল্পী বংশীবাদনে আকাশবাণীর অনুমোদনপ্রাপ্ত। নিয়মিত আকাশবাণীতে বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে যত্নানুষঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। দূরদর্শনেও বাজান। শিল্পীর জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য।

**গুরুপুদ দাস** ॥ বাজের একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাঁশী শিল্পী হলেন গুরুপুদ দাস। বাঁশী বাজিয়ে হিসেবে তিনি খ্যাতিমান। আকাশবাণীতে বাঁশী বাজান। মঙ্গে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত বাঁশী হাতে যোগদান করেন।

**রবীন্দ্র দাস** ॥ বাঁশী শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্র দাসের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি দক্ষ বাঁশী বাজিয়ে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মঙ্গে, আকাশবাণীতে বাঁশী বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। শিল্পীর বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে।

## ● দোতারা ●

**ননীগোপাল দাস** ॥ লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত লোকবাদ্য যত্র দোতারা-বাজিয়ে হিসেবে ত্রিপুরার শিল্পীদের মধ্যে ননীগোপাল দাস এক বিশিষ্ট নাম। প্রবীণ এই দোতারা শিল্পী আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন মঙ্গেও তিনি দোতারা বাদনে অংশ নেন। দোতারাতে বিচ্ছিন্ন সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করার সৃষ্টিশীলতা রয়েছে এই শিল্পীর মধ্যে। যাত্রা-শিল্পের অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে শ্রীদাশ ত্রিপুরাতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। দোতারাতে তিনি আকাশবাণীর অনুমোদিত।

**সুনীল দেবনাথ** ॥ ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে কর্মরত সুনীল দেবনাথ একজন নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল দোতারা শিল্পী। দোতারা বাদনে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ তাকে বিশিষ্ট শিল্পীর মর্যাদায় ভূষিত করেছে। আকাশবাণী থেকে অনুমোদিত এই

শিল্পী দোতারা কাঁধে বহু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী, দূরদর্শনেও বহু অনুষ্ঠানে দোতারা বাজিয়ে শ্রোতাদের মৃগ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থকারের পরিচালিত বেশ কিছু আকাশবাণী ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে তিনি দক্ষতার সঙ্গে দোতারা পরিবেশন করেছেন।

**বিমল দাস ॥** উপরি উল্লিখিত খ্যাতনামা দোতারা শিল্পী ননীগোপাল দাসের পুত্র বিমল দাসও আগরতলার একজন উল্লেখযোগ্য দোতারা শিল্পী। তিনিও আকাশবাণী থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে বহু লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শ্রীদাস দোতারা বাদনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

**চুনীলাল দেবনাথ ॥** আকাশবাণীর অনুমোদন প্রাপ্ত একজন বিশিষ্ট দোতারা শিল্পী চুনীলাল দেবনাথ। বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের আসরে, আকাশবাণী ও দূরদর্শনে শিল্পী অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানগুলিকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলেছেন।

**যতীন্দ্র চন্দ্র দাস ॥** দোতারা শিল্পী যতীন্দ্র চন্দ্র দাস একজন বিখ্যাত দোতারা বাজিয়ে। আকাশবাণী থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত এই শিল্পীর বিশেষ জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিবিধ লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে নেপুণ্যের সঙ্গে দোতারা বাজিয়ে শ্রোতা দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন।

### ● অস্টোপ্যাড ●

**ধনঞ্জয় সরকার ॥** আধুনিক নানা যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে অস্টোপ্যাডের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই স্থানটি যিনি খ্যাতির সঙ্গে অধিকার করে আছেন, তাঁর নাম ধনঞ্জয় সরকার। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বহু-বিচ্চিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানে এই শিল্পীর অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যেও শ্রীসরকারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। অমায়িক এই শিল্পী এই গ্রন্থকারের পরিবেশিত দূরদর্শনের বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে প্যাড বাজিয়েছেন।

**বিশ্বজিৎ নন্দী ॥** যন্ত্রনুয়ঙ্গের উল্লেখযোগ্য আরেকজন অস্টোপ্যাডের শিল্পী হলেন বিশ্বজিৎ নন্দী। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অস্টোপ্যাড বাজিয়ে থাকেন। এই শিল্পীরও অস্টোপ্যাড বাজিয়ে হিসেবে সবিশেষ খ্যাতি রয়েছে।

**পঞ্জক দন্ত ॥** এ রাজ্য অস্টোপ্যাড শিল্পী হিসেবে পঞ্জক দন্তের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের নানাবিধ সঙ্গীত অনুষ্ঠানে শিল্পী অস্টোপ্যাড বাজান। দক্ষতা ও নেপুণ্যের সঙ্গে তিনি অস্টোপ্যাড বাজিয়ে থাকেন। অস্টোপ্যাডে তাঁর উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা রয়েছে।

## আদিবাসী-উপজাতি যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত শিল্পীজীবন কথা

### ● চমপ্রেং ●

**সাম্প্রাই দেববর্মা ।।** ত্রিপুরার আদিবাসী উপজাতিদের স্ব-উদ্ভাবিত বিশেষ বাদ্যযন্ত্র হলো চমপ্রেং। এই বাদ্যযন্ত্রের অসমান শিল্পী হলেন সাম্প্রাই দেববর্মা। আকাশবাণী অনুমোদিত এই চমপ্রেং শিল্পী আকাশবাণী ও দূরদর্শনে কক্ষবরক অনুষ্ঠানে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছেন। উৎসব-অনুষ্ঠানে চমপ্রেং পরিবেশন করেছেন।

**মহরম দেববর্মা ।।** ত্রিপুরার অনাতম চমপ্রেং বাদক মহরম দেববর্মা একজন উচ্চমানের আদিবাসী যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী। চমপ্রেং বাদনে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। নিয়মিত আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত কক্ষবরক সঙ্গীতানুষ্ঠানে দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে চমপ্রেং বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন।

**সদাগর দেববর্মা ।।** আকাশবাণীর অনুমোদিত অন্যতম চমপ্রেং ও ডাংড়ু শিল্পী সদাগর দেববর্মা কক্ষবরক সঙ্গীতের যন্ত্রনৃত্যজী হিসেবে বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে চমপ্রেং ও ডাংড়ু বাদন পরিবেশন করে প্রভৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

### ● বাঁশী ●

**মলিন দেববর্মা ।।** আদিবাসী লোকবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁশের বাঁশীর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। বাঁশী বাদক হিসেবে কক্ষবরক যন্ত্রনৃত্যজী শিল্পী মলিন দেববর্মার বাঁশী বাদন প্রভৃত প্রশংসন লাভ করেছে। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উৎসব অনুষ্ঠানে শিল্পী বাঁশী বাজিয়ে জনচিত্রে সাড়া ফেলে দেন।

**কৃপাসিন্ধু জমাতিয়া ।।** বাঁশী-শিল্পী হিসেবে এরাজে কৃপাসিন্ধু জমাতিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। বাঁশীতে অপূর্ব সুরমৃর্ছনা তোলেন শিল্পী শ্রী জমাতিয়া। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সম্প্রচারিত বিভিন্ন কক্ষবরক সঙ্গীতানুষ্ঠানে শিল্পীর বাঁশী দর্শক শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসন লাভ করে।

**মঙ্গল দেববর্মা ।।** আদিবাসী বাঁশী শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন মঙ্গল দেববর্মা। আকাশবাণী থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত এই শিল্পী নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে বাঁশী বাজিয়ে মানুষের মন কেড়ে নেন।

**বৈদ্য দেববর্মা ।।** আদিবাসী উপজাতি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক উচ্চকোটির বংশীবাদক

বৈদ্য দেববর্মা আকাশবাণী থেকে একমাত্র বি-হাই প্রেডপ্রাপ্ত শিল্পী। শিল্পীর বাঁশী যেন বাদনকালে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আকাশ বাণীও দূরদর্শনের বিভিন্ন কক্ষরক সঙ্গীতানুষ্ঠানে শিল্পী চমৎকার বাঁশী বাজিয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেন। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মঙ্গেও বাঁশীতে তিনি উল্লেখযোগ্য সুরজাল সৃষ্টি করেন।

### ● সারিন্দা ●

সন্তোষ দেববর্মা ॥ ত্রিপুরার আদিবাসীদের লোকবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সারিন্দা একটি উল্লেখযোগ্য বাদ্যযন্ত্র। আদিবাসী শিল্পী সন্তোষ দেববর্মা একজন জনপ্রিয় ও উচ্চমানের সারিন্দা বাজিয়ে। আকাশবাণী থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত এই শিল্পী বিভিন্ন কক্ষরক সঙ্গীতানুষ্ঠানে একক এবং যন্ত্রানুষঙ্গী হিসেবে সারিন্দা পরিবেশন করেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত সারিন্দা বাজান।

### ● ডাংডু ●

অশ্বিনী দেববর্মা ॥ ত্রিপুরার আদিবাসী উপজাতিদের নিজস্ব উদ্ভাবিত এক বিশিষ্ট লোকবাদ্যযন্ত্রের নাম ডাংডু। অশ্বিনী দেববর্মা একজন বিখ্যাত ডাংডু বাদক। আকাশবাণীর অনুমোদন প্রাপ্ত এই শিল্পী নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সম্প্রচারিত কক্ষরক সঙ্গীতানুষ্ঠানে ডাংডু বাজিয়ে মানুষকে গভীর আনন্দদান করেন।

### ● ঢোলক ●

সনাতন দেববর্মা ॥ ঢোলক শৃঙ্খ অনুপজাতিদের নয়, আদিবাসী জনজাতিদেরও লোকবাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোলক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আদিবাসীদের বিভিন্ন সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পী সনাতন দেববর্মা ঢোলক বাজিয়ে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। আকাশবাণী থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত এই ঢোলক বাদক নিয়মিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনের কক্ষরক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন।

## এই গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত ও পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত নৃত্যনাট্যগুলিতে যেসব নৃত্যশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

গোপা ভট্টাচার্য । উমাকান্ত স্বুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য-র কন্যা গোপা একজন সুদক্ষ নৃত্যশিল্পী। তিনি এই গ্রন্থকারের রচিত ও পরিচালিত বহু নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাফল্য রেখেছেন। তিনি ত্রিপুরায় বিভিন্ন মঞ্চে এবং দিল্লি ও ভারতের অন্যান্য স্থানে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের প্রশংসা কৃড়িয়েছেন। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরার বাইরে নৃত্যশিক্ষকার পদে কর্মরত।

সমীম আচার্য । গ্রন্থকারের পুত্র সমীম আচার্যের নৃত্যপ্রতিভা অসামান্য। সে গ্রন্থকার রচিত ও পরিবেশিত এবং নর্থ ইস্ট ও আগরতলা দূরদর্শনে সম্প্রচারিত “সংহতি” “দূষণবিজয়” “আঁধার শেষে আলোর দেশে” প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে সাফল্যের সঙ্গে নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করেছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠানে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে দিল্লি, কেরালা, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে নৃত্যনাট্যে অংশ নিয়ে দর্শকদের চিন্ত জয় করেছে। শিল্পী অভিনয়েও সুদক্ষ।

শাওলী রায় । রাজ্যের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পার্থ রায়ের কন্যা শাওলা রায় একজন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী। ভারতনাট্যম নৃত্যে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত এই শিল্পী এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠান “দনুজ দলনী দুর্গা” শীর্ষক নৃত্যগীতিআলোচ্যে দুর্গার ভূমিকায় নৃত্য পরিবেশন করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। শিল্পীর নৃত্যশৈলীর স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। বিভিন্ন মঞ্চেও তাঁর নৃত্য দর্শকদের প্রচুর হাততালি কৃড়িয়েছে।

গোপা গোস্বামী । ছাত্রাবস্থা থেকেই নৃত্যশিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছেন গোপা গোস্বামী। তাঁর নৃত্য উচ্চ মানের। নিজে নৃত্য পরিচালনাও করেন। নৃত্যশিক্ষা দান করেন। এই গ্রন্থকারের পরিচালিত ও দূরদর্শনে সম্প্রচালিত নৃত্যনাট্যে শিল্পী অংশ নিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। নৃত্যশিল্পে শিল্পীর নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত।

তথ্য আচার্য । তথ্য আচার্য এক অসামান্য প্রতিভাধর নৃত্যশিল্পী। এই গ্রন্থকারের কন্যা তথ্য আচার্য আগরতলা দূরদর্শনে এবং নর্থ ইস্ট দূরদর্শনে প্রচুর নৃত্যানুষ্ঠানে নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করেছে। ‘সংহতি’, ‘বিদ্যাংদেহি’, ‘দেহতত্ত্বে গীতা’, ‘কুমার সম্ভব’, ‘দনুজ দলনী দুর্গা’, ‘আঁধার শেষে আলোর দেশে’, ‘লীলা পুরুযোন্তম’, ‘লীলাময়ী মাগতাকালী’, ‘দশমহাবিদ্যা’ প্রভৃতি বহু নৃত্যনাট্যে শিল্পী অংশগ্রহণ করে অপূর্ব নৃত্যশৈলী পরিবেশন করেছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন মঞ্চে এবং দিল্লি, গোহাটি, কেরালার বিভিন্ন স্থানে, কাশ্মীরে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছে। শিল্পীর অভিনয় নৈপুণ্যও উল্লেখযোগ্য।

সুনন্দা সাহা । সুনন্দা সাহা ধলেশ্বরের অধিবাসী। বাল্যকাল থেকেই সুনন্দা নৃত্যে

পারদশী হয়ে উঠেছে। নৃত্য-গঠন করার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী শ্রীমতী সাহা  
রাজ্য এবং বহির্ভাজো অসংখ্য অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মাত্রিয়ে দিয়েছে।  
এই গ্রন্থকার পরিচালিত নথু ইস্ট ও আগরতলা দূরদর্শনে সম্প্রচারিত বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে  
অংশগ্রহণ করেছে। ‘সংহতি’, ‘দেহতন্ত্রে গীতা’ তন্মধ্যে অন্যতম। শিল্পী নৃত্যশিক্ষিকা  
হিসেবেও আগরতলায় সুপরিচিত।

**শর্মিষ্ঠা বণিক** ॥ এই গ্রন্থকার রচিত ও দূরদর্শন কর্তৃক সম্প্রচারিত বিভিন্ন নৃত্যনৃষ্ঠানে  
কৃতিত্বের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেছে শর্মিষ্ঠা বণিক। তার নৃত্যপ্রতিভা অসমান।  
রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠানে এবং দূরদর্শনে বহু অনুষ্ঠানে  
শিল্পী অংশ নিয়ে দর্শকচিঠ্ঠে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। রাজ্যের বাইরেও বিশেষ দিনগ্রন্থে  
তাঁর অনুষ্ঠানের উচ্চ প্রশংসা হয়েছে।

**প্রদীপ দেবনাথ** ॥ আগরতলা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত জগৎপুরের অধিবাসী  
প্রদীপ দেবনাথ এ রাজ্যের একজন উচ্চকোটির নৃত্যশিল্পী। নৃত্যশিক্ষক এবং  
নৃত্যপরিচালক হিসেবে শিল্পী খুবই খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও  
পরিচালিত বহু নৃত্যনাট্যে শ্রী দেবনাথ অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন।  
তার যোগদান করা নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে দূরদর্শনে সম্প্রচারিত মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠান  
'দুর্জ দলনী দুর্ণা', 'আঁধার শেষে আলোর দেশে', 'দূষণ বিজয়', 'দেহতন্ত্রে গীতা',  
'লীলাপুরযোগ্যম শ্রীকৃষ্ণ', 'সুন্দর নববন্ধন শ্যাম', 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্রী  
দেবনাথ ত্রিপুরার বাইরেও বহু নৃত্যনৃষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। 'নৃত্যপ্রদীপ' নামক নৃত্যশিক্ষা  
কেন্দ্রের সঞ্চালক ও শিক্ষক হিসেবে তিনি বিভিন্ন প্রকার নৃত্য শিক্ষা দিয়ে চলেছেন।

**রূমা সরকার** ॥ কথকন্ত্যে প্রশংসন প্রাপ্ত এই গ্রন্থকার রচিত ও  
পরিচালিত বিভিন্ন নৃত্যনৃষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দূরদর্শনে  
সম্প্রচারিত এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত 'সংহতি' নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেছেন।  
অংশ নিয়েছেন আগরতলা দূরদর্শনে সম্প্রচারিত "আঁধার শেষে আলোর দেশে" "দূষণ  
বিজয়" প্রভৃতি নৃত্যনাট্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যেও শিল্পী নৃত্য পারবেশন করে জনপ্রিয়তা  
অর্জন করেছেন। দূরদর্শনে রয়্যালিটি প্রেগ্রামের প্রযোজনাও করেছেন।

**ধূপদ দাস** ॥ কিশোর নৃত্যশিল্পী ধূবত দাস সম্পর্কে এই গ্রন্থকারের দৌহিত্র। নৃত্যও  
অভিনয় শিল্পী ত্রয়া আচার্যের পুত্র। শৈশবেই ধূপদ নৃত্যও অভিনয় শিল্পী পারদশী হয়ে  
ওঠে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান মধ্যে, নৃত্য প্রতিযোগিতায় দর্শকদের মুখে মুখে তার প্রশংসা ছড়িয়ে  
পড়ে। এই গ্রন্থকারের বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে এই কিশোর শিল্পী অংশ নিয়ে মানুষের মন জয়  
করেছে। অভিনয়েও তার অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে। দূরদর্শনে সম্প্রচারিত সিরিয়েল  
'বোলাগিরি' 'পুরযোগ্যম শ্রীকৃষ্ণ' প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ধূপদের অভিনয় দর্শক চিন্তকে জয়  
করেছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠানে এবং প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার  
করে শিল্পী প্রচুর পুরস্কার ঘরে তুলেছে। ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিল্পী ধূপদ  
দাসের মধ্যে বিবাজ করবে।

বহিশিখা চক্রবর্তী ॥ কমলপুর নিবাসী বহিশিখা চক্রবর্তী একজন খ্যাতিমান নৃত্যশিল্পী। কমলপুরে তাঁর নৃত্যশিক্ষণ স্কুল রয়েছে। তিনি রবীন্দ্র নজরুল লোকগীতির সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন। এই গ্রন্থকার পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচালিত “ভোলাগির” শিল্পীর নৃত্যে নিষ্ঠা ও কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

মানসী ঘোষ ॥ ঘোগেন্দ্রনগর নিবাসী মানসী ঘোষ এক প্রতিভাময়ী নৃত্যশিল্পী। এই গ্রন্থকার পরিচালিত ও পরিবেশিত দূরদর্শন ও মঞ্জের বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করে অকৃষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। তিনি ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এবং ত্রিপুরার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে নৃত্যে অংশগ্রহণ করে দর্শকদের তৃপ্ত করেছেন। দূরদর্শনে সম্প্রচারিত ‘বিদ্যাংদেহি’ ‘দৃষ্ণ বিজয়’ প্রভৃতি নৃত্যানুটো তার নৃত্যশিল্পী উল্লেখযোগ্য প্রশংসা পেয়েছে। শিল্পী বর্তমানে আগরতলার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্যে রত।

সুতপা ভট্টাচার্য ॥ এক প্রতিভাময়ী নৃত্যশিল্পী সুতপা ভট্টাচার্য। এই গ্রন্থকার পরিচালিত বহু নৃত্যানুটো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, অনুষ্ঠানের মঞ্জে, দূরদর্শনে শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করে প্রশংসা পেয়েছেন।

ঝিমলি আচার্য (চুমকী) ॥ নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বলনাম ঝিমলি আচার্য। খোয়াই মহকুমার চেবৰী নিবাসী এই শিল্পী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উৎসবের মঞ্জে নৃত্য পরিবেশন করে হাততালি কৃতিয়েছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত নথি ইস্ট দূরদর্শনে সম্প্রচারিত ‘সংহতি’ নৃত্যানুটো অংশগ্রহণ করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন।

ঠিনা আচার্য ॥ আগরতলার কৃষ্ণনগর নিবাসী ঠিনা আচার্য নৃত্যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থকারের রচিত ও পরিচালিত বহু নৃত্যানুটো অংশ গ্রহণ করে প্রশংসিত হয়েছেন।

ঠিনা চক্রবর্তী ॥ ঠিনা চক্রবর্তী একজন সুদক্ষ নৃত্যশিল্পী। এই গ্রন্থকারের পরিচালিত বিভিন্ন নৃত্যানুটো সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার নৃত্যশিল্পী দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।

ঝুমা সরকার ॥ রবীন্দ্রন্তে বিশেষ পারদর্শী ঝুমা সরকার একজন প্রতিভাময়ী নৃত্যশিল্পী। অসংখ্য নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পীকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এই গ্রন্থকার পরিচালিত নথি ইস্ট দূরদর্শনে রেকর্ডিং করা নৃত্যানুটো ‘সংহতি’ -তে শিল্পী উল্লেখযোগ্য নৃত্য প্রদর্শন করেন। তা ছাড়া এই গ্রন্থকারের পরিচালিত এবং আগরতলা দূরদর্শনে সম্প্রচারিত নৃত্যানুটো ‘দেহতত্ত্বে গীতা’ ‘দৃষ্ণ বিজয়’, ‘আঁধার শেষে আলোর দেশে’ প্রভৃতি নৃত্যানুটো অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সায়ন্ত্রিনী রায়চৌধুরী ॥ এক উচ্চমানের নৃত্যশিল্পী সায়ন্ত্রিনী রায় চৌধুরী বহু নৃত্যানুষ্ঠানে তার শিল্প প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। বৃপেগুণে এক সার্থক নৃত্যশিল্পী সায়ন্ত্রিনী রায় চৌধুরী। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত ‘দেহতত্ত্বে গীতা’ ধারাবাহিক ‘ভোলাগির’ ‘দশ মহাবিদ্যা’ প্রভৃতি নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পী

চমৎকার নৃত্যশৈলী উপস্থাপন করেছেন। শিল্পী বর্তমানে রাজ্যের বাইরে বসবাস করেছেন।

**সর্বাণী ভট্টাচার্য ॥** শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য আগরতলার ভাটি অভয়নগরের অধিবাসী ছিলেন বর্তমানে রাজ্যাভিভাবিত। শ্রীমতী ভট্টাচার্য একজন উচ্চকোটির নৃত্যশিল্পী। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত বেশ কিছু নৃত্যনাট্যে শিল্পী অপূর্ব নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করেছেন। তন্মধ্যে দূরদর্শনে সম্প্রচারিত “আধার শেষে আলোর দেশে” সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**শেলী দাশগুপ্ত ॥** বর্তমানে অভয়নগর নিবাসী শেলী দাশগুপ্ত একজন সুদক্ষ নৃত্যশিল্পী। বহু অনুষ্ঠানে নৃত্যপরিবেশন করে তিনি প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত বেশকিছু নৃত্যনাট্যে অংশ নিয়ে শিল্পী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

**কাঞ্জন শীল ॥** নৃত্য পরিচালিকা এবং নৃত্যশিক্ষিকা হিসেবে ত্রিপুরায় কাঞ্জন শীল একটি বিখ্যাত নাম। নৃত্যে স্নাতকোত্তর ডিপ্রি প্রাপ্ত এই শিল্পী ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরায় বাইরে বহু স্থানে নৃত্যপরিবেশন করে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিবেশনি এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত “লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” “লীলাময়ী মা মহাকালী” প্রভৃতি নৃত্যানুষ্ঠানে অপূর্ব নৃত্যশৈলী পরিবেশন করেছেন। নৃত্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্য রয়েছে। বহু পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন।

**চৈতালী বণিক ॥** নৃত্যে পারদশী চৈতালী বণিক এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিল্পী। এই গ্রন্থকার পরিচালিত কয়েকটি নৃত্যনাট্যে অংশ নিয়ে প্রশংসা পেয়েছেন।

**তনুজা রায় ॥** রামনগর ৮নং রাস্তার অধিবাসী তনুজা রায় এ রাজ্যের নৃত্যের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মঙ্গে শিল্পী নৃত্যপরিবেশন করে যথেষ্ট সাধুবাদ পেয়েছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত নৃত্যনাট্যে তনুজা অংশ নিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

**অনিন্দিতা সেন ॥** এক কুশলী নৃত্যশিল্পী অনিন্দিতা সেন। রাজ্যের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে বিখ্যাত হয়েছেন। বাজ্যের বাইরে বিভিন্ন আমত্রণমূলক অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছেন। এই গ্রন্থকার পরিচালিত নৃত্যনাট্যে কৃতিত্বের সঙ্গে নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করেছেন।

**ইলা দেব ॥** এই গ্রন্থকার রচিত এ পরিচালিত নৃত্যনাট্য ‘সংহতি’, ‘আধার শেষে আলোর দেশে’ প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন শিল্পী ইলা দেব। বাস্তিগত কর্মজীবনে স্কুলশিক্ষিকা শ্রীমতী দেব মণিপুরী নৃত্যে ডিগ্রি লাভ করেছেন। বিভিন্ন মঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে খ্যাতি লাভ করেছেন।

**সোমা চন্দ ॥** সঙ্গীতেও নৃত্যে শিল্পকলার এই দুই ধারায়ই, শিল্পী সোমাচন্দ্র বুবই নিষ্ঠাবতী ও সামলীল। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত বেশ কিছু নৃত্যনাট্যে নৃত্য পরিবেশন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

মনীষা পাল ॥ ত্রিপুরার শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট নাম মনীষা পাল। এই গ্রন্থকারের রচিত ও পরিচালিত এবং নথ-ইস্ট দূরদর্শনে রেকর্ডিং করা নৃত্যনাট্য ‘সংহতি’-তে শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করেছেন। নৃত্যশিক্ষিকা হিসেবেও শিল্পীর খ্যাতি রয়েছে। বি.টি.ভি. নামক প্রাইভেট চ্যানেলের সংশ্লিষ্ট শ্রীমতী পাল তথ্যচিত্র প্রযোজনাও করেছেন।

দুর্গা গাঙ্গুলী ॥ সত্তর ও আশির দশকে এরাজ্যের তরুণী নৃত্যশিল্পী দুর্গা গাঙ্গুলী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত বহু নৃত্যনাট্যে দুর্গা গাঙ্গুলী অংশ নিয়ে অজস্র প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এই গ্রন্থকারের সহযোগী হয়ে দিল্লি, কেরালা প্রভৃতি স্থানে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। শিল্পী সঙ্গীতেও অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী।

প্রহেলী ভৌমিক ॥ ত্রিপুরার এক তরুণী নৃত্যশিল্পী প্রহেলী ভৌমিক। ছাত্রাবস্থায় আগরতলার শ্রীকৃষ্ণমিশন স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে জনচিত্র জয় করেছেন। তার নৃত্যের প্রকাশভঙ্গিতে অসাধারণভুক্ত দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এই গ্রন্থকার পরিচালিত দূরদর্শনে সম্প্রচারিত নৃত্যালোকে কুমারী ভৌমিক চমৎকার নৃত্য পরিবেশন করেছেন।

তৃষ্ণিমা চক্রবর্তী ॥ যোগেন্দ্রনগরের অধিবাসী তৃষ্ণিমা চক্রবর্তী একজন প্রতিভাময়ী নৃত্যশিল্পী। রবীন্দ্র ও নজরুল নৃত্যে পারদশী। বহু অনুষ্ঠান মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করে খ্যাতি লাভ করেছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত কয়েকটি নৃত্যনাট্যে অংশ নিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

অনিন্দিতা মজুমদার ॥ বর্তমানে আযুবেদ চিকিৎসক অনিন্দিতা মজুমদার ছাত্রাবস্থায় প্রচুর নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করে নৃত্য প্রতিভার পরাকৃষ্ণ দেখিয়েছেন।

একতা দেব ॥ তরুণী নৃত্যশিল্পী একতা দেব একজন নিষ্ঠাবর্তী ও প্রতিভাময়ী শিল্পী। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিবেশিত এবং দূরদর্শন সম্প্রচারিত নৃত্যনাট্য “র্দালা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ”-এ নৃত্য পরিবেশন করেছেন। তা ছাড়া, মঞ্চের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে খ্যাতি পেয়েছেন।

মৌমিতা ধর ॥ প্রগতি বোডের অধিবাসী স্কুল ছাত্রী মৌমিতা ধর নৃত্যশিল্পে পারদশী। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মঞ্চে নিয়মিত নৃত্য পরিবেশন করেন। দূরদর্শনেও শিল্পীর অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। এই গ্রন্থকার পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত মহালয়ার অনুষ্ঠান নৃত্যনাট্য ‘দনুজ দলনী দুর্গা’-তে নৃত্য পরিবেশন করে প্রশংসা পেয়েছেন।

সুতপা পাল ॥ সুতপা পাল একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী। রাজ্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত মহালয়ার অনুষ্ঠান “দনুজ দলনী দুর্গা”-য় নৃত্য পরিবেশন করে প্রশংসা পেয়েছেন।

দীপাঞ্জলি চক্রবর্তী ।। তরুণী নৃত্যশিল্পী দীপাঞ্জলি চক্রবর্তী একজন প্রতিভাময়ী শিল্পী রবীন্দ্র ও নজরুল নৃত্য পরিবেশন করেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত মহালয়ার নৃত্যানুষ্ঠান ‘দনুজ দলনী দুর্গা’-য় নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন প্রশংসা কৃড়িয়েছেন। এই অনুষ্ঠানটি দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়েছিল।

সুরত চক্রবর্তী ।। নৃত্য শিক্ষক এবং নৃত্যশিল্পী হিসেবে সুরত চক্রবর্তী খ্রিপুরাতে এক বিশিষ্ট নাম। হোলিক্রস বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুরত চক্রবর্তী উচ্চমানের নৃত্যশিল্পী। রবীন্দ্র, নজরুল, শাস্ত্রীয়-নৃত্যের বিভিন্ন শাখায় শিল্পীর পারদর্শিতা রয়েছে। নৃত্য পরিচালনায়ও তার যথেষ্ট মুগ্ধিমানার ছাপ মেলে। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত দূরদর্শনের কয়েকটি নৃত্যানুষ্ঠানে যেমন, “আঁধার শেষে আলোর দেশে” “দেহতঙ্গীতা” ‘ভোলাগিরি’ প্রভৃতিতে চমৎকার নৃত্য প্রদর্শন করেছেন।

অমিত ভৌমিক ।। মূলত ভাষ্য শিল্পী হলেও শিবনগরের অধিবাসী অমিত ভৌমিক নৃত্যানুষ্ঠানেও চমৎকারভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থকার পরিচালিত দূরদর্শনে সম্প্রচারিত নৃত্যালেখ্য “সুন্দর নব ঘন শ্যাম”-এ শিল্পী সুন্দরভাবে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। বর্ত্তাণ্মে সাংবাদিক এই শিল্পীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অনুষ্ঠান সঞ্চালন ক্ষমতা অসাধারণ।

মেহেলী দে ।। মেহেলী দে আগরতলার এক অনন্যা নৃত্যশিল্পী। শিশুবিহার স্কুলে ছাত্রাবস্থায় বহু নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। নজরুল, রবীন্দ্র, লোকনৃত্য-নৃত্যের নানা বিভাগে শিল্পীর পারদর্শিতা উল্লেখযোগ। এই গ্রন্থকারের বহু নৃত্যানুষ্ঠানে, নৃত্যান্তে শিল্পী সাকলের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। নৃত্যশিল্পে তার দক্ষতা অসামান্য।

প্রিয়জিৎ শীল ।। তরুণ নৃত্যশিল্পী প্রিয়জিৎ পাল, ঘরোয়া লোক সংস্কৃতি সংস্করে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থকার পরিচালিত বিভিন্ন নৃত্যান্তে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বিধৃতা জনপতি ।। তরুণী নৃত্যশিল্পী রবীন্দ্র, নজরুল, ভারতনাট্যম নৃত্যে পারদর্শী। কাশোর-চিকিৎসক ডা. বাঁধন জনপতির কন্যা বিধৃতার অপূর্ব নৃত্যশৈলী দর্শকদের মুখ্য করে। শিল্পীর নৃত্যের প্রকাশভঙ্গি ও অভিনয় দক্ষতা এককথায় অসাধারণ। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে শিল্পীর পরিবেশিত নৃত্য দর্শকদের সহজেই অভিভূত করে। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত “দশমহাবিদ্যা” নৃত্যালেখ্যে শিল্পী অসমান্য দক্ষতার পরিচয় দেখেছেন।

স্বাতী চক্রবর্তী ।। আগরতলার আভয়নগরের অধিবাসী স্বাতী চক্রবর্তী একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ নৃত্যশিল্পী। বহুদিন যাবৎ তিনি নৃত্যানুষ্ঠান করে চলেছেন। রবীন্দ্রনৃত্য, নজরুলনৃত্য, লোকনৃত্যে শিল্পী বিশেষ পারদর্শন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত নাটক “মাঠের মানুষ দাঙ্গুসাদে” এবং নৃত্যালেখ্য “পুরুযোগুম শ্রীকৃষ্ণ” ও ‘দশমহাবিদ্যা’-তে নৃত্য পরিবেশন করে জনচিন্ত জয় করেছেন।

জন পাল ॥ তরুণ নৃত্যশিল্পী জন পাল ঘরোয়া লোকসংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে নিয়মিত যোগদান করেছেন। এই গ্রন্থকার পরিচালিত বিভিন্ন নৃত্যনাট্য ও নৃত্যালেখ্যে সাফল্যের সঙ্গে নৃত্যশিল্পী উপস্থাপন করেছেন।

**রঞ্জিত দেবনাথ ॥** ত্রিপুরায় সাংস্কৃতিক জগতে রঞ্জিত দেবনাথ একটি বিশিষ্ট নাম। ঘরোয়া লোকসংস্কৃতি সংসদের নানা অনুষ্ঠানে নাচে-গানে-তবলায় শ্রী দেবনাথ অপূর্ব প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত নৃত্যনাট্যে “আঁধার শেয়ে আলোর দেশে”-তে নৃত্যে অংশ নিয়ে সাধুবাদ পেয়েছেন। বর্তমানে তবলা শিল্পী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন।

**ঝিমলি পাল ॥** আশির দশকে ঘরোয়া লোকসংস্কৃতি আয়োজিত এবং এই গ্রন্থকার রচিত ও পরিচালিত বিভিন্ন নৃত্যালেখ্য ও নৃত্যানুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন মঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেছেন।

**অভিজিৎ ভট্টাচার্য ॥** সতর-আশির দশকের এক প্রতিভাবান তরুণ নৃত্যশিল্পী ছিল অভিজিৎ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রন্তেও তার দক্ষতা ছিল অসমান। এছাড়া নজরুল নৃত্য, লোকনৃত্য এবং কথক নৃত্যেও তার পারদর্শিতা ছিল। তরুণ শিল্পী তখন রাজ্যের বিভিন্ন মঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থকারের পরিচালিত নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পী নিয়মিত অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন।

**বর্ণালী দাস ॥** সোনামুড়ার মেয়ে বর্ণালী দাস একজন সুদক্ষ নৃত্যশিল্পী। নিজে নৃত্য পরিকল্পনা করেন, নৃত্য পরিবেশন করেন এবং নৃত্য পরিচালনা করেন। শিল্পী চমৎকার নৃত্যশিল্পী পরিবেশন করেন এবং নৃত্য পরিচালনা করেন। শিল্পী চমৎকার নৃত্যশিল্পী পরিবেশন করে জনচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্র, নজরুল, লোকগান্তি, ছায়াছবির নৃত্য—সর্বক্ষেত্রেই শিল্পীর অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে। দূরদর্শনে অনেক নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। এই গ্রন্থকার রচিত ও প্রচালিত এবং দূরদর্শনে সম্প্রচারিত “পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” ফিল্মে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। নৃত্যশিক্ষিকা হিসেবেও শিল্পী কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে খ্যাতি লাভ করেছেন।

**বৃপালী দাস ॥** তরুণী শিল্পী বৃপালী দাস সোনামুড়ার অধিবাসী। নৃত্যশিল্পে কুমারী দাসের অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে। বৃপালী দূরদর্শনে এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মঙ্গে নৈরুণ্যের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রনৃত্য, নজরুল নৃত্য, লোকনৃত্য এবং আনুষ্ঠানিক সকলপ্রকার নৃত্যেই শিল্পী পরদর্শী। এই গ্রন্থকার পরিচালিত দূরদর্শনে সম্প্রচারিত “পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” শীর্যক অনুষ্ঠানে শিল্পী চমৎকার নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন।